লোক-সাহিত্য

ত্রয়োদশ খণ্ড

[মন্ত্র]

সম্পাদনা

বদিউজ্জামান
গবেষণা বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

বাএ ৭৮৯

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ১৯৭১

প্রকাশনা
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় ও মুদ্রণ ডিভিশন
বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ২

মুদ্রণ
মতি আর্ট প্রেস
৬, গোবিন্দ দাস লেন
আরমানিটোলা
ঢাকা - ১

সূচীপত্র

রংপুর

মোমেনশাহী

সিলেট

ফরিদপুর

কুমিল্লা

যশোর

রাজশাহী

নোয়াখালী

চট্টগ্রাম

ভূমিকা

বহু প্রাচীন কাল থেকে অর্থাৎ সভ্যতার উন্মেষ থেকে মানবসমাজে মন্ত্রের ব্যবহার চলে আসছে। মানুষ কি করে তার আদিম জড়তা পরিহার করে সভ্যতার অধুনা স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে এসব মন্ত্রের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আদিম যুগে যেসব প্রার্থনার অঙ্গ ছিল বর্তমানে তার অনেকগুলো কেবলমাত্র মন্ত্রের পর্যায়ে এসে গেছে, প্রার্থনার ক্ষেত্র তা থেকে কিছুটা বিভক্ত হয়ে গেছে। মন্ত্রের প্রধান অবলম্বন ছিল প্রকৃতি। প্রকৃতিকে শান্ত করবার অথবা প্রকৃতিকে বশ করবার প্রবণতা থেকেই অধিকাংশ মন্ত্রের উৎপত্তি। সেজন্য দেখা যায় এখন প্রকৃতিকে যেমন আয়ত্তে আনবার অথবা শান্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে তেমনি তারই উপাচার হিসাবেই প্রকৃতিকে আবার ব্যবহার করা হচ্ছে। একে Sympathetic Magic বা Negative বা White Magic এবং Black Magic ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

মন্ত্রের ব্যবহার চিরন্তন, অর্থাৎ কোন দেশ বা জাতি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কোন কোন যুগে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে, দুর্বল মানুষ এ সম্পর্কে ভীতি বা বিশ্বাস সৃষ্টি করে নিয়েছে। মানবসমাজ থেকে এগুলো সম্পূর্ণরূপে বিদায় গ্রহণ করেনি, সমাজ এবং যুগজীবনের পরিবর্তনশীলতার জন্য এগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। অধুনা মানুষ মন্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিলোপ করেনি, এখনও তারা গ্রহশান্তি ইত্যাদির জন্য এ ধরনের মন্ত্রের শরণাপন্ন হয়।

মন্ত্র কেবল এদেশে প্রচলিত ছিল না, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে রোম, গ্রীস, মিশর এবং সভ্যতার অন্যান্য পীঠভূমিগুলোতেও এর ব্যাপক ব্যবহার এবং এ সম্পর্কে বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এখনো সেখানে মন্ত্রের ব্যবহার যে আদৌ নেই তা নয়। পরিবেশ, প্রাকৃতিক অবস্থা, সভ্যতার বিবর্তন ইত্যাদি কারণে আমাদের দেশের তুলনায় সে সব মন্ত্রের কিছুটা চরিত্রগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির যে অবস্থা আমাদের এখানে সার্বভৌম সেখানে

তা নয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির যে রূপে আমরা বিমুগ্ধ অথবা ভীত-সন্ত্রস্ত সেখানে তা ভিন্নতর। সেজন্য আমাদের এখানে যা সহজ সেখানে হয়তো তা নয়, আবার এর বিপরীত কথাটিও সমানভাবে সত্য। এই গুণগত ও অবস্থাগত বৈষম্যের জন্যেই মন্ত্রের উৎপত্তির ক্ষেত্র যেমন পৃথক হয়েছে তার ব্যবহার ক্ষেত্রেও তেমনি পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের জীবনে সমস্যার শেষ নেই, তেমনি আশা-আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। আদিম যুগে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসহায় ছিল এবং এ অসহায় অবস্থায় প্রকৃতি তার সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করেছে। বর্তমানে মানুষ প্রকৃতির কোন কোন অবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এসেছে এবং সে সব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র থেকে প্রকৃতির ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ এখন প্রকৃতির খেয়াল-খুশীর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নয়। কিন্তু যেখানে সে তাকে আয়ত্তে আনতে পারেনি সেখানে তার উপর নির্ভর করা ছাড়া পথ নেই এবং সেই প্রকৃতিকে বিভিন্ন উপায়ে সে শান্ত করার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশকে এক একটি শক্তির প্রতীক কল্পনা করেছে এবং সে শক্তিকে কখনও আদর ও তোষামোদ করে এবং কখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তিকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সে অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছে। অধিকাংশ লৌকিক দেব-দেবীর ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেজন্য কোথাও দেখা গেছে অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রপাঠের মধ্যে শক্তিরূপিণীকে তুষ্ট করা হচ্ছে আবার কোথাও পশুবলি এমনকি আদিম সমাজে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নরবলিও প্রয়োজন হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ অধিকতর ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এ ধরনের কাজ করতেও পরাঙ্মুখ হয়নি। তাই দেখা গেছে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, কখনো তা 'সাপের বিষ ঝাড়া'র জন্য, কখনো তা 'বিপদ ও রোগমুক্তির' জন্য, আবার কখনো তা 'সন্তান লাভ' অথবা 'শস্য লাভের' কামনায়। অথাৎ কিনা মানুষ আশৈশব এবং আমৃত্যু, দিন-রাত্রির মধ্যে ব্যাপ্ত সমস্ত মুহূর্তে এ মন্ত্রের উপর নির্ভর করেছে এবং মন্ত্র তার জীবনের প্রায় সকল ব্যাপারেই প্রয়োজন মিটিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এসব মন্ত্র মানুষের কতটুকু প্রয়োজনীয় হিতসাধন করেছে তা বলা কঠিন হলেও একথা বিশেষভাবে স্বীকৃত যে, মানসিক প্রশান্তির কারণে এর ভূমিকা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

আগেই বলেছি, আদিতে যা প্রার্থনার অঙ্গ ছিল, পরে অনেক ক্ষেত্রেই তা মন্ত্রের মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ মন্ত্র এবং প্রার্থনা প্রায় একাকার হয়ে

মিশে গেছে। সেজন্য মন্ত্রের মধ্যে লৌকিক দেব-দেবীর উল্লেখ আছে। পীর, ফকির, আউলিয়া ইত্যাদিতে যেমন নির্ভরশীলতা আছে তেমনি অবলীলাক্রমে আল্লা, খোদা, রছুল, ভগবান, দুর্গা, কালী, শিব, মহাদেব, মনসা, ইত্যাদিও মিশে গেছে। এখানে প্রচলিত এমন মন্ত্র খুব কমই দেখা গেছে, যেখানে কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়ের উপাস্য বস্তু কিংবা ব্যক্তিত্বেরই উল্লেখ রয়েছে। যেমন সাপের মন্ত্রের কথা ধরা যায়। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলো মনসা, অর্থাৎ মনসার ইচ্ছা অনুযায়ী সাপ তার ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং সাপের বিষ ঝাড়ার জন্য কেবলমাত্র মনসা দেবীর উপরে নির্ভরশীলতাই যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে মানুষ তেমনভাবে নির্ভর করতে পারেনি। সাপের মন্ত্রের মধ্যে মনসার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনবরত উল্লেখ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লা, খোদা, রসুল, পীর, পয়গম্বর, শিব, মহাদেব, কালী, দুর্গা, পার্বতী ইত্যাদি সব কিছুরই উল্লেখ আছে। অর্থাৎ মানুষ এককভাবে কারো ওপর নির্ভর করতে পারেনি, কাউকে অখুশি না করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য, যে সব পীর-পয়গম্বর, দেব-দেবী, ইত্যাদির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবই সম্পূর্ণ-ভাবে লৌকিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের প্রকৃত চরিত্র এখানে আর অবশিষ্ট নেই। তারাও এক একটি সিম্বল বা প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং এরা শক্তির সিম্বল বা প্রতীক বলেই কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা যেমন এদের রয়েছে তেমনি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতাও কম নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, যে তাকে ঠিকভাবে আহ্বান করতে জানে তার পক্ষ অবলম্বন ক'রে যেমন তার কল্যাণ সাধন করেছে তেমনি তারই প্ররোচনায় অন্য কোন ব্যক্তির সমূহ-ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রেও যথারীতি তৎপর। এদের লৌকিক পরিকল্পনাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় নিরপেক্ষ অতিলৌকিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে এহেন দুষ্কর্মসাধন আদৌ সম্ভব কিনা ভেবে দেখার মত।

সেজন্যই দেখা যায় মানুষের চিরন্তন কল্যাণ সাধনের জন্য যেমন মন্ত্র রয়েছে, তেমনি একইভাবে মানুষের ক্ষতিসাধনের জন্যও মন্ত্রের ব্যবহার আদৌ দুর্লভ নয়। শত্রুতা করে মন্ত্রের সাহায্যে দেহের ক্ষত-অংশকে মানুষ সারাতে দিচ্ছে না, সন্তানবতী রমণীকে যথাসময়ে সন্তানপ্রসবে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। কারও ক্ষেতের ফসল নষ্ট করছে এবং লক্ষণীয় যে এসব ক্ষেত্রে একই দেব-দেবী অথবা অতিলৌকিক ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এসব অনিষ্ট সাধন করেছে। ভালবাসার রমণীকে বশ করার জন্যও অথবা এর বিপরীতভাবে পুরুষকে

আয়ত্তে রাখার জন্যও মন্ত্রের সাহায্য নেয়া হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে মন্ত্র কেবল আবৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান, গাছপালা, মাটি-পানি, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, দিন-ক্ষণ, মাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। এক একটি বিশেষ মন্ত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান দিন-ক্ষণ বা প্রহর ইত্যাদি নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ এবং অনুষ্ঠান ইত্যাদি সূক্ষ্মভাবে নিয়মিত না হলে সে মন্ত্র কার্যকরী হয় না।

Animism বা সর্বপ্রাণবাদ অনুসারে আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো, ইতরপ্রাণীর সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এদের মাধ্যমে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশিত হয়। এ বিশ্বাস থেকেই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের উপাচার হিসাবে পশুপাখী ইত্যাদি হত্যার, তাদের রক্ত, পালক এবং অন্যান্য জিনিস ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস হল, বধ্য-পশুপাখীর মুক্ত আত্মার মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছা অথবা কামনা সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। এর সঙ্গে যে সব মন্ত্র পাঠ করা হয় কখনো তা উপাসনার অঙ্গ, আবার কখনও তা নিছক মন্ত্র। এভাবে উপাসনা এবং মন্ত্র একাকার হয়ে মিশে গেছে। প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রের যথার্থ উচ্চারণ হলে এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিকমত হলে মানুষ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং অসম্ভব জিনিসও তার কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। প্রাথমিক অবস্থায় সমাজভুক্ত সকল মানুষেরই মন্ত্রপাঠ করবার অধিকার ছিল, কিন্তু কালক্রমে এটা গোষ্ঠীপ্রধান অথবা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে চলে এসেছে। একথা মনে করা হয় যে, কোন কোন সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই উত্তরাধিকার-সূত্রে এসব গুণ অর্জন করে।

আমাদের দেশের অনেক মন্ত্র এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অশ্লীলতা লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে দেবতাবিশেষের যথেচ্ছ রতিক্রিয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং এটা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলোকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। উপজাতীয় আদিমবাসীদের মধ্যেই এটা বিশেষভাবে প্রধান।

মন্ত্র সাধারণতঃ ছন্দ বা ছড়ার আকারে সৃষ্ট। গঠনগত দিক দিয়ে একে ছড়ার পর্যায়ে ফেলা যায়। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে ছড়া যেমন মন্ত্র নয়, তেমনি মন্ত্রকেও ছড়া বলা কঠিন। ছড়ার মধ্যে যে অনায়াস অসংলগ্নতা, তার সঙ্গে মন্ত্রের মধ্যেকার অসংলগ্নতার পার্থক্য অনেক। মন্ত্রের মধ্যে অসংলগ্ন বাক্যাংশ খুব কমই পাওয়া যায়। মন্ত্র বিশেষ অর্থবহ, কিন্তু ছড়া এর প্রায় বিপরীতধর্মী। ছড়ার মধ্যে নির্মল আনন্দই প্রধান, কিন্তু

মন্ত্রের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক তেমন নেই। নিছক গদ্যেও যথেষ্ট মন্ত্র পাওয়া যায়। ছড়ার আকারে যেসব মন্ত্র পাওয়া যায়, গদ্যের তুলনায় তার প্রাচীনত্ব সম্ভবতঃ অনেক বেশী। মন্ত্রের ছড়ারূপ থেকেই পরবর্তীকালে গদ্যে মন্ত্রের সূচনা হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রায় সব কিছুই পদ্যে বা ছন্দাকারে রচিত হত সেজন্য অধিকাংশ মন্ত্রই এভাবে ছড়ার আকার প্রাপ্ত হয়েছে।

মন্ত্রের ব্যবহার আমাদের লৌকিক জীবনে অত্যন্ত ব্যাপক। এর প্রভাবও তেমনি অপরিসীম। প্রতীক স্বষ্টির মাধ্যমে কামনা সিদ্ধির জন্য আবৃত্তি মন্ত্রের মূলকথা। এর উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ, প্রাথমিকভাবে ব্যক্তির কল্যাণ এবং শেষে সামাজিক কল্যাণ। বলা বাহুল্য, ব্যক্তির কল্যাণ এখানে একান্ত-ভাবেই আপেক্ষিক, অর্থাৎ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হিতসাধনের জন্য অন্যের ক্ষতিসাধনও একেবারে অনভিপ্রেত নয়। মানুষ বিশ্বাস করত, অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্বাস করত যে, মন্ত্রের ক্ষমতা অপরিসীম। সেজন্য মন্ত্রের প্রভাব তাদের মনে গভীর-ভাবে রেখাপাত করেছে। এভাবে মানুষ আদিম যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার মানস-বিবর্তনের ইতিহাস, পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এখানে রেখে দিয়েছে। নৃতাত্ত্বিকের জন্য এগুলো মূল্যবান অনুসন্ধানের বিষয়, এর মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের লৌকিক জীবনে যাদু বা মন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে মৈমনসিংহ গীতিকার এবং লোক-সাহিত্যের অন্যান্য শাখা বা বিভিন্ন স্থানে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। মৈমনসিংহ-গীতিকা থেকে এ ধরনের একটি বর্ণনা এখানে দেয়া গেল।

ভাটি দেশে নানান গাঁয় হিরালিরার ঘর।
কেহ কেহ শিখতে যায় কেউ বা জবর॥
পাড়ায় পাড়ায় হিরালিরা গুণমন্ত্র জানে।
ওস্তাদের বাড়ীতে গিয়া শিখ্যা দেখ্যা আনে॥
মাথাত মানসিক চুল, নিয়ম সেবা খায়।
দাড়ি চুল নোখ রাখ্যা গুরুর বাড়ী যায়॥
মন্ত্র দিয়া গাঁও বান্ধে শিখে মন্ত্রের গান।
মন্ত্রের রাগিণী শিখে নানান গুণজ্ঞান॥
আসমান চিনে জমিন চিনে, চিনে সকল দিক।
তারা চিনে, চান্দ চিনে বাতাস চিনে ঠিক॥

সেজন্যই আমাদের লৌকিক জীবনে মানুষ মন্ত্রের সহায়তা পেলে যেমন খুশী হয়, তেমনি ক্ষতির উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ মন্ত্রপূত করলে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

আমাদের বর্তমান সংকলনে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মন্ত্রের বৈচিত্র্য, গুণধর্ম এবং লৌকিক সমাজজীবনে এর ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে কিছু কিছু অনুভব করা যাবে। মন্ত্রগুলো বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ওঝা, যোগী, সন্ন্যাসী, গৃহী ইত্যাদির নিকট থেকে বহু আয়াস স্বীকার করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে মন্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করছি।

মন্ত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে এত বেশী যে, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মন্ত্র মুদ্রিত হওয়া তো দূরের কথা এগুলো অন্য কেউ শুনলেও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। তা ছাড়া শিষ্য ছাড়া অন্য কোন অর্বাচীনের কানে মন্ত্র গেলে তার গুণাগুণ, প্রয়োগক্ষমতা ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এসব বিশ্বাস উত্তরাধিকার-সূত্রে তাদের মজ্জাগত। অন্যদিকে মন্ত্র অনেকের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম। সেক্ষেত্রে জীবিকার ক্ষতিসাধন ক'রে তারা কোনক্রমেই এসব দিতে চায় না। সেজন্য মন্ত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে যত আয়াস স্বীকার করতে হয়েছে, লোক-সাহিত্যের অন্য কোন সংগ্রহের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। সেদিক দিয়ে বাংলা একাডেমীর সংগ্রাহকেরা প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। বাংলা একাডেমীতে প্রচুর বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান সংকলনে সেগুলো থেকে নির্বাচিত কিছু মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হল।

মন্ত্রের ব্যবহার-পদ্ধতি

চাক কাটার মন্ত্র

মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহের সময় এই মন্ত্র তিনবার পরে যে গাছে মৌচাক থাকে সেই গাছে তিনটি টোকা দিতে হয়। তারপর গাছে উঠে অস্ত্রের সাহায্যে মাছিগুলো চাকের অন্যদিকে সরিয়ে রেখে মৌচাক কাটা যায়। এতে মৌমাছি আদৌ উড়তে পারে না কিম্বা ক্ষতি করতে পারে না।

চাপট সাধন

সাপে কামড়ানোর পর রোগীর পক্ষ থেকে যে লোক ওঝার বাড়ীতে খবর দিতে অথবা ওঝাকে ডাকতে যায়—ওঝার বাড়ীতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে

ওঝা এই মন্ত্র পড়ে তার গালে অথবা পিঠে একটি চড় মারে। এই মন্ত্রকে চাপট সাধন মন্ত্র বলে। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, সাধারণের বিশ্বাস, ওঝা চড় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

পানি পড়া

ফজরের নামাজের সময় কোন স্রোতস্বিনী নদী অথবা জলাশয় থেকে এক নিঃশ্বাসে এক ঘটি পানি এনে ঐ পানি মন্ত্রপূত করে রোজ তিনবার করে শিশুকে খাওয়ালে সে শিশু মায়ের স্তনের দুধ পান করে।

বাটি চালান

চোর ধরার একটি উপযুক্ত পথ হল, বাটি-চালান। একজন তুলারাশি-সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে একটি বাটি দেয়া হয়। তারপর বাটিটি মন্ত্রপূত করে মাটিতে ছেড়ে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাটিটি চলতে থাকে এবং সেই বাটির সঙ্গে তুলারাশিসম্পন্ন ব্যক্তিও হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। মন্ত্রপূত বাটি এবং সেই ব্যক্তি চৌর্যদ্রব্য লুকানো-স্থান পর্যন্ত যেয়ে থেমে যায়।

ধূলি পড়া মন্ত্র

কোন যুবক যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হলে, যুবতী যখন চলাফেরা করে সেই সময় তার বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ যেখানে পড়ে সেখানকার ধূলো অথবা মাটি কিছুটা হাতে নিয়ে মন্ত্রপূত করা হয়। পরে সেই ধূলো যুবতীর অলক্ষ্যে যদি তার মাথায় নিক্ষেপ করা যায় তবে সে সহজেই বশীভূত হয়ে পড়ে।

বাও বাতাস ঝাড়া

দুষ্ট বাতাসের স্পর্শে অনেক সময় শরীরের কোন কোন স্থান চাকার মত ফুলে ওঠে। এক্ষেত্রে এই মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে রোগের উপশম ঘটে।

বাণ

বাণ অর্থ তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ। বাণ বা এ মারণমন্ত্রের উদ্দেশ্য অপরের ক্ষতিসাধন। প্রচলিত বিশ্বাস হল, বাণের সাহায্যে বিভিন্নভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সমূহ ক্ষতি করা যেতে পারে।

বাণ ফিরানো চাল

বাণ মেরে ধারালো অস্ত্র, বন্দুক ইত্যাদি অকেজো করে দিলে মনে মনে নয় বার এই মন্ত্র পড়ে সেই অকেজো অস্ত্র অথবা বন্দুকে ফুঁ দিলে অস্ত্র ও বন্দুকের উপরের বাণ নষ্ট হয় এবং এগুলো প্রকৃত ক্ষমতা ফিরে পায়।

বশীকরণ মন্ত্র

সূর্য উদয় ও অস্ত যাবার সময় গলায় কাপড় দিয়ে এই মন্ত্র সাত-দিন পাঠ করলে যে কাউকে বশীকরণ করা যায়।

লবণ পড়া মন্ত্র

মন্ত্রপূত লবণ কোন যুবতী রমণীকে খেতে দিলে রমণী বশীভূত হয়।

শক্তিসাধন মন্ত্র

শরীরে দশগুণ শক্তি লাভের জন্য এই শক্তিসাধন মন্ত্র পাঠ করা হয়।

শরীর বন্ধ

এই মন্ত্র পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁ দিলে শরীর বন্ধ হয় এবং কেউ আঘাত করলেও তা শরীরে লাগে না।

সাপুড়ে মন্ত্র বা সাপের বিষ নামান মন্ত্র

সামান্য পানি হাতে করে এই মন্ত্র পড়তে হয়, মন্ত্রটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে পানি রোগীর গায়ে-মুখে ছিটাতে হয়। কিছুক্ষণ এ রকম করলেই রোগী ভাল হয়ে যায়।

সাপে-কাটা রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়লে মন্ত্রটি পড়তে হয় এবং রোগীর মাথায় হাত দিয়ে আঘাত করলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। বিষ যখন যতদূর নামে সেই স্থানেও আঘাত করতে হয় এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত বিষ ক্ষত স্থানে নেমে আসে।

একটি নতুন কলিকা ও নতুন হুকায় তামাক সেজে ওঝা এই মন্ত্র পাঠ করে ও হুকায় সাতবার ফুঁ দিয়ে রোগীকে সেই তামাক সেবন করতে দেয়। এভাবে কিছু সময়ের মধ্যেই বিষ নেমে যায়।

কিছু ধূলা মন্ত্রপূত করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে রোগী নিরাময় হয়।

হাত চালা মন্ত্র

ওঝার বাম হাতের তালু মাটির উপর রেখে মন্ত্র পড়ে সেই হাতের ওপরে ফুঁ দেয়। এভাবে তিনবার মন্ত্র পরে তিনবার হাতে ফুঁ দিলেই হাত চলতে থাকে এবং শরীরের যেখানে বিষ আটকে থাকে হাত সেখানে যেয়ে স্পর্শ করে থেমে যায়।

গায়ের বিষ ঝাড়া মন্ত্র

গায়ের বিষ লাগলে এই মন্ত্র সাতবার পড়ে সাতবার ফুঁ দিলে রোগী ভাল হয়ে যায়।

থালি লাগা মন্ত্র

এই মন্ত্রবলে ওঝা সাপে কামড়ানো রোগীর পিঠে একখানি কাঁসার থালা লাগিয়ে দেয়। থালাখানি পিঠের উপর এমনভাবে থাকে যে, কোন-ক্রমেই আর রোগীর পিঠ থেকে পড়ে না। তারপর শরীরের সমস্ত বিষ নেমে গেলে থালাটি রোগীর পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যায়।

নুন-ত্যাল পড়া মন্ত্র

নুন-ত্যাল অর্থাৎ লবণ ও তেল মন্ত্রপূত করে সাপে কামড়ানো মৃত-প্রায় রোগীর শরীরে মেখে দিলে রোগী আরোগ্যলাভ করে।

মাথার বিষ ঝাড়া

এই মন্ত্র পাঠ করে মাথাধরা রোগীর কপালে হাত বুলালে মাথা-ধরা সেরে যায়।

সাপের বিষ আছলি করে রাখার মন্ত্র

আছলি করে রাখার মন্ত্রের অনুষ্ঠান গাইটালী মন্ত্রের প্রায় অনুরূপ।

সাপের বিষ সিংগার দেওয়ার মন্ত্র

এটি বিষবন্ধন মন্ত্রেরই অনুরূপ, গুণাগুণও প্রায় এক।

সাপের রাস্তা বন্ধ করার মন্ত্র

বাড়ী থেকে আড়াই পদ বের হয়ে এই মন্ত্র পাঠ করলে সাপের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সেদিনের জন্য সাপ আর গর্ত থেকে বের হতে পারে না।

উতার পড়া

এ মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে চোখের রোগ সেরে যায়।

কলা পড়া

ভাত খাবার সময় মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে গেলে একটি পাকা কলা মন্ত্রপূত করে খাওয়ালেই গলা থেকে কাঁটা সরে যায়।

কাদামাটি পড়া মন্ত্র

সাপের বিষ শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে নামাবার জন্য ওঝারা কাদামাটিতে মন্ত্র পাঠ করে রোগীর সমস্ত শরীরে লেপে দেয়। এই মন্ত্রকে কাদামাটি পড়া মন্ত্র বলে।

কুস্তি প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষকে হারাবার মন্ত্র

কুস্তি প্রতিযোগিতার সময় এই মন্ত্র সাতবার পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিলে প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাজিত করা যায়।

কুস্তি প্রতিযোগিতায় শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের মন্ত্র

কুস্তি প্রতিযোগিতায় যাবার আগে পথের ধূলি নিয়ে সেই ধূলি মন্ত্রপূত করতে হয় ও সমস্ত শরীরে মাখলে শক্তি সঞ্চয় হয়।

গা ফোলা রোগের ঝাড়া

কোন অসুখে যদি গা ফুলে যায়, এই মন্ত্র দ্বারা সকালে ও সন্ধ্যায় তিন-দিন রোগীর গা ঝাড়লে গা ফোলা রোগ সেরে যায়।

গামছা ঝাড়া

সাপে কামড়ানো রোগী যখন কোন রকমে আরোগ্যলাভ করতে চায় না তখন ওঝা হাতে গামছা নিয়ে রোগীকে ঝাড়া আরম্ভ করে ও মন্ত্র শেষ হলে রোগীর গায়ে গামছা দিয়ে মৃদু আঘাত করে। একে গামছা ঝাড়া মন্ত্র বলে। মন্ত্রপূত গামছা দিয়ে রোগীর গায়ে আঘাত করলে শরীরের সমস্ত বিষ গামছায় উঠে আসে।

চুন পড়ার মন্ত্র

সাপে কামড়ালে আক্রান্ত স্থানে ঘা হয়ে গেলে সামান্য চুন মন্ত্রপূত করে সেখানে প্রলেপ দিলে ক্ষত সেরে যায়।

চালান দেওয়ার মন্ত্র

এই মন্ত্রটির সাহায্যে এক বনের বাঘকে অন্য বনে বা অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়।

চোরাই মাল ফেরৎ পাবার মন্ত্র

কাঁঠাল পাতায় সন্দেহজনক ব্যক্তিদের নাম লিখে একটি বদনায় পানি ভর্তি ক'রে তার ওপর কাঁঠালের পাতাগুলো দিতে হয় এবং মন্ত্র পডতে হয়। মন্ত্র পড়ার সময় কোন পাতা ঘুরতে থাকলে চোর ধরা সহজ হয়।

জঙ্গল বন্ধনা মন্ত্র

এই মন্ত্র দ্বারা জংগল বন্ধনা করলে কোন হিংস্র পশুই তার ক্ষতি-সাধন করতে পারে না।

ঝিলকি ঠাডা ফিরানো মন্ত্র

হঠাৎ মেঘ ডেকে উঠে বিদ্যুৎ চমকানো আরম্ভ করলে এ মন্ত্র পড়া হয় এবং তার ফলে মানুষের ক্ষতিসাধনের পরিবর্তে বিদ্যুৎ আকাশের দিকে ফিরে যায়।

ডুর বন্ধন মন্ত্র

সর্পদংশনের সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্র পাঠ করে রোগীর আক্রান্ত স্থানের সামান্য উপরে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। একে ডোর-বাঁধা বলে। ডোর-বাঁধা রোগীর বিষ কোনক্রমেই আর উপরে উঠে না।

নীম্নামার ঝাড়া

ছোট ছেলেমেয়েদের নীম্নামা বা হাঁপানী রোগ হলে ফকির বা ওঝা এক গ্লাস পানিতে এই মন্ত্রটি সাতবার পাঠ ক'রে সেই মন্ত্রপূত পানি রোগীকে খেতে দিলে রোগীর উপশম ঘটে।

বল্লা ভিমরুলের কামরে পানি পড়া

বল্লা ভেংরুল ইত্যাদিতে কামড় দিলে এই মন্ত্র দ্বারা পানি পড়ে উক্ত রোগীর গায়ে দেওয়া হলে বেদনা উপশম হয়।

বশীকরণ পান-পড়া মন্ত্র

শনিবার অথবা মঙ্গলবারে পূর্বমুখে যে পানের দোকান বসে সেই দোকান থেকে অন্য কোন লোকের পান কিনে নেবার আগে একটি পান নিয়ে সেটা মন্ত্রপূত করে কোন যুবতী রমণীকে খাওয়ালে সে রমণী বশীভূত হয়।

বাড়ী ঘর বন্ধন

এক মুঠ ধূলায় এই মন্ত্র তিনবার পড়ে ও তিনবার ফুঁ দিয়ে বাড়ীর চার-দিকে ছড়িয়ে দিলে ভূত বা কোন অপদেবতার এমনকি চোর ডাকাতেরও কোন ভয় থাকে না।

ভয় নিবারণ মন্ত্র

কোন কারণে ভয় পেলে এ মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে সুফল পাওয়া যায়।

মইষা সাধন

খেলার মাঠে অথবা কোন প্রতিযোগিতার মাঠে গিয়ে এই মন্ত্র সাতবার আওড়ালে শরীর তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোটা ও শরীরে তিনগুণ পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় হয়। এ ছাড়া কোমর বন্ধনী পরে এই মন্ত্র সাতবার জপলে শরীরে চল্লিশজনের শক্তি সঞ্চয় হয়।

মুরালী ঝাড়া

মুরালী অর্থ বাঁশী। রোগীকে সাপে কামড়ালে অনেক ক্ষেত্রে ওঝা বাঁশী বাজায় ও রোগীর শরীর থেকে বিষ নামানোর চেষ্টা করে। যে সাপ রোগীকে দংশন করে সে যেখানেই থাকুক না কেন এই বাঁশীর সুরে সেই

রোগীর কাছে চলে আসে ও ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে রোগীর বিষ তুলে নেয়। রোগীর আরোগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সাপটি মরে যায়।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির মন্ত্র

মামলা-মোকদ্দমার সময় এই মন্ত্র পাঠ করে বাদীর কাছে গেলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।

মেঘ নামান মন্ত্র

দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এই মন্ত্রটি আওড়িয়ে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আকাশ জুড়ে মেঘ হয় ও বৃষ্টি নামে।

লাঠি চালান মন্ত্র

মারামারি করার সময় এই মন্ত্রটি পড়ে লাঠি দ্বারা শত্রুপক্ষকে সহজেই পরাজিত করা যায়।

শত্রু আটক মন্ত্র

এই মন্ত্র দ্বারা কিছু পানি মন্ত্রপূত করে যদি শত্রুর গায়ে ছিটা দেয়া যায়, তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আটকানো যায়। তার শরীরে তখন কোন শক্তি থাকে না।

শর চালনা মন্ত্র

এক বুক পানিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ এই মন্ত্র পড়ে যদি শরচালনা করা যায় তবে সে শরচালনাতে পটু হয়।

শিয়াল কুকুরের কামড়ে ঘি পড়া মন্ত্র

শিয়াল অথবা কুকুরে কামড় দিলে ওঝা মাটির থালাতে দুই চারিটি ধান ও একটি তামার পয়সা রেখে রোগীকে সেই থালার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে মন্ত্র পাঠ করলে রোগীসহ মাটির থালাটি ঘুরতে আরম্ভ করে। এভাবে বিষ সম্পূর্ণরূপে নেমে গেলে থালাটি থেমে যায়। থালার ওপর থেকে আক্রান্ত ব্যক্তি নেমে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে থালাটি ভেঙ্গে যায়। তারপর কিছু ঘি মন্ত্রপূত করে রোগীর শরীরে মাখালে বিষক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়।

সূতিকারোগে পানি পড়া

স্ত্রীলোকদের সূতিকারোগে সাতঘাটের পানি একত্রিত করে সেই পানি মন্ত্রপূত ক'রে রোগীকে সাতদিন খাওয়ালে সূতিকারোগ ভাল হয়।

সাপ ধরা মন্ত্র

কিছু মন্ত্রপূত ধূলো সাপের গায়ে ছুঁড়ে দিলে সে সাপ আর মাথা তুলতে পারে না। তখন সাপ ধরা সহজ হয়।

স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্র

দুষ্টা স্ত্রীলোকের নাম করে কিছু সরিষা নিতে হবে, তারপর উক্ত সরিষা মন্ত্রপূত করে কাঠের আগুনে নিক্ষেপ করলে দুষ্টা স্ত্রীলোক বশীভূত হয়ে পড়ে।

ক্ষেতে ফলন বৃদ্ধির মন্ত্র

ক্ষেতের চার কোণে চারটি মন্ত্রপূত কাঠি পুঁতে রাখলে ক্ষেতে শস্যের ফলন বৃদ্ধি হয়।

অতিসার রোগ নিবারণের মন্ত্র

এই মন্ত্রটি সকালে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক দুপুরে এবং বিকেলে পড়ে রোগীর পেট সামান্য টিপে দিলে রোগ নিরাময় হয়। এ ছাড়া ওঝার নিকটে রোগীর সংবাদদাতাকে মন্ত্রপূত পানি খাওয়ালেও রোগ নিরাময় হয়।

নবজাত শিশুকে দুধ খাওয়াবার মন্ত্র

সর্ষের তেল মন্ত্রপূত ক'রে শিশুর সমস্ত গায়ে পায়ে মালিশ করলে শিশু ভালভাবে দুধ খায়।

আদা পড়া মন্ত্র

গলায় বিষ-বেদনা হলে আদার সঙ্গে এই মন্ত্র পড়ে রোগীকে খেতে দিলে গলার বিষ-বেদনার উপশম হয়।

একশিরা বেমার ভাল করার মন্ত্র

শনি ও মঙ্গলবারে খুব ভোরে এই মন্ত্র তিনবার পড়ে ফুলহীন শিমুল গাছের কাঁটা এক নিঃশ্বাসে কেটে নিতে হবে; তারপর সেই শিমুল কাঁটাটি ছিদ্র করে একটি সুতায় গেঁথে কোমরে পরলে একশিরা আরোগ্য হয়।

কচি ছেলেমেয়ের জ্বর ছাড়াইবার মন্ত্র

কচি ছেলেমেয়েদের জ্বর হলে এই মন্ত্র তিনবার পড়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার ফুঁ দিলে জ্বর ভাল হয়।

গরলের তেল পড়া

গরল এক জাতীয় ফোড়া। এর উপরটা সুচের মত চিকন ও খুব শক্ত হয়। এক্ষেত্রে সর্ষের তেল মন্ত্রপূত করে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

গোলাপ ফুল পড়া মন্ত্র

একটি গোলাপ ফুল মন্ত্রপূত করে প্রদান করলে যুবতী রমণী বশীভূত হয়।

ঘায়ে ঘি পড়ার মন্ত্র

নির্ভেজাল গাওয়া ঘি মন্ত্রপূত করে পাঁচদিন ক্ষতস্থানে লাগালে ঘা সেরে যায়।

চক্ষুরোগের ঝাড়া

চোখ উঠলে এই মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিলে তার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

চোর তাড়ানোর মন্ত্র

সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজার উপরে বসে এই মন্ত্র তিনবার পড়ে হাতে তালি দিলে যতদূর পর্যন্ত সেই শব্দ যায় ততদূর চোর আসতে পারে না।

ছিক্কাবিষ ঝাড়ার মন্ত্র

লবণ মন্ত্রপূত করে রোগীকে খাওয়ালে ও ঝাড়লে রোগী আরোগ্য-লাভ করে।

ছিপে অধিক মাছ ধরার মন্ত্র

শ্মশানের মাটি মন্ত্রপূত করে ছিপ ফেলার স্থানে ছড়িয়ে দিলে বড়শীতে অসংখ্য মাছ ধরে।

জড়ি তোলার মন্ত্র

ঢেঁকিতে ধান ভানার শব্দ যায় না এমন দূরে অবস্থিত আফলা বেলের গাছের মূল শনি অথবা মঙ্গলবারে তুলে আনতে হবে। শিকড়টি তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নিজের শরীরের ছায়া গাছের উপর না পড়ে। এই শিকড় মন্ত্রপূত করে সব সময় কাছে রাখলে কোন অবস্থায় তাকে সাপে কামড়াতে পারে না।

ডাইনের দৃষ্টি ঝাড়ার মন্ত্র

যাকে ডাইনিতে পেয়েছে এই মন্ত্র তিনবার পড়ে তার গায়ে তিনবার ফুঁ দিলে ডাইনের দৃষ্টি কেটে যায়।

তামাক পড়া মন্ত্র

একটি নতুন হুকো ও ছিলিমে এই মন্ত্র দ্বারা তামাক পড়ে ওঝা রোগীকে খেতে দিলে রোগী আরোগ্যলাভ করে।

তেল পড়ার মন্ত্র

চরিত্রহীনা স্ত্রীর নাম করে স্বামী সরিষার তেলে একটি নতুন প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মন্ত্রটি প্রদীপের সামনে একশত আটবার পাঠ করলে স্ত্রীর চরিত্র অল্পদিনেই ঠিক হয়ে যায়।

দোকান বন্ধের মন্ত্র

দোকান বন্ধ করে বাড়ী আসার সময় এই মন্ত্রটি চারবার পড়ে ও চারটি ফুঁ দিয়ে দোকানের তালা লাগালে সে দোকানে কখনও চোর প্রবেশ করতে পারে না এমনকি তালাও খুলতে পারে না।

ধুলা পড়া দিয়ে সাপ বন্ধ করার মন্ত্র

সামান্য ধূলা হাতে নিয়ে এই মন্ত্র পাঠ করে সাপের গায়ে ফেলে দিলে সাপ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

পেট কামড়ানীর নুন পড়া মন্ত্র

পেট কামড়ানী শুরু হলে একটি কাঁঠালের পাতা অথবা কচি কলার পাতার বিপরীত দিকে কিছু লবণ রেখে এটা মন্ত্রপূত করে রোগীকে খাওয়াইলে পেট কামড়ানী সেরে যায়।

পেত্নী ছাড়ানোর মন্ত্র

পেত্নী যাকে আছর করে তার সমস্ত শরীরে চুলার পোড়া মাটি মাখিয়ে দিতে হয় এবং এই মন্ত্র একুশবার পড়ে পেত্নীগ্রস্ত রোগীর দু'কান খুব শক্ত করে মলে দিলে রোগী ভাল হয়ে যায়।

পিঠার গুঁড়ী (চূর্ণ) নষ্ট করার মন্ত্র

পিঠা প্রস্তুতকারিণীর দিকে চোখ রেখে মনে মনে এই মন্ত্রটি পাঠ করলে পিঠা নষ্ট হয়ে যায়।

পিঠার গুঁড়ীর দোষ কাটানো মন্ত্র

মন্ত্রের কারণে পিঠা নষ্ট হলে পুনরায় এই মন্ত্রটি পড়ে কড়াই ও উনুন বদল করলেই আবার ভালভাবে পিঠা তৈরী করা যায়।

বাধক শক্তির চিনি পড়া মন্ত্র

পাঁচ তোলা চিনি অথবা তিন তোলা চিনিতে এই মন্ত্র সাতবার পড়ে সেই চিনিতে পনেরটি ভাগ করতে হবে। তারপর এটা পনের দিন পর্যন্ত রোগীকে খাওয়ালে রোগীর বাধক-বেদনা নাশ হয়।

বিছার বিষ ঝাড়া মন্ত্র

পাথুরে কয়লা গুঁড়ো করে এই মন্ত্র নয়বার পড়ে ও নয়বার ফুঁ দিয়ে সেটা মন্ত্রপূত করে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

ভুতের আছরে পানি পড়া মন্ত্র

এক নিঃশ্বাসে তামার গ্লাসে কিছু পানি ভর্তি করে এই মন্ত্রটি সাতবার পড়ে এতে তিনবার ফুঁ দিলেই ভূতের আছর কেটে যায়।

মেথি পড়া

মেথি মন্ত্রপূত করে গায়ে ছিটা দিলে ভূত-প্রেত পালিয়ে যায়।

সিন্দুর পড়া মন্ত্র

সিন্দুর মন্ত্রপূত করে সেই সিন্দুর দিয়ে প্রথমে ব্যাঙের মাথায় একটি ফোঁটা দিতে হয় পরে ঐ সিন্দুরের ফোঁটা নিজের কপালে দিলে স্বামী সব সময় বশীভূত থাকে।

সুখপ্রসবের জল পড়া

এক ঘটি পানিতে উক্ত মন্ত্র তিনবার পড়ে ফুঁ দিয়ে গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাওয়ালে তার সুখপ্রসব হয়।

কাউল্লার বিষ নামান

কাউল্লা কামড়ালে ওঝা সেই রোগীর পায়ের আঙুলে একটি পাটের আঁশ বেঁধে দিয়ে দু'হাত দিয়ে ধীরে ধীরে টান দেয় এবং মন্ত্র পাঠ করে। এভাবে বিষ না নামা পর্যন্ত পড়তে থাকে।

গাইটালী বিষ ঝাড়া

সাপের ওঝা অপর কোন ওঝার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলে নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য বিষ রোগীর শরীরের মধ্যে আটকিয়ে রাখে। একে গাইটালী বিষ বলে। গাইটালী বিষ থাকলে ওঝা নিজের বাম হাতখানা মাটির ওপর উপুড় করে রেখে মন্ত্র পড়ে হাত চালান দেয় এবং রোগীর দেহ থেকে গাইটালী বিষ মুক্ত হয়ে যায়।

চোর ধরা মন্ত্র

এই মন্ত্র তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করে উপস্থিত প্রত্যেক লোকের বাম হাতে হাত দিয়ে তাদের মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা হয়। পরে আবার উক্ত মন্ত্র সাতবার মনে মনে উচ্চারণ করে সকলকে হাত খোলার নির্দেশ দিতে হয়। যে ব্যক্তি হাত খুলতে পারে না সেই ব্যক্তিকেই চোর সাব্যস্ত করা হয়।

ঝাপান মন্ত্র

সাপুড়েরা দুই দল প্রতিযোগিতা করে যখন খেলা দেখান শুরু করে তখন একে-অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র ব্যবহার করে তাকেই ঝাপান মন্ত্র বলে।

ঝাড়মন্ত্র

গায়ের বিষ-বেদনা দূর করার জন্য ফকিরেরা যে মন্ত্র ব্যবহার করে তাকে ঝাড়মন্ত্র বলে।

বিষ বান্দা কাটানো

অনেক সময় সাপে কামড়ানো রোগীকে কষ্ট প্রদানের জন্য মেয়েরা শাড়ীর আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখে; তার ফলে রোগীর শরীর থেকে বিষ কিছুতেই নামতে চায় না। তখন এ মন্ত্রটি পাঠ করে রোগীর শরীরে ফুঁ দিলে বিষ নেমে যায়।

লোহ্ণ তপ্পন

কোন তুলারাশিবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দুটো সমানভাবে একত্রিত করে তার ওপর কিছু সর্ষের তেল দিয়ে এই মন্ত্র সাতবার পড়লে স্ত্রীলোকটি তার নিজের আঙ্গুলের মধ্যে চোরের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়।

শিঙ্গির বিষ ঢালা

এ মন্ত্র আবৃত্তি করে আক্রান্ত স্থানে ফুঁ দিলে বিষের যন্ত্রণা কমে যায়।

হাড় মচকানো ঝাড়া বা মন্ত্র

হোঁচট খেয়ে অথবা কোন্ স্থান থেকে পড়ে গিয়ে শরীরের কোন স্থান মচকে গেলে ঘি অথবা খাঁটি সরিষার তৈল মন্ত্রপূত করে মচকানো স্থানে মালিশ করলে হাড় মচকা সেরে যায়।

তেল পড়ার দ্বারা ভুত ভাগানো

কোন লোককে ভূতে পেলে এই মন্ত্র দ্বারা তেল মন্ত্রপুত করে রোগীর গায়ে ছিটা দিলে ভুত তখনই পালিয়ে যায়।

দুষ্ট স্বামীকে বশীকরণ মন্ত্র

সিঁদুর মন্ত্রপুত করে সেই সিঁদুর স্ত্রী সাতদিন কপালে পড়লে এবং সাতদিন স্বামী সে সিঁদুর পরিহিতা স্ত্রীকে দর্শন করলে স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

ঘা-মুখে বিষ আনা

সাপে কামড়ানো রোগীর সমস্ত শরীরের বিষ ক্ষতস্থানে আনার জন্য ওঝা এই মন্ত্র পড়ে থাকে।

জল দর্পণ

একটি মাটির হাঁড়ি জলপূর্ণ করে তার ওপর তিনগাছি দুর্বাঘাস রাখতে হয়। তারপর ঐ হাঁড়ির গায়ে সিঁদুর দিয়ে একটি ত্রিশূল এঁকে এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে রোগীকে সেই হাঁড়ির পানির দিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়। যে শ্রেণীর সাপে তাকে কামড়েছে রোগী তার প্রতিচ্ছবি সেই পানিতে দেখতে পায়।

হুল উঠাইবার মন্ত্র

বিছা, বল্লা ইত্যাদিতে দংশন করলে অনেক সময় ক্ষতস্থানে হুল ভেঙ্গে যায়, এমনকি সাপে কামড়ালেও তার দাঁত ক্ষতস্থানে ভেঙ্গে থাকতে পারে। এ অবস্থায় কয়েকটি চুল ক্ষতস্থানে বুলালে এবং এ মন্ত্র পাঠ করলে ক্ষতস্থানের হুল ইত্যাদি চুলের সঙ্গে উঠে আসে।

বিপদ হরণ মন্ত্র

কোন বিপদে পড়লে এই মন্ত্র মনে মনে একশো একবার পাঠ করলে বিপদ দূর হয়।

মৃতসন্তান প্রসব নিরোধ

সর্ষের তেল মন্ত্রপূত করে গর্ভবতী রমণীর পেটে মালিশ করলে মৃতসন্তান প্রসব বন্ধ হয়।

শীঘ্র প্রসবের মন্ত্র

প্রসববেদনা উঠলে একটি পাত্রে কিছু পানি ও হাতে একটি বিন্নাপাতা নিতে হয়। তারপর সেই পাত্র থেকে ডান হাত দিয়ে একটু একটু করে পানি নিয়ে তা মন্ত্রপূত করে সেটা বিন্নাপাতার ওপর ফেলতে হয়। মন্ত্রপূত পানি বিন্নাপাতা দিয়ে যদি তাড়াতাড়ি পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রসব হয়। আর বিন্নাপাতা থেকে পানি যদি ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ে তবে প্রসব হতে কিছু সময় লাগে।

সরিষা পড়া মন্ত্র

একগুণ সরিষার সঙ্গে দুইগুণ রাই একত্রিত করে এই মন্ত্র তিনবার পড়ে সেই সরিষা ও রাই রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দিলে ভূতের প্রভাব নষ্ট হয়।

সুরমা পড়ার মন্ত্র

এই মন্ত্র দ্বারা সুরমা মন্ত্রপূত করে বাঞ্ছিত রমণীর দিকে তাকালে তার হৃদয় জয় করা যায়।

কুণ্ডলী মন্ত্র

এই মন্ত্র দ্বারা দৈত্য-দানবকে বন্দী করা যায়।

গ্রীষ্মকালীন জ্বরের মন্ত্র

গরমকালে জ্বর হলে এই মন্ত্র পাঠ করে রোগীর গায়ে-মুখে ফুঁ দিলে জ্বর সেরে যায়।

দৈত্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার মন্ত্র

রাত্রিতে পথ-চলার সময় এই মন্ত্র তিনবার পড়ে নিজের শরীরে তিনবার ফুঁ দিয়ে ঘর থেকে বের হলে তাকে দৈত্য-দানবে আক্রমণ করতে পারে না।

বিষাক্ত ক্ষতের মন্ত্র

শরীরে বিষাক্ত ক্ষত হলে এই মন্ত্র পাঠ করে সাতদিন সকাল-সন্ধ্যায় দুইবার করে ঝাড়া ফুঁকা করলে বিষাক্ত ক্ষত আপনা আপনি সেরে যায়।

মাছ লুকিয়ে রাখার মন্ত্র

আট আঙুল পরিমিত কাঠিতে এই মন্ত্র পাঠ করে পুকুর অথবা বিল-ঝিলের পানির নীচে গাড়িয়ে রাখলে সমস্ত মাছ লুকিয়ে থাকে।

রুমাল পড়া মন্ত্র

সাপে কামড়ানো রোগীর শরীর থেকে বিষ ঝাড়ার জন্য ওঝা এক নিঃশ্বাসে রুমালে একটি গিঠ দেয়। তারপর সেই মন্ত্রপূত রুমাল দিয়ে রোগীকে ঝাড়া শুরু করলে রোগীর সমস্ত শরীরের বিষ এই রুমালে উঠে আসে ও অল্প সময়ের মধ্যে রোগী আরোগ্যলাভ করে।

লতা পড়া মন্ত্র

লতা পড়া মন্ত্রটিও সাপের বিষঝাড়া মন্ত্ররূপে পরিগণিত। সাপের বিষ ঝাড়ার সময় ওঝা একটি লতার সাহায্যে রোগীর বিষ ঝাড়ে বলে একে লতা পড়া মন্ত্র বলে।

শত্রু নাশের চালান

এই মন্ত্র পাঠ করে যদি শত্রুর গায়ের দিকে ফুঁ দেয়া যায় তবে শত্রুর শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং সে নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সুপারী পড়ার মন্ত্র

বাজারের উত্তর মুখ দোকান থেকে একজোড়া সুপারী শনি অথবা

মঙ্গলবারে অন্য কারো কেনার আগেই ঠিক মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে এ মন্ত্রপূত সুপারী খাওয়ালে রমণী বশীভূত হয়।

হীরাবাণ

সাধারণতঃ শত্রুনাশের উদ্দেশ্যেই হীরাবাণ মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এ মন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে একটি প্রচলিত বিশ্বাস হল, মৃত শামুকের খোলস সাতদিন প্রস্রাবের জলে ভিজিয়ে রেখে এটা শ্মশানঘাটে পুঁতে রাখলে শত্রু কঠিন অসুখে পড়ে। এই একই মন্ত্র দ্বারা শত্রুকে বিনাশও করা যায়। এক্ষেত্রে সাদা মুরগীর বাচ্চাকে মন্ত্রপূত করে সেটা তার খাটের নীচে অথবা যে স্থান দিয়ে সে সাধারণতঃ চলাফেরা করে সে পথের ওপর নতুন মাটির পাত্রে ভরে পুতে রাখতে হয়। মুরগীর বাচ্চাটি যতদিনে মারা যায়, উদ্দিষ্ট শত্রুও ততদিনে একই পরিণতি বরণ করে।

রাজসুহানী মন্ত্র

নিজের শরীর থেকে কিছু পরিমাণ রক্ত নির্গত করে সেই রক্তকে মন্ত্রপূত করে গোপনে ঈপ্সিত রমণীর পরিধেয় বস্ত্রে মালিশ করে দিলে এবং সে রমণী সেই কাপড় পরলে সহজেই আকৃষ্ট হয়।

মাছের লেজে আঘাত পেলে তা ঝাড়ার মন্ত্র

মাছের লেজে আঘাত পেলে এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করে তিনবার সেই আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ফুঁ দিলে তা ভাল হয়ে যায়।

ব্যথার ঝাড়ন মন্ত্র

শরীরের যে-কোন স্থানে ব্যথা হলে এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করে ব্যথার স্থানে ফুঁ দিলে ব্যথা উপশম হয়।

ম ন্ত্র

ঢাকা

ঢাকা থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর। তাঁর ঠিকানাঃ গ্রাম সিধুনগর, ডাকঘর তেরশ্রী, জিলা ঢাকা।

১· চাক কাটার মন্ত্র

চৌষট্টি বনের মাছি
তুই সর আমি আসি
ঝাঁকে ঝাঁক উরস্[১] মাছি,
জাইন্যা নইচি[২] বনের নাছি
জলের গোড় ছাইরে আগে যা,
ছুমন্তোরে উইড়্যাই তরে,
মুখে আমার মুর্শিদের সাদা।
চাইক্ ছাড়, জাগা ছাড়,
বাসা ছাড়, ঘর ছাড়,
আমার আদেশ না শুনস্
ঝাঁকে ঝাঁকে পুইড়্যা মর্স্
দোহাই আল্লা বারে তাল্লা,
টাপে টাপে লাইগ্যা যা;
ছুঃ, মোহাম্মদী, ছুঃ ছুঃ ছুঃ।
যুদি না কর্স্ আমারে খুশী
যুদি কর্স রঙ্গের ঘাও,
দোহাই ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাও।

১ উড়।

২ জানিয়ে নিয়েছি।

২. চাপট সাধন

আয়না জাল মেরাজাল্
লাম কুন্‌তু,
সাত এ মাস
বকে মেরা,
বিষ বিষ নির্বিষ,
পীর পেকাম্বর অলি আল্লার
চাপটে নির্বিষ।
মাতেকী, ছাতেকুল্ জব্বে
কালিয়া নাগের বিষ,
আলের বিষ, জালের বিষ
মুইছা[১] দিল্যাম ঘাসে,
লবী উঠে খল খলাইয়ে
বাণ ছাড়ে তেত্রিশ কোটি
দেবতায়, আয়রে আয়
ঘুলা[২] পাগারের পানি
আয় আবের জম্ জম্
আবে হাওয়াৎ,
বিষ দরিয়ায়
নির্বিষ পানি
ছুঃ মাহেম্মদী ছুঃ
যুদি জিয়ান
টুটে ফাটে
দুহাই মাহেম্মদের
মস্তক ফাটে॥

৩. ধুলি পড়া

ধূল ধূল মইষ্যাসী ধূল,[৩]
ধূল পইড়্যা[৪] দিলাম গায়,
বাণ টুটে গিয়ান[৫] টুটে—

১ মুছে। ২ কর্দমাক্ত। ৩ মহিষের মত শক্তিশালী ধূলি। ৪ পড়িয়া। ৫ মন্ত্র।

নাগে[১] গিয়ানীর[২] চক্ষে মুক্ষে[৩] ধন্দ[৪]
আলী আউল্যার[৫] জলফুকার স্থা
কাইট্যা করলাম খান খান
নাই, টুটকার[৬] ধন্দ নাই,
কেরামন, কাতেমন কুলতুলেহী
চল্লিশ হাজার পরী পেগাম্বর
লেগামন দিল হুজুরী।
কুদরতী বারে এলাহীর
টুনা যাদুর খাও, বাণের বাতাস
আসমান তারার কাছে
চইল্যা ম্যাল থাউ।

৪· পানি পড়া

পানি পানি ঢবের পানি,
পুইব্যান পানি নড়ে,
ঝল্‌কাইয়া পড়ে,
আয় আয় পানিফুল
পানি পড়া, পানি ঝাড়া,
বেদের সমস্তল।
যুদি বেদ মিছ্যার যায়
ঝোউরা পানি
ঝলক খায়,
হুড়্‌মুড়্‌ বলক্‌ পানি
নাড় কাটে, বালাকালে,
ফাপ্‌ কাটে, ফান কাটে।
যুদি পানি মিছ্যা যায়
এমা কাইলক্যা চণ্ডীর
মস্তক ছিড়্যা, বাবা
মহেশ্বরের পায় পড়ে।

১ লাগে। ২ মন্ত্রজ্ঞানীর। ৩ মুখে। ৪ ধাঁধা। ৫ আউলিয়ার। ৬ যাদুর।

৫· বাটি চালান

কটুরা কটুরা অম্ন কটুরা
নোগ্ বাকাতী চালান,
হামেচ খেল্, দাউদ কেল্,
হুর্মুজ্ আহে কটুরা নইয়া।
কটুরার ধন, কটুরার চালান,
অন্য কটুরা টাইন্যা আন।
হামেজাল্ হুগ্ কুস্তিল্
আয়না হুয়া হায়াতী।
বিষ কটুরা দিলাম চালান,
দুসমন মুইত্থাই টাইন্যা আন,
মিম্ মেজাল্ আমুল কর্,
দোহাই ইয়া আলী,
পাক পাঞ্জাতুন, হাছেন হোছেন,
উম্মার কানের বালি,
দোহাই মাদার, দমের ঘর
হক্কে হেল আন্ টাইন্যা।

৬· বাতাস ঝাড়া

আইড়্যা[১] ভাই দিল খড়গ
সাইড়্যা[২] ভাইর হাতে,
তেইশ কোটি দেবগণ
থর থরাইয়া কাঁপে।
যারে যা দেবগণ,
ভাইগ্যা যা দূর
রসিক থ্যা,[৩] রসিক বান্দি
সথ কইল্যাম চুড়।
ফওল্লার[৪] অঙ্গের বাও বাতাস
কইর‍্যা[৫] দিলাম দূর।
ট্যাপা মানিকের খুইড়্যা লেংড়া,[৬]

১ বাঁকা। ২ জোরদার। ৩ দিয়া। ৪ ফলানার। ৫ করিয়া। ৬ খোঁড়া।

গর্ভ সুইর‍্যার নুইল্যা ল্যাংড়া[1] ;
কাইট্যা[2] দিলাম খান খান করিয়া।

৭. আয় তিনশূল, ধন্দমার্,
মাদার মাদার শামাদার,
দোহাই লাগে দমের মাদার,
বেন্‌তিল্ কুল্লে, গায়কী,
চার জমন্ আয়েক,
তুল রে তুল্ তিশ্‌শূল।
ছাতেক্ মাতেক্ মুন্‌ছাল্,
যায়তু মনের বল,
আইরো মাদার
গায়েব কর।
বাও নাগে বাতাস নাগে,
ঝাইড়্যা কল্লাম সুন্‌সুন্।
হু বাতাস কু বাতাস,
আগাইরা পাগাইর‍্যা বাতাস,
নলখাগুইর‍্যা বাতাসের দম
আয় মাদার ধন্দমার।
গজাইর‍্যা বুন্দি বাও,
কাইল্যা কুরায়
ধইর‍্যা খাও।
বার এলাহি ধন্দকার্,
বাতাসের ঘর দমে ধর,
হু বাতাস কু বাতাস
ছারবি তো ছারযি,
নাইলে মাল্লাম গুর্‌জুতি।

৮. তিরিশ কোটি দেবতা মানে
পাতালের বালি আহাশে ছুট্,

১ জন্মের পর হইতেই যার পা অবশ। ২ কটিয়া।

কোবজাল মানে, ওম্‌চাল্ মানে,
মানে মা কালি, কাইল্যা চণ্ডী।
আউ বাউ, হাতের বাউ,
হেমতালের গুইত্যা খাও,
চল্ রে চল্ হস্ত চল্
ওঞ্চাল চল্, ছাকাদী নূর
চল্ রে চল্
কুন্ কুন্ দেবতা চলে,
ডাইনে আর বায়।
কার্তিক গণেশ রায়।
আয় রে হস্তের বিষ
নাইম্যা ভূমস্তে আয়।
যুদি টুনা মিথ্যা যাও
দুহাই মাহেশ্বর—
মহাদেবের মাথা খাও।

৯· রসিক রসিক বীর হনুমান
পাহাড় পব্বত টাইন্যা আন
আমার থল্ ছাইড়ে
অন্য থলে যাও,
দোহাই মাহেশ্বর মহাদেবের
মস্তক ছিড়্যা খাও।
পবনের বেটা বীর হনুমান,
পাহাড় ভাইঙ্গা করে খান, খান,
পবন খাড়া, পবন তরা,
আইল্যা বাউ, পিত্যার পুল্,
কুরমুরুল বুদেক্ ছ্যান্
হনুর বাউ হনু সমুস্তল।
আয় রসিক পাকা ঘর,
সমরে চল্, সাম্‌চল,
নিম্ চাল্ ধর্ম চাল,
চল রে সুনা চল

যুদি বন্দ না মানস্,
খগরের মাথা খাস।

১০. সত্য পীরের শিন্নী,
কবুল কর কবুল কর
কল্লার বিষ ব্যাদন বাও বাতাস,
নাল পানি, কালা পানি,
ঝাইজ্যা পানি, সোনাঢ্য পানি,
ঝাড়ঝাটায় ক্ষয় যায়।
উইস্তার জয়েন, তেত্তের পীর,
আয় মাদার, সাকার,
ধন্দ মেরা বাতে সার্,
বাও সার্, বাতাস সার্,
কাল কুইম্যানী, কাল খুইপ্যানী
থল্ ভজম্ হায় হোচেন।
বাও বাতাস নৈরাকার
ছুঃ ছুঃ কুহকার, যারে ঝাঃ
কাল ক্ষেপণী ফাইটে ঝাঃ
কামরূপ কামেক্ষা জ্ঞিয়ান,
বাবা আলীর আইজ্ঞা কারে
বিশেষণী জয় জয় ক্ষয়
এমা কালি।

১১. বাণ

আয় মাদার ধন্দকার.
আগে চলে জহুর,
পাছে চলে, ফাল্,
তুরিত, পাঁচ হাত,
কুল আল্লাহু
চাপটে উইড়িয়া দিল্যাম
পাঁচ আত্মা, পাঁচ রাহু,
জাকিরিয়া জগগুণি,

ছাগুগ্‌তিল আফেহী,
ছাড় ছাড় দুইন্যাইর ঘর,
কাগেস্তি মুল্লুকে ঘর কর
কুল্‌তু উইল্যা, মর্তেক খা,
খা, খা, এরারে খা,
বিস্‌মিল্লা রফাৎ হয়
ফল্লারে[১] খাইল্যাম।

১২. বাণ বাণ করাত বাণ
রামের বাণ,
জমদগ্নি বাণ,
ছাড়ি ছাড়ি
কাইল্যাতি বাণ,
বাণ শুদ্ধি, বান স্থূল
মলি মলি,
বাণের ঘায় জ্বইল্যা মলি,
ঝারে ঝা
রাম গতি বাণ,
মহাদেবের তিশ্‌শুল,
তাগ্‌ তাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌
বর্মশেল লাগ যাইয়া
ব্যাটার কইল-জ্যাতুরি
লাগ দেহি—
আয় রে আয়
বীর হনুমান,
রাবণ, রাক্ষস যার
না মানিল টান,
লাগ রে বাণ
ক্ষেমঙ্করী কাল,
কালা কাল

১ ফল্লানাকে।

কাল ক্ষেমঙ্কারী
যদি বাণ মিথ্যা যাও,
দোহাই মা দুইগ্‌গ্যার
মাথা খাও,
আয়মল্‌ আয়নাল্‌
বড় পীর সত্য পীর
দোহাই বাবা।

১৩. বিসমিল্লাহ্‌ ইল্লা বিল্লা,
রহ রে মন এই বেলা,
সাত দুজুখ স্বীকার মেরা,
ফল্লার জবর দস্তি ছের
রসাতলে যা।
বন্দি দমের মাদার,
তানের পিতা মাত্তার
দোহাই; মহাকালের
মহাজটা কাইষ্ট্যা চণ্ডীর
বাণের ঘাও
তুক্কায় তুক্কায় লাইগ্যা যাও[১]
আইস্যাছে[২] কামরূপ কামেক্ষ্যা[৩]
পাছ পাছ ধাওয়া করে
আজরাইল ফেরেস্তা
ডাকিণী যোগিণীর পিষ্ঠে
কইর‍্যা ভর—পর মর্দ্দ
ফল্লা[৪] ফেরেব বাজের[৫]
কইলজ্যার[৬] উপর পর।
বাণ কার, বাণ ছাড়,
বাণ মেরা বকে মেরা
হক্‌কে হু।

১ বুলেট বেগে লাইগ্যা যাও। ২ আসিয়াছে। ৩ কামরূপ কামাক্ষ্যা (যাদুর জন্য বিখ্যাত)। ৪ ফলানা (যার উপরে আরোপিত)। ৫ ঠগিবাজের। ৬ কলিজার।

১৪· ভেল ভেল হায়সর ভেল
যারে আমি কাইট্যা[১]
দিল্যাম, তার লাগে দেল-খেল,
হক্কেল হক মাল্ কুল,
ইয়া জলফুক্কার বাণ,
মাদার মাদার শা মাদার,
বন্ধ কর দমের ঘর,
সাত ভাই পাঞ্জাবী চালান
ফল্লার[২] দমের ঘরে।
লাগ দেখি বজ্র খেলাম,
ধূম ধূম ধূম হ্যায়
ঝুম ঝুইম্যা ঝুম পাকে কি ;
ব্রহ্মায় দিচে বর।
মিছলি দানায় কাট্
বাত্ খ‍্প্যায় কাট্
কাট্ কাট্ ব্যাটার
নাড়ির ভাজ কাট্।
ডাকিণী যোগিণীর খাড়ায়[৩] কাট্।
পড় ব্যাটা পড়,
উত্তর শিয়রীতে গড়াইয়্যা পড়,
দোহাই ব্রহ্মার জটা টুটে,
মাদার মনির মস্তক ফুটে॥

১৫· বাণ ফিরানো ঢাল

ছু মোহাম্মদী ছু
ইয়া আলীকে তরাল,
হানিফাকে ঢাল,
মুইর ফুক্কারের সাত্[৪]
কু-বাতাস্, ভুত প্যাত[৫]
দ্যাউ, দুইন্যা, দুইর‍্যাচার[৬]

১ কাটিয়া। ২ ফলানার। ৩ খড়্গে। ৪ সাথে। ৫ ভুত প্রেত। ৬ দৈত্য দানব।

উইড়্যা[১] যায় তুইল্যার পাহাড়।
আইসতে যাইতে বর্ম কাটি,
সাত সইড়্যা সাত বাণ কাটি,
আট্ সাইট্যা[২] পথে যাই,
মুইছ্যা[৩] নবীর নড়ি[৪] পাই,
মুইছ্যা নবীর নড়ি নারে
ভেস্তেরী[৫] খড়ি,
সেলাম কইর‍্যা খড়ি খানি
তুইল্যা নইল্যাম[৬] অতি যতনে।
বাণ কাটি টুনা কাটি
কাপ কাটি, কান কাটি,[৭]
নবিজীর নড়ির গুণে
ফাটে, তর মস্তক ফাটে
তর বাণের ঘায়।

১৬. নেত্র ন্যাত্রাণী,
ফুল চুং বাকালী
নবীর ডরে ঘর কাঁপে
কাঁপে সাইলী সুনার গাও,
চাইর ধারে চাইর নবী,
ইছা নবী মুইছা নবী
আমার তাবেদার,
যে মারিল্যা বাণের ঘাও,
থাইকো হুইশ্যার,
তেলক কাটি, বাণ কাটি,
ছয় ছয় করাত কাটি,
হনুমানে দিল ধূলি,
ধূলু লু ধূ লু লু
ধূল হুশিয়ার

১ উড়িয়া। ২ পাকা সড়ক। ৩ মুছা। ৪ লাঠি। ৫ বেহেশ্‌তের। ৬ তুলিয়া লইলাম। ৭ যাদু মন্ত্র ইত্যাদি।

আমার ধূল ঘুইরিন্ঝা,
ঘুইরিন্ঝা ঘুইরিন্ঝা তুক্কা,
এইসো বাবা আলী,
মা কালির পৃষ্ঠে
কইর‍্যা ভর,
মাতা মাতা বরকত মাতা
দোহাই তোমার
সারে বাও কিব্যা সয়,
মেনছুল, হুক্কে,
আপেছানি, রব্বানি,
মানিস বাবা সিদ্ধেশ্বর,
ছুঃ ছুঃ

১৭· বশীকরণ

মন পবন হুইত্যাসন,[১]
কাঁচায় পাকায়
কইল্ল্যাম ভক্কন,[২]
নিরঞ্জণ মুখে আগুন দিয়া
ফল্লী আসে ফল্লার[৩] মুখে
হুইত্যাস হইয়া;
নাছুত্, মলুকুত, জবরুত্
হা-হুতের[৪] টান,
ফল্লারে টাইন্যা বুকে আন,
বাবা আদম, মা হাওয়া
মাইর‍্যা দিল্যাম যমের ধাওয়া,
আসপি তো আয়,
আর যদি না আসোস,
তুইল্যা দিল্যাম ধর্মের জ্বিয়ানে।

১ অগ্নি। ২ ভক্ষণ। ৩ ফলানার। ৪ বিভিন্ন মোকামের নাম।

১৮. লবণ পড়া

ওলঙ্গ মলসের পানি,
সোনার নবন পইট্ পরাণী,
লাল জর—ছিয়্যা-ছবেদ
চাইর রঙ্গের চাইর ফুল
আয় নবনের মইদে আয়,
আয় বেরাদর ধন্দকার,
নবনের গুণ স্বীকার কর,
খারে খা, ধবলী খা,
খারে খা, সুবলী খা,
তেত্তিরিশ কোটি স্থাবতায় খা,
খাইয়ে খাইলে কি অয়,
ছুর আগে বাচ্ছুর অয়
কালা পাহাড় কালাক্ষেমঙ্কর,
নবনে আইসে কর কর।
নবন পড়া দিল সাঁইদেব ঠাকুরে
কাইম্ম্যা চণ্ডীর বর,
আমি দিল্যাম নবন পড়া
মা কাইম্মা চণ্ডী রক্ষা কর।

১৯. শক্তি সাধন

কালি, কালি, তারা, তারা,
পাহাড়, পর্বত ভাইঙ্গ্যা মা তর
ঘেগুরি[১] গড়া,
রাম হনু লক্ষীণ
ত্যাপুত্র[২] তিরিং ; তিরিং ;
পাহাড় ধইর‍্যা দিল টান
বাছা বীর হনুমান,
মা কালীর আইজ্ঞাতে
পাহাড় হইল খান খান।

১ মঞ্জীর। ২ তিন পুত্র।

বীর হনু মারচে বাও
আইজক্যার[১] রণে পিঠা দ্যা[২]
ঘরে ফির‍্যা[৩] যাও ;
যদি জ্ঞিয়ান[৪] টুটে ফাটে
দোহাই মহাদেবের মস্তক ফাটে।

২০· শরীর বন্ধ

আল্লাজীর কেল্লা[৫] ভারি,[৬]
ছেরে বন্দনা করি ;
যদি ছেরের বন্দন টুটে,
দোহাই লাগে আল্লা আলীর,
যদি বন্দ মিছ্যা[৭] যাস,
মাহেম্মদের মস্তক খাস্।
ইয়া মুর্শেদ মাওলা,
হক্‌কে হু,
উইড়্যালি[৮] বাসাতে তর[৯]
দুইন্যা[১০] লাগে বাও,
চট্‌কে চট্ পইড়্যা যা
ঝট্‌কে ঝট, হেল-হেল্লায়
গর হেল্লেল্লা, বিসমে
খান্দানিয়া কুল্‌তু
ছু আছমানিয়া ছু।

২১· ইন্নাতা, কালু খেচা, ইন্না বেলাহি,
আন্‌তুম কুস্তে, বেল-গায়েব
ওয়া গায়রে, বারে এলাহি।
বন্দ লাগ, বুখারি তাগ্‌,
আবে জম্ জম্, কুলহি
তুক্ তাক্ মালেকী।

---

১ আজিকার। ২ পশ্চাদপদ হইয়া। ৩ ফিরিয়া। ৪ মন্ত্র। ৫ দুর্গ। ৬ বিরাট। ৭ মিছে। ৮ ঘূর্ণিবাত্যা। ৯ তোর। ১০ দ্বিগুণ।

দোহাই মোহাম্মদ রাছুল,
দোহাই বন্দম পাকসিট,
দোহাই ছত্রিশ হাজার পীর পেগাম্বর,
দোহাই সাত দইর‍্যা, দোহাই মালেকুল।
বন্দম টুটে, মালেক্ ফাটে,
গছ, কুতুব শাই আল্লা,
ওলি উল্ল্যার চাইর যুগ ব্রেথ্যা,
মাহেম্মদ রাছুলের ছের টুটে।
দোহাই আল্লা, দোহাই দীন
দোহাই হজরত বড় পীর,
মানিস্ বন্দম।

২২. সাপুড়ে মন্ত্র

অগন গনন নড়ে
যাহার কামড়ে বিষ
টলমল করে
অগনে গগনে ব্যাঙ্কা
যাহার কামড়ে তোমার
দেবীর নাগে সঙ্কা,
সাত অর তরে কৃষ্ণ
জন্ম নিচিল কুথায়
জন্ম নিল মধুপুরে
দৈবকিনীর উদরে
বহুদিন বান্দা রইল
গোকুল নগরে।
গোকুল নগরে যাইয়া
কৃষ্ণ বলে হরি হরি,
পুষ্প দেইখ্যা দিলেন ঝাপ
মোহন্ত জল মুরি
যখনে দিলেন ঝাপ
কালিধর সাগরে

বিষাস ও রাগিণী
তারে রাখিল ঘিরিয়ে,
বাইশ মন পাথর দিল
তার বেকেতে চাপাইয়া
বলাই বলে শ্রীদাম ভাই
ভিয়ান কোণে স্মর,
এমুন অমুন আছে স্যাবক
তারে স্মরণ কর।
এত স্যাবক আছে তোমার
নলিতা নগর
ভর ভাদ্দুর মাসে
গাংগে বান্দে সাগর।
আর এক স্যাবক আছে তোমার
বীর হনুমান,
লঙ্কার রাবণ তাঁহার
না মানিল টান।
আর এক স্যাবক আছে তোমার
নামে গৌর বীর,
তারে স্মরণ কইরলে
তুমি পাইবা নিস্থির;
গৌর গৌর বইল্যা কৃষ্ণ
ডাকিতে লাগিল,
হেনকালে গৌর বীর
উপনীত হইল।
এক সাট, দুই সাট
তিন সাট দিয়া
কালি দয়ের কালো জল
ফালাইল শুইকিয়া।
কালি দয়ের কালো জলরে
বিষে অঙ্গ জ্বারে,
উইপ্যার দিয়া পঙ্খী যাইতে

পাংখা খইস্যা পড়ে
ছোট ছোট রাগ মারে
পাখার বারি দিয়া,
বড় বড় রাগ গুনি
ফালাইল খাইয়া।
পুষ্প লইয়া কৃষ্ণ উঠিল জাগিয়া
বংশ রাজার বাড়ী কৃষ্ণ চলিল ধাইয়া।
সঙ্গে ছিল হাজার রাখাল
হস্তে নইলো নড়ি,
আমরা সবে নুইট্যা খামু
বংশ রাজার বাড়ী।
যারে বিষ যা—
মহাদেবের ঐরাশ বিষ
সেথায় চইল্যা যা ।।

২৩. ওপার ধোপার ঝি
কাপড় কাচে
পদ্মপাতায় বিষ ভাসে।
ওলো ধোপার ঝি
তুই হলি রসিক্যা,
অঞ্চলেতে বাইন্দ্যা ফালাইল্যাম,
কাল কুইট্যা সাপের বিষ।
থাক্ বিষ অঞ্চলে থাক্
তুই রে কাল কামিনীর বিষ,
চাপটে তোরে করি নির্বিষ,
কুমুইর‍্যা পত্তলি,
বাইদাজান পত্তলি,
নাল ধুস্থরী, কাল ধুস্থরী
ধূপ, ধূপ, পিরথিম
লাহুত নাছুত মুল্কত জরবুত
কালাক্চান অঞ্চলি চালি
আয় বৈত্যাল্ ধুম হ্যায়।

যদি জিয়ান নড়েচড়ে
মাহেম্মদ রাছুলের মস্তক ছুইট্যা
ভূমস্তে পড়ে ।

২৪· করাত করাত পির্ থিম্
করাত করাত সেই বাণের করাত,
বিষ ব্যাদনা কাটে,
আয় বাছা বীর হনুমান,
স্যাপ সাপাইল টাইন্যা আন,
পাহাড় কাঁপে পর্বত কাঁপে,
পার্তালে বিষুকী লাগ কাঁপে,
তুইল্যার পাহাড় তেলেছ্‌মাৎ
ক্যাও না সয় হনুর লাত
ডাকিনী যোগিনী আইল
বেঙ্গিন্ খাইল, দিল বাণ,
শাফের মল্ তুফিনী
পদ্মপাতায় বিষ ভাসে
স্যাতর ধুপুমীর কুজ্জিয়ান ;
আহাশ বাতাস সাতালী পব্বত
ক্যাও না সরে হনুমানের টান ।
বাণ কুপ্‌ গিয়ান কাটে,
পদ্ম বলে আমার দেবী
স্থাবদেবী ভাল্ ভ্যালানী
খাট ক্যান নড়ে,
কুন জ্জিয়ান স্মরে,
আয় রে তিরিক্ষির ফুল,
পাঞাতন ; এল্লাবেল্লাহী
মহর খালি, মহর নলি
কুন্‌তেল্, আব্‌দেল
মেন্‌হু কুল্লে আজ্জিম ;
সাপ্পের ঘাও, মাহেম্মদের পাও,

কুবিষ কুব্যাদনা ফির‍্যা যাও ;
দোহাই উস্তাদ আহম্মদালীর ।

২৫. কামরূপ কুচাইর‍্যা আত্মা,
জীবাত্মা পরমাত্মা,
আমার আত্মা পাকা পাঞ্জাতন,
আছ বন্দম, বাছ বন্দম,
পাতালে কালিয়্যা বন্দম,
কাঞ্চাল চালুম ওঞ্চাল চালুম,
জ্ঞিয়ান চালুম কামেক্ষা
যা রে আইড়্যার বিষ
পায়ের তলে যা,
মহাকাল মাহেশ্বর,
সিদ্দি সিদাম দমের মাদার,
অন্ধকার, ধন্দকার, কুহকার
মাদার মাদার শা মাদার ।
যুদি জ্ঞিয়ান টুটে ফাটে
আলী বা'জীর মস্তক ফাটে
হাইবি হাঁক, দাইবি দাক্,
ছুঃ রে ছুঃ যারে যাঃ
পাক্‌পোষ, মস্তক, পাকপোষ ধর
পানাল পায়াস, ইয়া জুলফুক্‌কার
যুদি করস্ রঙ্গের ঘাও
আঠার হাজার ওলিউল্ল্যার
মাথা খাও ।

২৬. কালা কালি, কালি কিষ্ট
কালিয়্যা খায় কাল পানি,
ধলাই ধল্ ধল্ সমুদ্দুর,
ধল সমুদ্দুরের পানি খাইয়া
কালিম্যা হইল কালি,
ওরে বিষ, আইড়্যা বিষ,

কুয়াক বিষ,
ডাক্‌টু বিষ, বিষ
বিষ, বিষ বিষুরীর রাজা
কুয়াক বিষে কাটে
তল্লা বাঁশের গিড়া,
গিড়া গিড়া বিষম গিড়া,
কালিন্দর, পুন্দর,
কাল কামেক্ষা
যারে বিষ যা,
বাবা মহাদেবের আইজ্ঞাকারে
পায়ের তলে যা
যুদি বিষ নড়স্ চড়স্
কালির নাগের পায়ে পড়স্

২৭. চণ্ডী কালীর দিঘল পাও
ওরে আইড্যার বিষ
পব্বতে চইল্যা যাও,
বিষুরী চালান,
গয়হালা চালান,
কুরুত কামিনীর ভেল[১]
তুই থুইচাস্ কয়[২]
মুই পুইছ্যা দিল্যাম ঘাসে,
বর্ম কাটি, ফাপ কাটি,
ফুট ফাট, তুক্ তাক্
ফল্লার অঙ্গের বিষ
মা চণ্ডীর আইজ্ঞাকারে
পায়ের তলে যাও,
যদি না নড়স চড়স
দোহাই ঈশ্বর মহাদেবের

১ ভোজবাজী। ২ কোথায় রেখেছিস্ ।

জটা ছিড়্যা কান্দ্যা চণ্ডীর
পায় পড়স্।

২৮. সার সার বরকত সার
মা বরকতের চরণ সার,
ত্থাও[1] ধূলি রাছুলের বেটি,
পাঁচ ধূলি পাঁচ বাণ,
তর[2] ধূলিতে তুল্যার[3] সমান
ঝাড় ফুক্ উইল্যার কুগ
গায় ঝাড়ে পায় ঝাড়ে
সেমেস ঝাড়ে,
ঝাড়ে ঝাড়ে বিল্লখাল্লা
লখাইর অঙ্গের বিষ,
পায়ের তলে গেল্লা,
উন্কার বেস্মে ইল্লাবিল্লাহি
জেকেরজান আপ্ত কুনহু ;
ছু ইয়া আউলিয়া ছু।

২৯. হাত চালান

চল চল হাতিয়্যা ভাই
চল রে মদিনাতে যাই,
মদিনাতে গুরুই নাই,
দোহাই আলী, দোহাই
মা হাওয়া, দোহাই
দোস্ত মাহেম্মদ,
আউলিয়্যা, আম্বিয়া
ডাইনে বায় রাখিয়া,
চলে রে সাতালী হাত,
চলে ছেইয়্যা ছেইয়্যা
সাক্ছুল, কুলফে

১ দাও। ২ তোর। ৩ তুলার।

মেম্বল্ বায়েনাছ,
কুদরতী হাত,
গাওছী হাত,
বড় পীরের হাত,
চল রে চল,
ধর বিষ, মার বিষ
বায়নে হুমা শিষ,
নাই বিষ, নির্বিষ,
যদি হাত না চলে,
দোহাই হজরত
বড় পীরের মস্তক ফুলে ।।

রংপুর

রংপুর থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানাঃ গ্রাম বেল্‌কা, ডাকঘর বেল্‌কা, জিলা রংপুর।

৩০. গায়ের বিষ ঝাড়া মন্ত্র

আতের বিষ আতে মারিলাম
বত্তিরিশ ধারের বিষ
বত্তিরিশ ধারে মারিলাম।
চল বিষ চল
গাও ছাড়িয়া চল।
আইগ্গা করো হাল্লিক আইগ্গা,
ওস্তাদের পাও
চণ্ডী কালির মাতা খাও
দোয়াই ধরমের ॥

৩১. জল পড়া মন্ত্র

ওটোন মোটোন
ঘায়ের নাম,
বিষ কাটাইলে
ওজার নাম।
ইট কন কাগা বলে,
কাগী স্থাক আসিয়া,
অং মহাদেবে
নাগাইচে সং।
কাগা কয় ইশ সার
যা কালকুট নাগের বিষ ॥

৩২. থালি লাগা মন্ত্র

থালি থালি পিঠের ওপোর বইস
সকোল বিষ ঝাড়ি,

ইসতি মোনকা দোয়াই
আইল মোনসা, ভাইল বিহান
ওস্তাদ কা দোহাই,
সোনা কা কাটাইর,
রূপা কা পিহন ।
ধাও ধাও কালোয়ার
কালকুটি নাগের বিষ,
ধাও ধাও পরোমা সোন্‌দোরী
গউরুর বিষ ঝাড়ি ॥

৩৩. **নুন ত্যাল পড়ে দেওয়ার মন্ত্র**

নি নক্কি দিলে বর
ছুন্নত করো ধিয়ান
আস মোত খাবু বিষ
কালা কাইলকার গিয়ান ।
হরি শংকোর
নরো সিংগের বাণ
ক্ষয় যা বিষ
নুন ত্যাল ।
এই নুন ত্যালে
বিষ তুই হর
বিষ তুই মর।
ফলনার হেট ছাড়ি বিষ
উজান ধাইস ।
দোয়াই নাগে অষ্ট-নাগ
পদ্মার প্যাতা খাইস
দোয়াই ধরমে ॥

৩৪. **মাথার বিষ ঝাড়া মন্ত্র**

অইদের কাপোড়
চইতে করো

তোর নলে বিষ
    তোতেয়া মারোঁ।
খোদা কয় বান্দা
চাও চইতোর দিক
মোহাম্মদী পাঁচ কলমা দিয়া
    হ্যাট হইল বিষ।
খোদা গ্যালো নাইতি
মোহাম্মদে ধরে ছাতি।
মোহাম্মদ উটিয়া কয়
ওত্তোরে বিষ।
কয় তোলা কয় অতি।
দুই তোলা এক কোশ
মোহাম্মদী পাঁচ কলেমা দিয়া
    যা বিষ তুই ভস্মো হয়া।
খোদা হইল গুরু
    আদম হইল শিষ।
ওগ মুকে ঝাড়া পাইলো
    ওগ হয়া গ্যালো দূর।
ওগ বেয়াদি
    যা বিষ তুই খোদার হাতে।
আল্লা অচুল বন্দমাতে
ফলনার বিষ দূর হইলে
    ঝাড়ার সাতে।
এই বিষ ঝাড়া হেলবু ঠেলবু
আল্লা অচুলের মাতা খাবু।
আল্লা অচুল মাইঙ্গ আকিয়া
    যা বিষ তুই
    সকাল সকাল ছাড়িয়া॥

৩৫. সাপের বিষ আছলি করে রাখার মন্ত্র
ও পারে নিতাই ধোপানী
    কাপোড় কাচে

পদ্দার পাতাত্ বিষ ভাসে,
আমি গুরু শীষ অনুচলে বান্দিলাম
'ফলনার' শরীলের
কাল্ ফুটি নাগের বিষ ।।

৩৬. চউকে না দেকনু, কানে শুননু
বাঁয়ে বাদনু আইল
ফলনার আচলি করনু আইজ
বিষাড়ী করিয়া কাইল ।
থাক থাক বিষ তুই
আচলিত্ পড়িয়া,
যবে না আইসোঁ
এশোর মহাদেবের
সেবা পূজা না করিয়া ।
হ্যাট ছাড়ি বিষ উজান ধাবু
দোয়াই অষ্ট নাগ পদ্দের মাতা খাবু ।
দোয়াই আস্তিকের ॥

৩৭. **সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র**

ওমচুল পরবোতে
শালিকা চড়ে,
ঝাড়ায় বিষ
ভূমিস্ত পড়ে,
ভূমিস্ত পড়িয়া বিষ
কারে চুয়া রাও ।
গাইট গেরো
শক্তো সিংগো ভাংগিয়া বিষ
ঘাও মুকে যাইস ।
ঘাও মুকে যায়া বিষ
করে ঝিলি মিলি,
ইচা মেরি বিষ
ঝাড়িয়া কল্লাম পানি ।

হেট ছাড়িয়া বিষ
উজান ধাইস
দোয়াই অষ্টনাগ
পদ্দের মাতা খাইস।
দোয়াই ধরমের।

৩৮. শনি বারে মোংগল বারে
পুন্নিমা তিতি,
এশ্বোরের সাত ঘটি
বেশ্বোরের পতি।
বিষ খাঁও বিষ জারোঁ
বিষ করোঁ পান।
এক ঘড়ি বিষ না খাইলে
নাগে বোম্ম-তাম।
আতোরের ওপোর পাতোর
তারে ওপোর ব্রিক
চুকি চিপিনু বিষ
হইলো উমরিত।
এশ্বোরের আইগ্‌গা
চণ্ডীর বর,
চুকি চিপিনু বিষ
উমারিত হইয়া পড়।
এই শবদে হেলিস, ঠেলিস
দোয়াই নাগে অষ্ট-নাগ
পদ্দের মাতা খাইস।
দোয়াই ধরমের।।

৩৯. সাপের বিষ সিংগার দেওয়ার মন্ত্র

সুজ্জোনলে ওটে বিষ
বোম্মা নলে ধায়
ওদ্দোর কাটি ওটে বিষ
নক্কা কাটিয়া যায়।

ওট বিষ নারে
বত্তিশ পশোমের গোড়ে গোড়ে,
ধা বিষ ধা
চক্কের মণি ধা।
এই মোনত্রো হেল-বুঠে-লবু
দোয়াই অষ্ট নাগ পদ্দের
মাতা খাবু
দোয়াই ধরমের।

৪০. ও হুংকার নীরে
শিংগার করিনু বিষ
মা জয়কালীর বরে।
ওট বিষ হাড়ে
ওট বিষ নাড়ে।
ওট বিষ কালের কইলজায়
হুসকি পড়েক।
মা চণ্ডীকালীর বরে
উজান ছাড়ি
হেট যাইস।
দোয়াই ধরমের
মাতা খাইস।
দোয়াই ধরমের।।

৪১. সাপের রাস্তা বন্ধ করার মন্ত্র

আসমান বোনদো
জমিন বোনদো
চাইর কোণ
পিতিমি বোনদো।
বসুমতি আই
তোমার ভরসায় আমি
আইস্তো জাগাত্‌ যাই।
থাক্ থাক্ মা থাকী
পুত্‌রের দিকে চায়া,

আমি এ্যালা যাই
তোমার নাম নিয়া।
হাসবি রব্বি
মা খালকি
গায়ের উল্লা।
নূর মোহাম্মদ ছল্লেল্লা।
হাড়ি নিলে
কোদাল খানি
দেবী নিলে ঝাটা
পাউ—চায়রে
কাল কুটি নাগ
গত্তরে নিচে ঘাটা।।

৪২. হাত-চালা দিয়া সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র

ধর্ম চলোম কর্ম চলোম
চাইর পাকে চাইর চলোম
ছয় কুড়ি ছয় মাতে চলম
চল হাত চল।
যেটেই আছে নাগের বাও
সেত্তেই যায়া পড়
না থাকে নাগের বাও
ডাইনে বাঁয়ে পড়।
ভাদরো মাসের
দোহাই চুরি কল্লাম
মারগের তল দিয়া চল,
থাইক্‌তে মিত্যা কইস
দোয়াই নাগে অষ্ট-নাগ
পদ্দার মাতা খাইস।।

মোমেনশাহী

মোমেনশাহী থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম বিন্নগাঁও, ডাকঘর কিশোরগঞ্জ, জিলা মোমেনশাহী।

৪৩· উতার পড়া

হাজেরার চক্ষের পানি
ফিরিস্তায় পুছায়।
ইছমাইল কোলে নাই
কান্দে বুঝি মায়।
হাজেরা কয় আমার পুত
আর কে মারতে পারে,
আমারে থইয়া গেছে আগে
থইয়া গেছে খদার দরবারে।
হায়াত, মওত, রিজিক দৌলত
যার তার রহমত।
আমারে কাঁদায়ে তার
ইমান মহব্বত॥

৪৪· কলা পড়া

কলা পড়ি কলা পড়ি
কলার মাইঝে দল' করি।
কলা ধায় পিছে পিছে
কাঁটা যায় নীচে নীচে,
বিলাইয়ের পাউ ধর
কাঁটা দেয় পইড়া লড়্।
মহাদেবীর বরে
কাঁটা যায় তার ঘড়ে॥

৪৫· কলেরার রোগীকে ঝাড়া

আল্লী আর মা ফাতেমা
দুই ধারে রয় বইয়া
কলেরা যায়
ইমামের আপদ
বালাই লইয়া।
ইমামের আপদ নারে
অমুকের বালাই।
আল্লা খদার নাম লইয়া
মরারে বাঁচাই॥

৪৬. দুই কাষ্ঠ ধরিয়া চিন্তা
বিষ কোথায় যাও পিতা।
যথায় মনে কয় তথায় যাই
বাপ গেলে বাপের সনে
কি দিল হাত।
জিইয়ে উঠ্‌রে জীব শীব
শঙ্কর নাথ।
ওরে বিষ, ওরে নির্ধরের জর
মহাদেবের চাপে বিষ
ধন্বন্তরী উজার চাপে বিষ
আরে বিষ ভস্ম কর॥

৪৭. **কাদা মাটি পড়া মন্ত্র**

দেবায় বলে দেবী গো
কি কর গো বসিয়া,
তোমার শিব চৈতন্য অইছে
চেতন কর গো আসিয়া।
শীবের মুখে দিলাম চুন
ভাংলাম কালকুটী বিষের ঘুম
ও পাড় মহাদেব খাকেক করে খায়
বিশাইল্যা নাগের বিষ
মারলাম পোছনের গায়।
ও বিষ, ওরে নির্ধরের জর
মহাদেবের চাপে বিষ
ভস্ম কর॥

৪৮. **কুস্তি প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষকে হারাইবার মন্ত্র**

ডাইনে কাছুম মা ফাতেমা
বাঁয়ে কাছুম দূত,
খেড়ুয়াল রে তুলিয়া মার বাম
সবাই রই উপুর।
আইস আইস মা' কালিকা চণ্ডী
আমার কণ্ঠে কর ভর।

আমার কণ্ঠ ছাইড়া যদি
আর কণ্ঠ, যাও
দোহাই দেব ধর্মের
দোহাই রামের
ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাও ॥

৪৯. কুস্তি প্রতিযোগিতায় শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের মন্ত্র

ধূলি ধূলি মহাধূলি
তুলিয়া মাখলাম গায়,
চল্লিশ মদের হউক জোর
আমার দুই বাঁওয়ায় ।।
ধূলি ধূলি মহাধূলি
মাজিয়া লইলাম গায়,
পাহাড় ছেদি বার হওক জোর
আমার দুই বাঁওয়ায় ।।
আমার এই মন্ত্র যদি লড়ে
দোহাই ঈশ্বর মহাদেবের—
জ'টা ছিঁইড়া ভূমে পড়ে ।
দোহাই মা কালিকা চণ্ডির ।।

৫০. গা-ফোলা রোগের ঝাড়া

আ-ফোলা গা-ফোলা
সর্ব অঙ্গ জ্বালা জ্বালা ।
আ-পানি, কু-পানি
ফুঁয়ে করলাম পানি পানি ।
পানির অঙ্গ পানির জাঙ্গ
পানির নাই কিনার,
এই পানিতে জর্ম লইল
নামে বিষুমার ।
বিষুমার বিষুমার—
"অমুকের" গাও ছাইড়া যা
যেথায় তনে জর্ম তর

সেথায় চইলা যা—
দেব দেব মহাদেব
আজ্ঞা করলেন গুরু,
যুদি এই মন্ত্র না লাগে
মহাদেবের জঁটা ছিঁইড়া
মহাদেবীর পাউ পড়ে ॥

৫১· গামছা ঝাড়া

শঙ্করে ডঙ্কুরে ভাই
কোন কোন সঁাপে কামড়াইছে তরে
কউ আমার ঠাঁই।
উত্তম পিল্লায় থাকিল
ছফ্‌পর কোটী ডোরার বিষ স্বজিল
সে কোন কোন ডুরা?
ইড়ু পোড়া, বীর পোড়া
কাজলীয়া পোড়া, মন পোড়া।
ছোয়া পোড়ায় ছয় দাঁও
ফুটে রঙ্গ টলমল করে লাউলতা।
ক্ষেপিকাল মনে যায়
মানুষ গরু ধইরা খায়,
পাই ডুরা দশ হাত
পথের মানুষ কুদিয়া খায়।
কি কইব ডোরার বিষ তাহার কাহিনী
পদ্মা মায়ের কানে কুড়াইল্লা ডুরা
মায়ের জীবনের উপায়।
উনকুটী নাগের বিষ
মোর ছাড়ায় আয়।
শঙ্কুনী মহামুনি লেজের উপর রাম
শীঘ্র কইরা কহ গাড়ুলী
সাপের কি নাম।
আকিলা পাকিলা
চঁড়াইয়া চাঁপিলা

ছোড়ু নৌকা বড় নৌকা
ভাব নৌকা ডাব নৌকা
ঠেকছ বিষম দায়।
যায় আহার পোড়ে নায়
গেরুয়া পানি করে আহার
তার ঘা'য়ে নাই নিস্তার।
ছোনে চেত্তিয়া, ঘেঁত ঘেতিয়া
গোপর ছিটা দিলা ওরে
দো ছোরতি এক তারা
আরও ফ্যাক তারা।
আর গণ্ড ফণা তর
বিষ চিন্তিতে নাই
মুছে মাল্লাম তাও
খেও বিষ খেউ
ঘা' মুখে খেও।
ওয়ে বিষ ওরে নির্ঘরের জর
মহাদেবের চাপে
বিষ ভস্ম কর।।

৫২. চক্ষু রোগের ঝাড়া

অরুণের পাড় বরুণের গাছ
তাতে করে উদে বাস।
উদে হাসে—
উদায় হাসে—
"অমুকের" কাঁটা সায়রে ভাসে।।

অরুণের পাড় বরুণের গাছ
তাতে করে বিলাই বাস।
বিলাই হাসে—
বিলাইনী হাসে—
"অমুকের" কাঁটা সায়রে ভাসে।।

৫৩. নদীর ঘাটে যে জানকী খাইল
সেই ঘাটেতে চক্ষুরোগ জন্মিল
রামচন্দ্র বেদনায়, করে গো ক্রন্দন,
"অমুকের" চক্ষুরোগ
কর তুমি নিবারণ।
যদি চক্ষুরোগ না যায়,
দোহাই মা চণ্ডির—
শীবের মাথা কাটা যায়।
আমার মন্ত্র যদি নড়ে
মহাদেবের জঁটা ছিঁইড়া
মহাদেবীর পায় পড়ে।।

৫৪. চুন পড়া

পান বিলাসী
পান বিলাসী
পান খায়।
চুন পড়া পথে পায়।
তাম্বুল বিলাসী,
তাম্বুল বিলাসী—
তাম্বুল খায়,
চুন পড়া পথে পায়।
যেই খায় এই চুন
সেই ভুলে না
আমার গুণ।।

৫৫. চাউল পড়া

চাউল পড়ি
চাউল বাটি
সাত বড়ি
পরিপাটি।
নাই মূলে বড়ি রয়
পেটের বিষ মুখে লয়।

গুরুর নাম বড় কথা
নাই বিষ নাই ব্যথা।
আমার ঝাড়া লড়ে
ঈশ্বরের জ'টা ভূমে পড়ে।

৫৬. চালান দেওয়ার মন্ত্র

বিছমিল্লা বিছমিল্লা বলে গাজি
গাজি হইলা ফকির
বিছমিল্লার নাম লইয়'
আমি করিলাম ফিকির।
গাজি সাইবে কইয়া গেছুন
ওরে ওরে বাঘা ভাই
আজি হইতে এই জঙ্গলে
তোমার বাসা নাই।।
ঘর ছাড়িয়া পালাও পালাও
গাজি গাজি বল—
ইষ্ট বান্ধব লইয়া তরা
আর আর জঙ্গলে চল।
এই দিগে যুদি ফিইরা চাও
তর কাচ্চা বাচ্চার মাথা খাও।।

৫৭. চোরাই মাল ফেরৎ পাওয়ার মন্ত্র

চোর যায়
চোর ধায়
ডাকে চোরা
তর মায়।
চোরা যায়
দক্ষিণ দোয়ার
পথে পড়ে
মরা সুয়ার।
আমার মাল
তর হারাম
না দিলে
তর ঘরে ব্যারাম।।

৫৮. জঙ্গল বন্দনা মন্ত্র

জয় দুর্গা, জয় দুর্গা,
বন দুর্গার বন।
এই বনের বাঘ ভাল্লুক
আমার আপন।
এই মাটির সাপ আপন
এই জলের কুমীর আপন,
এই আস্‌মানের
জীন পরী আপন।

আপন গুরু মা-বাপ
আপন আমার ভাই
এই বন বন্দনা করি
দাগ দিয়া যাই।
দুর্গা কয় কার্তিক গণেশ
চইক্ষে নাই যেন পড়ে নিমেশ।

মা-বাপ গুরুর দোহাই
হিংসা কয় বন ছাড়িয়া
পালাই পালাই।

৫৯. ঝাড়া মন্ত্র

ইব্রাহিম কয় ইসমাইলরে
খদার মর্জি কি।
অমুকের অমুক রোগ সারে
আমি দিব কি।
ওরে বান্দা কোরবানী কর
ইমামের দরগায়।
তর কলিজা দোস্তেরে দে
আজরাইল দূরে যায়॥

৬০. গুলিয়ারে গুলিয়া
তর বিষ উড়ে ফুলিয়া।

গুলিয়ার নাতি
গুলিয়ার পুঁতি
ছন ক্ষেতে তার উৎপত্তি।
ওরে বিষ ওর
তর নির্ঘাসের জ্বর
মহাদেবের শাপে বিষ
ভস্ম কর ভস্ম কর।।

৬১ যখনে জন্মিল কৃষ্ণ দৈবিকের পেটে
নন্দ ঘোষ থইল নিয়া গকুল নগরে।
গকুল নগর গিয়া, আট কালীদ্বহের হাতে লইয়া ফুল
নাচিতে খেলিতে গেল কৃষ্ণ, গেল কালীদহের কুল।
কালীদহের কুলে গিয়া ঝিনি ঝিনি বাজে
না জানি পরম গুরু কোন দিগে সাজে।
বিশ চট্টরাইয়া উঠে
যার কামড়ে প্রভু উবনে
বিষে ঢইল্যা পড়ে।
লাম লাম, বিষ লাম
মা পদ্দার স্মরণে
লাম বিষ ডুর মুখে লাম।
লাম লাম বিষ লাম
মহাদেবের স্মরণে
লাম বিষ ডুর মুখে লাম।
দোহাই লাগে ঈশ্বরের,
দোহাই লাগে আল্লাহর।
আমার মন্ত্র যদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জ্টা ছিইড়া
ভুমে পড়ে।।

৬২. ঝিলকি ঠাডা ফিরান মন্ত্র
ঝিলকি আইয়ো
ঠাডা আইয়ো

রাম লইক্ষণ পইড়া মরে
নারদ আইয়ে ফিইরা যারে
পাগলা গেছে পাগলীর ধারে।
আইজ পাগলা ফিইরা যা
দোয়াই লাগে ঈশ্বরের।

৬৩. সুবাসিত গঙ্গার জল
বাম হাতে তার ঝাড়ি
অষ্ট ফলের ডালা পদ্মা
আর ও ডাহিন হাতে ধরি।
অষ্ট ফলের ডালা
পদ্মা জলেতে ডুবাইয়া
মন্ত্র পড়ি জল দেয়
ডাঙ্গুর মুখ চাইয়া।
পদ্মা বলে শুন বিষ
শুন আইস্তের কথন
খিরদ মইথনে বিষ
তোমার স্বজন।
তের দেশের দেবতা মিলি
করিল বিষ জগতি
খিরদ হইতে হইল বিষ
কালী দিয়ে হইল স্থিতি।
কালী দেবী পঞ্চারীল বিষ
দক্ষিণ কালীদর সায়রে
কাজলিয়া নামে সাপিনী
জন্মিল পদ্মার উদরে।
পরথম যোগে কালিদয় জন্মিল
নাম হইল তার নাগিনী
একদিনে প্রসেবিল নাগিনী
তিন লক্ষ সাপিনী।
খিরদে রাখিয়া বিষ
বিষ বাঁটল ত্রি-ভুবন

উভ্‌রা বিষ খাইয়া শিবা
আরে শিবা হইল অজ্ঞান।
ঢলিল শংকুর নাথ শিবা
আরে শিবা ঢলিল জমিনে
জমিনে ঢলিয়া শিবা
বসিলেন ধ্যানে।
ওয়ালারে ওয়ালারে বিষ
আল্লাহ্‌র ফরমানে
তের দেশের দেবতা মিলি
সবে করিল জগতী।
বিষের মন্ত্র শ্রী হরি
করিল উৎপত্তি।
পদ্মা বলে মহাদেব
বইস্যা ছিলা ধ্যানে।
দুই পক্ষী সং যায় দেখিলা নয়ানে
কামভাবে মহাদেব হইলা পাগল
মত্ত হইয়া মহাদেব শী ফুল ধরি
তারে দিলা কোল।
শী ফুল আলিঙ্গনে মহাদেব
বড় সন্তস হইলা
দেবের ভাবে মহাদেব তখনে চলিল।
পদ্ম পাতায় থাইক্যা বিষ
বড়ই চিন্তিত না হইল।
তের দেশের নাম আদি
চন্দ চিনিয়া ধরিল
বাম হাতের চন্দ্র, শিব
ডাইন হাতে লইয়া করিলেন ধ্যান,
অনুমানে সঙ্গেতে থইলে চন্দ্র
না ধরিরে চান।
মর্ত্তে থইলে চন্দ্র
সৃজন হইবে খান্ খান্।

চিন্তিত যে মহাদেব
এই চন্দ্র লইয়া হাতে
ভাবিয়া চিন্তিয়া চন্দ্র
থইল পদ্মপাতে

বিনা গর্ভে জন্ম মোর হইল
পদ্মার বন মাঝ।
পাতালে থাকিয়া খবর পাইল নাগরাজ
আচম্বিতে এক কইন্যা জন্মিল
কইন্যা হইল নাগ জাতি।

নাগ রাজ্যে নাম থইল কইন্যার
দেবী মহাদেবী পদ্মাদেবী।
উত্তর থাইক্যা শিব মহাদেব
দক্ষিণ পথে যায়,
পদ্মাবনে যাইতে বিষ
মা পদ্মার দেখা পায়।

মাধব ধরিয়া চুলে চাহে পরিচয়
কোন জাতি করে কইন্যা
হেথায় ক্যামনে রয়।
তখন বাপের তরে দিল পরিচয়।
ঝাঁপিতে করিয়া বাপে
তারে কোলে কইরা লয়।

নিরাল মন্দীরে নিয়া মোরে
আরও থইল বসুমতি
আমার রূপ দেখি রুশিল পার্বতি।

কম্পিত হইল গৌরী অগ্নি ওথালী।
মায় ঝিয়ে হইল বিস্বাদ
আরও হইল চুলাচুলি।

কোথায় গেলা পদ্মা দেবী
আমি পদ্মা বলি ডাকি তোরে
বাহির হইয়া ও বাণী বশ মোরে।

মুখ হইতে বিষের ধুমা
ছাবুরিলাম এক বাত
সেইও বিষের জালে ঢলিল পার্বতী ধ্বনি
ভুমে পইড়া কান্দে শম্ভুর নাথ।
মাত্র বধ করিলা কইন্যা
করিলা আমার সাক্ষাৎ।

বিষেতে ঢলিল গোঁয়া
মুখে ভাঙ্গে লাল
সে যে মোর কলঙ্কির বিষ
করিল কাল বিকাল।

গড়ল বিষ ভক্ষিয়া শিব
ভুমে যখনে ঢালিল
কাউট কটক্ষে যুদ্ধ তখনি পড়িল।

কান্দে দুর্গা কান্দে
ধইরা রথে অক্ষি
দুই পক্ষীর উল্লাসে অইল
পাতালের গোরলধর পাখী।

গোবার গর্জন শুনি নাগ চমৎকার
খাইয়া যারে কলঙ্কিয়া বিষ
কইরা গরুর হুঙ্কার।

তখন চৈতন্য হইল
এ দেশের নাথ
এইত স্মরণে বিষ
চক্কুরের নাথ।

কালীদয়ে ঝাঁপ দিল আপনে শ্রীহরি
বিষের জ্বালায় হইল
কাল রূপের মোরলী।

স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে লইল
হইল চমৎকিত
এ দেশের দেবতা সব হইল চিন্তিত।

সকল গকুল কান্দে যশদা রুহিনী
কৃষ্ণকে বিনাইয়া কান্দে
কান্দে ষোলশত গোয়ালিনী।
গৌরল কৃষ্ণ বসিলেন ধ্যান
ঠাকুর ধরিয়া বিষ আল্লার ফরমান।
ওঙ্কোর ছাড়িয়া বিষ পাতালে যায়
আত্মমা জাগে ঝনুরায়।
কালীধর স্মরণে বিষ
আরে বিষ করলাম পানি
ডঙ্কুর ছাড়িয়া পালায় বিষ
আইস্ত মন্ত্র শুনি॥

৬৪· ভুর বন্ধন মন্ত্র

আড়িয়া গুড়িয়া তিলক তার ভাই
জন জনিয়া জাঙ্গের বিষ
তারে কোথায় গেলে পাই।
ডাকিনীর বর যেই নালে আইচ্ছ বিষ
সেই নালে যা তর ঘর
সর সর বিষ আপন নালে সর।
আপনে আইচ্ছ বিষ লামিয়া যা
সপ্তম পাথার তলে দিলাম নাথ
লাম লাম বিষ শঙ্কুর লাম
শঙ্কুর বেগ ওল্লা কামড়ে
খাইছ বিষ ছুপাইড়ে।
শঙ্কুর বেগ মনোহর
তুরির শব্দে বিষ মর
শঙ্কুর ব্যাটা হারে শরী
হারের বিষ হারে মারি।
শঙ্কুর ব্যাটা সুর্যমণী
চইক্ষে চইক্ষে চাইয়া বিষ করলাম পানি।
তিন যুগেতে যুগ যুগতি,

চাইর যুগেতে নাথ
ভাংলাম লোহার চৌকাট।
ভাংলাম লোহার শিকল
হাড় গুড় ভাঙ্গিয়া "অমকের" মস্তকের
কাল কুটি বিষ লাম।
ওরে বিষ ওরে নির্ঘরের জর
ধম্বন্তীর ওজার চাপে
বিষ ভস্ম কর॥

৬৫. উঠিল শরীলে টুটিল গায়
পোশ্চ সাপা সাপিনীর বিষ
ডুর মুখে আয় আয়।

ডুর বানলাম এড়ে
ডুর বানলাম ক্ষোরে
ডুর বানলাম পদ্মাবতীর ল্যারে।

চালে পইড়া ঘুঘু ডাকে
তিন টানে বিষ লামে
কামর দিছে কাটে
বিষ লামে শীবের জটে॥
লাম লাম বিষ
লাম বিষ পদ্মার স্মরণে
লাম বিষ লাম
ডুর মুখে লাম॥

৬৬. ডুর ডুর পাটের ডুর
সিং দোয়ারে পাইলাম চোর।
অষ্ট নাগ ছাড়িয়া এস
যুদি উপরে বারছ
পদ্মা দেবীর মাথা খাছ।
ছপ্‌পর কুটি নাগের বিষ
ডুরের মধ্যে আস।

ওরে বিষ তর
নিজ'রে জর
মহাদেবের ধাপে বিষ
ভস্ম কর ।।

৬৭. ডিং ডিং ডিঙ্গার বিশরাইয়া
আজলির মোর দিয়া গেছে বিষ
নাগর না পাইলাম ধাঁইয়া ।
গাষ্ট ভাঙ্গি গুডসি ভাঙ্গি
ভাঙ্গি চোলার চুনডি
রামের কুন্তালকে কইরাছ ভয়
চাই না হাতে সোনার কাটালী ।
বডি হাতে বিষের লাড়ু
ধাইয়া গেলাম ক্ষির নদীর সায়রের কুলে
গিড়ছ ঘরের ঝি বৌরা বাইরইছে
কুম সাগর মাথার কালকুটি বিষের গুম ।
অষ্ট নাগর ছাড়িয়া যদি উপরে ধাস্
মা, পদ্মার মাথা খাছ ।
ছফফ্‌ার কাটি নাগের বিষ
আমার ডুরের মুখে আয়
ওরে বিষ ওরে নির্ব্বাস
মহাদেবের ধাপে বিষ,
হইয়া যাবি নাস্ ।

৬৮. শঙ্কুর ডঙ্কুর
ভাই মন চলিতে পুর
আঞ্চলে বিষ চলে যায়
লতা ডঙ্কুর ঢইলা পইড়াছে
কাল সাপের গায় ।
বাপ বলে বাইর রে
কাল কহর আয় রে ।

তুই কহ। মুই কহা
বিষ গেছে একই রোহা।
কহ কহ তিন ভাই
ছপ্পরকুটী নাগের বিষ
বিষ আর শরীরেতে নাই।
কোন কোন নাগনের লড়িয়া
তের তেরিয়া জলে ঢালে বাইয়া যায়।
গুলিয়া চণ্ডালে পাইলে কুদিয়া কামড়ায়।
ধোবার ঝি গো ধোবার ঝি—
যাবি নি ল' জলে রে
গরু মাজার পানি,
তাগা তাগা মাটিয়া তাগা।
ব্রহ্মা ধ্যুতি শরীর কাটা।
সোনার লাঙ্গল রূপার হাল
গাই বলদে জোরছে হাল।
সেই হালে বিষ লাম
লাম লাম বিষ শীঘ্র করি লাম॥

ব্রহ্মা দৃতি শরীর কাটে
যাবি বিষ ডুরের লামতি
ল্যামিয়া আমি আইছি
আইছি লামিয়া
মহাদেবের কথা শুনিয়া।
শঙ্করে স্বজন বিষ
বিষ কোন কাজে লাগে
গুরু অবতারে আরো মিশাইয়া জলে
হাটিয়া যাইতে কুটিয়া খাইছি
বিষ লামাইছি বায়।
আশ্বিন কার্তিক মাস জর জর পানি
ষাইট হাজার নাগ নাগিনীর বিষ
এই ডুরের মধ্যে আনি

কিস্মতে আনিলাম
আছুরি মারিলাম পাছুরি মারিলাম।
মারিলাম ধূলাতে পুঁছিয়া
মারিলাম ওরে বিষ
তর নির্ধরের জর
মহাদেবের শাপে বিষ ভস্ম কর।
নাই বিষ নাই, বিষ করলাম পানি
চালুনে চালিয়া বিষ করলাম কানি কানি
যদি আমার মন্ত্র লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জ'টা
ছিঁড়ে ভূমে পড়ে ॥

৬৯. নীম্নামার ঝাড়া

রুই ধারের হাতের চুড়ি
গায় সোনার কাঁচুরী
গায় সোনার কাঁচুরী নারে
রূপারই কাটারী।
সেই কাটারী দিয়া আমি
"অমুকের" নীম্নামা কাটি।
"অমুকের" নীম্নামা কাটি আরও
কাঠি স্থাও দানবের মাথা।
স্থাও দানবের মাথা কাটি
কাটি ভূত পেরতের মাথা।
যুদি নীম্নামা কাটিয়া না যায়
মহাদেবের জ'টা ছিঁইড়া পড়ে
কালিকা চণ্ডির পায় ॥

৭০. পানি পড়া মন্ত্র

আম পড়ে
আম খায়।
কাঁন্দিছ না রে আমাশায়।

পইড়া দিলাম বাসি জল
আইজ পেটে হইবে মল।
রক্ত মুখী রক্ত খা
সাইরা গেছে নাড়ীর ঘা।
সাইরা যা দক্ষিণে
পইড়া মর সায়রে ।।

৭১. বল্লা, ভীমরুলের কামড়ে পানি পড়া

বলা ভাই
ভীমরুল ভাই
তোমার হুলে
বিষ নাই।
মায়ের মাথার
লম্বা চুল
টানে টানে
খুলি হুল।
ফু দিয়া খাহ
ঠাণ্ডা জল
নাই নাই আর
বিষের বল।
তেও যুদি বিষ লড়ে
মা' পদ্মার দোহাই পড়ে ॥

৭২. বল্লম চালনা মন্ত্র

বল্লম চলে
বল্লম মারি
বল্লম যায়
শির ধরি ।
বল্লম মারি
বল্লম মারি
দোশমনের শির ধরি।

আল্লীর দোহাই
বল্লম চল
দোশমন হইল
ঢল ঢল ॥

৭৩. বশীকরণ পান পড়া

কুল আওজু বিরাবিয়াছে
"অমুক" "অমুকের" লাইগ্যা নাচে।
মালেকিয়াছে—
"অমুক" "অমুকের" লাইগ্যা নাচে
এলাহিয়াছে
"অমুক" অমুকের লাইগ্যা নাচে।
ওয়াছু ফেছু ধিরায়াছে
"অমুক" "অমুকের" লাইগ্যা নাচে।

৭৪. বশীকরণ মন্ত্র

গুরু তুমিই সইত্য
গুরু তুমিই পুইন্য
তুমি সইত্য সার
তুমি ছাড়া কেহ
না আছে আমার।
পাপ করছি আমি
তুমি উদ্দার কর—
যুদি উদ্দার না কর
দোহাই রছুলুল্লার
দোহাই ছুলমান পেগাম্বরের
দোহাই আল্লার লাগে ॥

৭৫. চিংড়ি চিংড়ি হারী
বিষ জাগা রে তুই ছাড়ি
যুদি বিষ না যাছ

পদ্মা দেবীর, মা মনসার
মাথা খাছ।
যদি আমার মন্ত্র লড়ে
দোহাই ঈশ্বর মহাদেবের
জ'টা ছিঁইড়া ভূমে পড়ে।

৭৬. বাউ বাতাস ঝাড়া

আ-বাতাস কাগ বাতাস
করি আমি মাদল্লা হক।
আগে ছিলে পানি--
ছিলে দরিয়ার মাঝে
এখন নাই কোন সুখ দুঃখ।
যোল্ল কাফুন—
চাইর কোণ
খেঁছিয়া আমার দিগে আন
খেঁছিয়া আমার দিগে আন॥

৭৭. বাড়ী ঘর বন্ধন

বিছমিল্লার নামে করি
বাড়ী ঘর বন্দনা
দূর দূর শয়তান
জীন পর দানা।
উত্তরে দাড়ায় আলী
দক্ষিণে উমর
পশ্চিমে উসমান রাখে
পুবে আবু বক্কর।
আসমানে হোসেন বীর
জমিনে হাছান
কোণায় কোণায় মা ফাতেমা
আমিনার পরাণ।
ঘরেতে খাদিজা বিবি
বাইরেতে রছুল,

যার ইমান মহব্বত
দীলে ফুটায় ফুল।
ফিরিস্তা দিন রাইত
পড়ে কোরানের আয়াত
তামাম ঘর বাড়ী
জোড়া খোদার রহ্মত॥

৭৮. বিষ নষ্ট হওয়ার গুড় পড়া

গুড় পড়ি গুড় পড়ি
গুড়ে বৈসে বিষহরী।
গুড় খাইলে কি হয়?
কুত্তার বিষ ক্ষয় হয়।
দোহাই মা কামেশ্বরী
জয় মা বিষহরী।
বিষ লইও হরণ করি।
আমার মন্ত্র লড়ে
বিষহরীর কলঙ্ক রটে॥

৭৯. বিষ বেদনার ঝাড়া

আল্লাহুম্মা কোজাখ্যা
মোহাম্মদ তার প্রহরী,
হনুমানের ঘোমটা
চতুর পাশে বেড়া।
কই খাইবেরে বিষ কহরা উড়া বেড়া
ওরে বিষ মিলাইয়া যা
লওয়ের লগে পানি হইয়া যা।
রামের আজ্ঞা গুরুর পায়
সিদ্দি কর কালিকা চণ্ডির মায়,
আমার এই মন্ত্র যদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁইড়া
ভূমে পড়ে॥

৮০· স্বুতাঁ কাটে বনে রাম
ওরে কাটুরে বসিয়া,
হেন কালে কহে ভূত
আইস তুমি ছুটিয়া।
লইক্ষণে বলে ভূত-ভূতাস্ত
ওরে ভূত কাল,
বাণ মারিলাম তরে
ওরে সামাল সামাল।
এক ও বাণ—দুই ও বাণ
তিন ও বাণ মারলাম তরে
ভূত ভুতাস্ত যাগারে ছারখারে।
আর এই মন্ত্র যুদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জঁটা ছিঁইড়া
ভূমে পড়ে॥

৮১· বিষ বন্ধন মন্ত্র

ধোবার ঝি কাপড় কাচে
বিষের নার পানিতে ভাসে।
বিছমিল্লাহের রাহ্‌মানের রাহিম।
ফলনার মস্তকের কাল কুটি বিষ
আমার আঁচলের মধ্যে আয়
আঁচল ছাড়িয়া যদি উপরে বারছ
পদ্মাদেবীর মাথা খাছ॥

৮২· ভয় নিবারণ মন্ত্র

বাঁশ বুড়ি
বাঁশের আগায়
তর নাতীন একলা যায়।
নাতীনের দিগে যদি চাছ
তর পুতের মাথা খাছ।
তর নাতীনের বড় ধর
নাতীন দেইখ্যা ইজ্জত কর॥

৮৩. মইষা সাধন মন্ত্র

কাছ কাছ কাছিলাম
হাড় করলাম গুড়া গুড়া
রক্ত পরে চাইর ধারে
পড়, পড় আস্তে পর বেটা—
পড় উত্তর শিয়রে।
তরু মারি আমার হইল বল—
তরে জিঁয়াইয়া আমি
তবে যাইবাম ঘর।
কারে ধরি, কারে মারি
কারে বা জিঁয়াই,
মহাকালী নাম স্মরণ কইরা—
লড়িবারে যাই।
যুদি আমার হরফ বের্থা যায়
দেব ধর্মের চণ্ডিকার দোহাই—
আমার মন্ত্র যুদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জঁটা ছিঁইড়া
ভূমে পড়ে॥

৮৪. মইষা মইষা দারুণ মইষা,
পাহাড় ভাঙ্গে পর্বত ভাঙ্গে
ভাঙ্গে স্থাও দানবের মাথা।
হেই মইষার বল—
আমার শইল্লে ভর কর।
আমার ছাইড়া মইষা—
যুদি আর শইল্লে যাছ
মা কালীকা চণ্ডির মাথা খাছ।
কার আজ্ঞা?
রামের আজ্ঞা।
আমার মন্ত্র যুদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জঁটা ছিঁইড়া
সাত শ' নরকে পড়ে

৮৫· মুরালী ঝাড়া

রাধা চক্কর রাধা কুজ্জাল
এক বৃক্ষের চৌডাল
তথায় আছে মহাকাল।

কত কালা কত ধলা
কত রুইত বরণ।

ডাক দিয়া কয় পথের ভাই
শাইল শুয়া কোথায় পাই
হাড় খায়
টন টনায়
ঠোঁটে না ছোঁয় পানি
আইস্থা আইস্থের বাণী।

আইস্থা অইল গুরু
আইস্থ অইল শিষ্য।
লাম বিষ লাম
"ফলনার" মস্তকের বিষ লাম।

বিছমিল্লাহের রাহমানুর রাহিম।
ছফপর ফুটি নাগের বিষ
আমার ভুরের মাইঝে আন।
ওরে বিষ ওরে নির্ঝরের জর
মহাদেবের চাপে বিষ ভস্ম কর।
আমার মন্ত্র যদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জ'টা ছিঁইড়া
মহাদেবীর পায়ে পড়ে।।

৮৬· মাথা বিষের ঝাড়া

সুলেমান পেগাম্বর কয় ধরিয়া হাতে
ও প্রাণের বিবিজান,
আতুরের বাড়ীতে আমার
মাথা করে খান্ খান্

মাথার বিষ ছাড়ে না
পরাণে কেনে মারে না ?
বিবি কয়, বিছমিল্লা,
বিছমিল্লার নামে
শইন্য লতার কথা
ডুর বান্ধিয়া ঘুমাও
অহন গেতে মাথার ব্যথা ।।

৮৭· মোকদ্দমায় নিষ্পত্তির মন্ত্র

রসিক ভুলায় রসমতী
আইজ দেখবাম কেমন সতী ।
বাদী বিবাদী মিইলা যায়
মানত করবান তর পায় ।
আমার মন্ত্র বেরথা যায়
মহাদেবীর মান খসায় ।।

৮৮· মেঘ থামান মন্ত্র

গিরি ধারী গিরি ধারী
কি কর বসিয়া
আইজ বড় অতুলায়
ঘর বাড়ী লইয়া যায় ।
ঘর বাড়ী সায়র পানি
বাপে পুতে টানা টানি
ইন্দ্রের দেব লইজ্জা পায়
খাল বিল সমুদ্দুর শুহায় ॥

৮৯· মেঘ নামান মন্ত্র

মেঘা রানী মেঘা রানী
ঝপ্‌ ঝপাইয়া ফালাও পানি
ব্যাঙয়ের মার চিত পাও
মেঘ আইয়ে নির্ঘাত ।

মেঘা রানী মেঘারানী
ঝপ্‌ ঝপাইয়া ফালাও পানি

রাম লইক্ষণ দুই ভাই
চল ভাই বনে যাই
বনে অইছে খড়া খড়া
মেঘ দেও ঘড়া ঘড়া।
রামের বাপের হাতে বাণ
ইন্দ্র ঠাকুরে ঢালে জল
খাল বিল হইল তল॥

৯০. লাঠি চালান মন্ত্র

লাড়ি চলে
লাড়ি ধায়
তালে তালে
লাড়ি যায়।
উস্তাদের জয় জয়
এই লাড়ির নাইগ্যা ক্ষয়।
যদি মন্ত্র লড়ে
দোহাই আলীর
দোহাই লাগে॥

৯১. শক্তি সঞ্চয়ের মন্ত্র

ইর-কাছ কাছুম, বীর কাছ কাছুম
কাছুম জমের দূত।
আমি মইষা চোরের পুত।
কাছুম নিজ মইষার পুত।
কেউরে করলাম মাইর
কেউরে দিলাম গালি
তুর জোর অহনি পড়বে ছালি।
কার আজ্ঞা?
রামের আজ্ঞা।

লাগ লাগ আমার মন্ত্র লাগ
আমার মন্ত্র যুদি না লাগে
দোহাই মা' চণ্ডিকার লাগে ॥

৯২. কারে মার কারে ধর
আর কারেও যৌতুক পাই,
কার হুকুম লইয়া আমি
থলায় লড়তে যাই।
রামের আজ্ঞা,—গুরুর পাউ
সিদ্ধি কর কামরূপ কামাখ্যা
সিদ্ধি কর কামাখ্যা চণ্ডি মাও।
আমার এই মন্ত্র যুদি লড়ে
দোহাই মহাদেবের
শিবের জটা ছিঁইড়া
মহাদেবীর পাউ পড়ে ॥

৯৩. তে-পথার ধুলি
থাফা দিয়া তুলিয়া লইলাম
দুই মুইষ্টের উপর।
দোহাই মা' কালী,
আমার ধূলি পড়া রইক্ষা কর।
সাত হাস্তির জোর
আমার শইল্লে ভর কর।
যুদি রইক্ষা না করে
ঈশ্বর মহাদেবের জ'টা ছিঁইড়া
সাতাইল নরকে পড়ে ॥

৯৪. শত্রু আটক মন্ত্র (পানি পড়া)

লড়াই লড়াই
বিষম লড়াই
বি-পক্ষ দলের
ভাঙ্গি বড়াই।

ইস্রাফিলের সিঙ্গায় ফুক,
সর্দারের ভাঙ্গে বুক।
এই পানি লাগে গায়
শত্রু পলাইতে না পথ পায়।।

৯৫. শর চালনা মন্ত্র

শর খেলি
শর খেলি
সরবরে খেলা করি।
জলের উপর
মারি শর
অমুকের বুকে শর।
শর যেইদিন
যায় ছাড়ি
অমুক যায় যমের বাড়ী।।

৯৬. শিয়াল কুকুরের কামড়ে ঘি পড়া মন্ত্র

ঘিরত পড়ি ঘিরত পড়ি
ঘিরতে বইসে বিষহরী
ঘিরতে বটুক ভৈরব
ভারে গুরুর গৌরব।
ঘিরত খাইয়া কি হয়?
কুত্তার বিষ ক্ষয় হয়।
শিয়ালের বিষ ক্ষয় হয়
বিলাইয়ের বিষ ক্ষয় হয়।
উন্দুরের বিষ ক্ষয় হয়
অমুক জানোয়ারের বিষ
পানি হয়।।

৯৭. শিং মাছে কাঁটা দিলে ঝাড়া

বাপ ঝি এক ঘরে
বিষের জ্বালায় কি করে।

কার বিষ কে ঝাড়ে
একের বিষ আরে ঝাড়ে।
বাঘ ঝাড়ে ডাইনে টানে
ডাইনে ঝাড়ে বায় টানে।
এদিক ওদিক দেখে মায়
বিষ লাজে মরি যায়।
মা-বাপ ঝির দোহাই
তিন টানে বিষ নাই।
মা দেখিয়া বাপ সরে
বিষহরি বিষ হরে।

৯৮. সুতিকা রোগে পানি পড়া

মাইয়ার বাড়ী
নবি যায়
মাইয়া ভুগে সুতিকায়
ওঠ মাইয়া ওজু কর
ফজরের তুই
নামাজ পড়।
লাইলাহা ইল্লাল্লা
নাই রোগ পানি খা।।

৯৯. সাপ ধরার মন্ত্র

সর্গের ধুল মঞ্চের মাটি
লাখ সাঁপিনীর দাঁতে পাটী।
হা' করিছ না সাপিনী ওরে
হা করিছ না তুই—
বিষ্ণের চঞ্চাল বান্ধিয়া
বন্ধন করিলাম মুই।
ফির যুদি হা' করিছ
পদ্যা দেবীর পরব বছ,
ফির যুদি চইলা যাছ
পদ্যা দেবীর মাথা খাছ।

দোহাই মা পদ্মার, দোহাই ঈশ্বরের
আমার ধূলা পড়া লাগ—লাগ ॥

১০০· স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্র

বাইট্যা ধরি বাইট্যা পড়ি
এই বাইট্যা কেন কান্দে
এই বাইট্যা দিয়া গিথ্যাইন
চুলের খোপা বান্দে ॥
অমুকের ভুলে না গিথ্যাইন
বাইট্যায় দিলাম টান
ফিরাইয়্যা আন গিথ্যাইনের
মন পরান ॥

১০১· হলুদ পড়া মন্ত্র

হলদী পড়ি
হলদী পড়ি
হলদী পড়ে
হর গৌরী।
হর বলে
গৌরী মায়
চল চল গঙ্গায়।
হলদী লাগায় শরীরে
আর ছুঁইব না কুমীরে।
হলদী খাইলে কি হয়?
কুমীরের বিষ ক্ষয় হয়
জলজন্তুর বিষ ক্ষয় হয়
জয় মা বিষহরি।
বিষ লও হরণ করি ॥

১০২· ক্ষেতে ফলন বৃদ্ধির মন্ত্র

বিশ্ব মিত্র মনি কয়
এই ক্ষেতে ফলন অয়।

আগের ভাগ মোরে দিবি
গণিয়া গণিয়া দ্বিগুণ নিবি।
রাম লইক্ষণের আতে বাণ
কোনদিকে নাই লোকসান।
লোকসান নাই এই ক্ষেতে
ফসল দিবি মেপে মেপে।।

সিলেট

সিলেট থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম দরগাহ্‌পুর, ডাকঘর বৃন্দাবনপুর, জিলা সিলেট।

১০৩· অতিসার রোগ নিবারণের মন্ত্র

গংগা যবুনা
তীর্থের পানি
যে কহিল কাহিনী
সে খাইলো পানি
তেই সে দূর হইল
অমুকের (যে রোগী তাহার নাম)
অতিসারের কামড়ানী।

১০৪· আঁতুরে নবজাত শিশু দুধ ছাড়িলে ঐ দোষ নষ্ট করার মন্ত্র

ঝাড়ন পেঁচো
মারণ পেঁচো
তরোয়ালের ধারে যা
আল্লার নামের বাড়ি খা।
দোয়াই লাগে দোয়াই
নাই নাই নাই।
হক্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।

১০৫· আদা পড়ার মন্ত্র

বড় বড় আদার সরু সরু আঁশ্।
বড় বড় বিষের গলায় দিনু ফাঁস।
নাই বিষ বিষহরি আজ্ঞে।
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।

১০৬· একশিরা বেমার ভাল হইবার মন্ত্র

যাহারি কণ্টক্
তাহারি হকুক
ফাতেমা জননী
খোদার ধরণী
ফলানা বান্দার
একশিরা বিমার

জলদি আছান
করিস ছুবহান,
দোহাই তোমার
আর দিবো কার
তুমি তো সার
'সাবত, সার'।

১০৭. কচি ছেলে মেয়ের জ্বর ছাড়াইবার মন্ত্র

করাত, করাত,
মহা করাত,
এই করাতে কি কাটে?
ছেত, কাটে
বেত, কাটে
কু কাটে
কয়লা কাটে
ভার কাটে
বাণ কাটে
কুজ্ঞান কাটে।
সাগরে পইলো পানি
শিবের আজ্ঞায় বিশ্বনাথ গড়ায় করাতখানি।
গড়িয়া করাত,
দিলা প্রভু রামচন্দ্রের হাত।
প্রভু রাম বলে
বারবান ডাইনি যোগিণী
কাটিয়া করি ছাই,
শুনিয়া রামের ঘাই
ডাকিনী যোগিণী বলে
আমরা সরিয়া যাই
মহাদেবের ঝি
যার আথে দিবা করাত
তার আজ্ঞা কি?

রাম রাবণ সীতা
আজলি লেটো পেটো
কাজলি দাই
বারবনে কুজ্ঞান
বাইরে ফেলাই
মোর মেষ্ঠে করিয়া ভার
ফলনার অঙ্গের
জর জারি বাও বাতাস
আও লংকার পার
কার আজ্ঞায়
জয়কালির আজ্ঞায়
মন্ত্রে ঝারে
পড়ানি লংকার দুয়ারে।

১০৮. গরলের তেল পড়া

উম্ তেল ভুম তেল
মুখে মুখে বাপ।
তেল শিয়াল
অইয়া সিন্দুর
শিংগি হয়ে বেড়ায়।
কার আজ্ঞে?
মা মনসার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষহরি মাইয়ের আজ্ঞে।

১০৯ গাঁট পাড়ার মন্ত্র

খোয়াজ খিজির কদ্দ্র যাও
ঘুম্ ঘুম্ অবায় আও
আল্লা রসুল দস্তগীর
খোয়াজ খিজির জিন্দাপীর।

বিন্দু আমার অংগের আপদ
বালাই কাটি খণ্ড খণ্ড কর।
পচা শাউলা লঠা বিষ, চড়চাপড়ে নির্‌বিষ।

১১০. গোলাপ ফুল পড়া মন্ত্র

ফুল ফুল ফুলকুমারী
বাণী চাইতে চিন্তাতে আয় শীঘ্র করি।
আমার এই ফুল পড়ায়
অমুক যে পড়ে
জগত ঈশ্বর আর
নরসিংহের বরে।
আমার এই ফুলপড়া
দিলাম অমুকের মাথায়
আমা ছাড়ি সে
পিছুপানে অন্যে নাহি চায়।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।
আমার এই ফুলপড়া অমুকীকে
শীঘ্র লাগ্, শীগ্র লাগ্, শীগ্র লাগ্।

১১১. ঘায়ের ঘি পড়ার মন্ত্র

কালা মুখে
উত্তর স্বরে
ঠোটে দিয়া
ঘা মারে।
গাইর পেটের
তুই ঘি
ঘা নাশিবে
না তো কি?
হ্রীং হ্রীং
ঘি পড়ায়

অমুকের ঘা
হুকাইয়া যায়।

১১২. চুন পড়ার মন্ত্র

চুন চুন চুন
জগতের ছানি
যে চুন খাইয়া
বিষ অইলো পানি।
আহা কিষ্ণের
মউ ঝাড়ে
মহাদেব স্মরণে চুনে
বিষ ঝারিয়া পড়ে।

১১৩. চক্ষুশূল ঝাড়ার মন্ত্র

যে কালে জানকী
গেলা গাং পারে
সেইকালে চক্ষুশূলে
ধরিলা তাহারে।
যন্ত্রণায় অস্থির অইয়া
করৈন কান্দন
রামচন্দ্রে বেদ্‌না তার
করৈন বাবণ।
কার আজ্ঞায়
আষির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞায়।

১১৪. চোর তাড়ানোর মন্ত্র

চোর্ চর্ কলার পাতা
হকোল চোরর কাট্‌লাম মাথা।
বাড়ী বান্‌লাম চাইর দুয়ারী
ঘর দুয়ার হার বাদুরী।
চোরর্ মার পিম্নো নেত্
পুট্‌কিত মাইলাম সাশ্‌শো বেত্।

বাড়ীর পিছে বাংগা ভাংগা
তাতে চোরে খাইবো ঠেংগা।
যুদি চোর আয় ঘরে
মোর বান্দে বন্দি পড়ে।
শ্রীরামের আজ্ঞা গুরুর পাও
সিদ্ধি করো হিংলাজ
জ্বালামুখী মাও।

১১৫. ছিক্কা বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

শ্রীরামের দিয়া দোহাই
অমুকের অংগের ছিক্‌বিষ ঝাড়াই।
দেবদেবীর মাহাত্ম সার
নাই নাই বিষ আর।
একথা যুদি লড়ে
মহাদেবের জটা হিড়ি
ভবানীর পায়ে পড়ে।

১১৬. ছিপে অধিক মাছ ধরার মন্ত্র

শ্মশানের মাটি লই
হাতেতে করিয়া
বিছমিল্লা কইয়া দেই
পানিত পালাইয়া।
যেখানে আছে মাছ
আনহো ডাকিয়া
মাটী পালাহ মাটীশ্বর
আছেন বসিয়া।
কার আজ্ঞে
কাউরের শমাক্ষি মায়ের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
আড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।

১১৭· 'জড়ি' তোলার মন্ত্র

বিষহরি বিষহরি
বিষহরি বিষহরিবর
ডাকিনী শাকিনী
কারে করি না ডর।
গছ পাথ্‌থর্‌ পা'ড়্‌
উঠাইয়া লয়
নাম দাদা চোরা
ফেরা নাশয়।
সাপের মাথা সদা
থাকে হেট্‌ মতে
বুড়ি বলে চোর
সরে থাকো সাথে।
মনসার বর
ছত্রিশ কোটী দৈত্যদানা
জড়িয়ে করে ভর।
মিথ্যা যদি হয় তবে
যাবে রসাতল।
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি
চণ্ডির আজ্ঞে।

১১৮· ডাইনের দৃষ্টি ঝাড়ার মন্ত্র

গুরুর চরণে আমি
মন করি থির
চাহার কোণ চেলে
পাথর অই যায় চির।
মন্ত্রের ছামনে দানব
কিবা শক্তি ধরে
নরসিংহ আইসে ডাইন
তোরে ধরিবারে।

পলাইয়া গেলে ডাইন
রক্ষা অইতো পারে
পলাইয়া যা ডাইন
সমুদ্দুর ধরে।
রাম লক্ষণ তীর
জুড়িছে ধনুকে
অক্ষুণি লাগিবে তীর
ডাইনের বুকে।
নাতি দুরমাছ তুই
শালকের নাতি
রাম লক্ষণ তোরে মারবো
বুকে দিয়া লাথি।
যারে ধরলেক তুই
ছাড়িয়া যে যা
সাত সমুদ্দুরের পানি
কাতরেতে খা।
কার আজ্ঞে
সীতারাম লক্ষণের আজ্ঞে।
ঝটিতে যা
অমুকের শরীল্‌তো যা।

১১৯· ডোর বাঁধার মন্ত্র

ধবলি ধবলি সার
ধবলি ধবলি বিষ নাই আর
হাড়ে মাংসে ধবলি খাটে
ধবলি ধরিলে বিষ না উঠে।
ডোর বান্‌লাম্‌ ধান ফুলকা
ডোর বান্ধি গেলাম লংকা।
লংকাত্‌ থাকি দিলাম ডাক
যেইখানের বিষ
হেইখানে থাক।

১২০· তামাক পড়া মন্ত্র

বড় পাতা বীজ পাতা
পাতার জয় জোয়ার
এই পাতার পড়ার মধ্যে
ফলানী নলক ঘর দুয়ার
ভাঙ্গি আইস বাইন দুয়ার
ফলনারে দেখিলে তড়িবি
ন দেখিলে মরিবি
শিখজির আসি দুই চরণে পড়িবি।
এই মন্ত্র লড়েচড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়ি
এই ধরণীতে পড়ে।

১২১· তেল পড়ার মন্ত্র

প্রদীপ রহিয় তেল
ঝিক্ ঝিক করে
জ্বলিতেছে অগ্নিদ্বীপটি
মিট্ মিট্ করে।
জ্বলুক অগ্নির মত
জ্যোতির রূপেতে
আম্কোর স্ত্রীর মন
পড়ুক তাহাতে
চঞ্চল ছাড়িয়া তার
স্থির হক মন
আমাকে ভজনা করি
কাটুক জীবন।
কার আজ্ঞে?
কাউরে কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।

১২২. দোকান বন্ধের মন্ত্র

দোকান বন্ধ
জলদিহ্ বন্ধ
চোর চোট্টা যে আইবো
তার লাগে ধন্ধ
দোহাই আল্লার লাগে
মন্ত্রোর ছন্দ।

১২৩. দুষ্টা স্ত্রীলোক বশীকরণের সরিষা পড়ার মন্ত্র

এক মুঠা সরিষা
বারো মুঠা রাই
চলোরে সরিষা
কাঁউরে যাই।
কাঁউরে আছে
ছুতার বুড়ি
তার খোলাতে
সরিষা পুড়ি।
সরিষা করে চড়্ চড়্
অমুকের পরাণ করে ধড়ফড়।
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।
আমার এই
সরিষা পড়া
অমুককে লাগ্ লাগ্।
আমার এই সরিষা পড়া
যুদি লড়ে
শিবোর আসন
মাটিত্ পড়ে।

১২৪. ধুল পড়া দিয়া সাপ বন্ধ করার মন্ত্র

তলে জমি
উপরে চক

দিলাম থুইল পড়া
ঘিনোর হনো থাক্।
মনসার বরে
পা লড়িচ, না চড়িছ,
ঘিনোর হনো
পড়িয়া রহিছ,।
বেড়ি ছাড়িয়া
চলিয়া যাছ,
ঈশ্বর মহাদেবের
মাথা খাছ।
কার আজ্ঞে
মনসার আজ্ঞে।

১২৫. পান পড়া মন্ত্র

পান পড়া ওলা
খাইলে লাগে জোড়া
গাছে লাগে গাছ
মাছে লাগে মাছ
আমার এই পান পড়া
অমুকীকে লাগ,।
কার আজ্ঞে?
কাউরের কামাক্ষি মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

১২৬. পেট কামড়ানির নুন পড়ার মন্ত্র

নুন্ নুন্ নুন্
পেটে লেগে করে গুণ
পেটোর কামড়োর ভুত
মারিয়া করে খুন।

শ্রীরামচন্দ্রের বরে
অনুমানে নিয়া পালায়
সাত সমুদ্দুরর হ পারে।
নাই নাই নাই
উম্‌কার পেট কামড়ানি নাই
কার আজ্ঞে
কাউরের কামাক্ষি মায়ের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।

১২৭. পেত্নী ছাড়ানোর মন্ত্র

কুল কুল কুল পিচাশী
পেরোত তুই কোন্ দেশী?
পাড়ে ঝাড়ে তোর বসতি
চণ্ডির দোয়াই তোর বিপত্তি।
ছাড় ছাড়
অমুকের অংগ ছাড়
মন্ত্র ফুকিলাম সার
শ্রীরামের আজ্ঞা থাগি
সাগরের পার।

১২৮. পেত্নী ঝাড়ন্
পেত্নী ছাড়ন্
পেত্নীর মুখো ছাই।
মারি বান্
করি টান্
আর রইক্ষা নাই।
দিলাম মন্ত্রর বাড়ি
জলদি যা দেশ ছাড়ি
না আইছ ফিরিয়া—
দোহাই আল্লার

দোহাই নবীর
দিলাম বড়ো কিরিয়া।

১২৯. পিঠার গুঁড়ি (চূর্ণ) নষ্ট করার মন্ত্র

চাউলের গুঁড়ি তুই
ধবলী আকার
তোমার উপরে পড়লে চউখ
লালচ অয় সবার।
লালচি করিয়া তোরে
কই যে বচন
যা তুই চুনের পাক
অইয়া আথোন।
আস্তের বাক্য ইহা
অভুল অইবার নয়
দেখামাত্র আঠাল গলি
বালি অইয়া যায়।
কার আজ্ঞে
কাউরের কামাক্ষির আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
আড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।

১৩০. পিঠার গুঁড়ির দোষ কাটনে মন্ত্র

লবকুশ দুই ভাই
রণ আরম্ভিল
বাল্মীকীর মন্ত্র পড়ি
বাণ জন্মাইলো।
বাণে বাণে কাটাকাটি
বাণ বরিষণ
অর্ধচন্দ্র বাণে তার
তখন কাটিল।
আং হ্রীঃ জঃ
হ্রীং ধ্রীং রঃ

কার আজ্ঞে
কাউরের কামাক্ষীর আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
আড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

১৩১. ফিক বেমার ঝাড়ার মন্ত্র

আল্লার তীর
ঢাল তলোয়ার নবীজীর
শইল্লে বেমার যার
হক্‌কল কর্‌বায় পার।
আল্লার দোহাই পড়ে
অখোম্‌ যাইবায় ছাড়ে।

১৩২. ফিক বেদনা নাশের মন্ত্র

ওপার তনে আইলো বুড়ি
মাথাত্‌ তার হরোর ঝুড়ি
কিসের অর
কুসর সুন্দর।
হাই মাউগ পায় পর
অমুকের ফিক্‌ লেউটে পর
কার আজ্ঞে
কাউরের কামাক্ষি মায়ের আজ্ঞে।
জয় জয় করে
উংকার ছাড়ে
পাড়োর চুড়া
ভাংগিলেক ঝড়ে।
অগ্নিবাণ সরবাণ
সায়রাং আর
মন্ত্রের চাবে সর
ছাড়ে হু হুংকার।

পুছিয়া পালাইলাম
উমাকার বেদনার ছিল
নাই নাই বিষ বেদনা
অইয়া গেল জল।
কার আজ্ঞে
কাউরের কামাক্ষি মায়ের আজ্ঞে।

১৩৩. বশীকরণ মন্ত্র

কাল কাল তেলের পাটি
মিটি মিটি জলে
দিলে মুখে সেই তেল
রত্ন সম জলে।
হরদিত্ রাম
তুমি কোথায় আছহ
তোমার কথার বীজ
হেথায় থোয়।
হরদিত্ রাম বলে
ভয় কিবা তোমা
পৃথিবীর মধ্যে
কেবা ছাড়ে আমা
অমুকের কুজ্ঞানে দেনাড়ে
রাঢ়ে কালিকা।
তেলপট্টি দিলে
অমুকের মুখে
বশ্যমান হয় সে
চিরকাল থাকে।
কার আজ্ঞে?
হরদিত্ রামের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞে।

আমার এই মন্ত্র
যদি লড়ে
তবে ঝোড়ে লারনাকে।

১৩৪. খাং খাং খাংগার কংগারুক।
ফুটুক ফাড়ুক আম্‌কো ওরে মরুক॥
জাহাংগীর সরু স্থচ আদি রস।
তেরা মুখ দিয়ে করে কেত্‌না কস॥
হিতাকে আইয়ে কইয়ে তেরা।
হিরো ভাটি চালিয়ে ভোরা॥
তেমেরা চামেরা তু মোর।
হরদিত হরদিত কালিজা হইলে।
হিতাকে দরদ তথাইলে।
জঃ সয়ম জঃ সয়ম তু কুথাকে।
মরদ কা হিকমত রহ কুথাকে॥
তেনারি মোর সেইয়া।
আও জলদি ভেইয়া।
আমকো সরম যুদি উঃ নাই করে।
তবে উস্‌ বেশুসকা পরি পড়ে
কাঁউরে মায়ের আজ্ঞা যদি হয়।
তব ত ল হামারি কালিজা পরি রয়।
কার আজ্ঞে?
ঝেটুসিং কো আজ্ঞা।
কার আজ্ঞা
খোন্দকার কি আজ্ঞা?

১৩৫. ধূল ধূল ধূলের রানী।
মনমোহিনী মনোহর শুন মোর বাণী।
হাতেতে তুলিয়া ধূলা
নিলাম তিন আংগুলে করে
পড়িলাম যতনে তাহা
মহাদেবের বরে।

আমার এই ধূলা নিলাম
উমকার অংগে
হেনজন হেটে যায়
অতি রংগে ভংগে।
তাহার মন কাইড়ে
এ ধূলা আনিবে
আমার বশ্যতা সে
সইকার করিবে।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

১৩৬. যায়ন্তি ঘোরন্তি আয়ন্তি রাই
ধসে করবো তোমার ঠাই
খিদমত রাম না আসে হিথাকে
গেল বলে সে কুথাকে—
খাওয়াইয়া পুরাইয়া এতো করিনু বড়
কিসের তরেতে সে এত হল দঢ়
হরদত রামের আজ্ঞা অন্য কিছু নয়।
পেছু ফিরিতে সে আমার প্রতি চায়।
আমা হেরিলে সে কাঁদিতে থাকিবে।
জগত জনার কাছে দুক্ষ সে করিবে।
ফেল্ ফর্‌টি. ফেল ফর্‌টি
তুমি বড় দড়
আমি ছাড়ি তুমি কেনে
হও অতো বড়।
আমা প্রতি চাহি তুমি
যদি না চাহিবে
বড়হি দুক্ষেতে তুমি
নিশ্চিত থাকিবে।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে?

আমার এই মন্ত্র যদি
অমুকে না লাগে
ঈশ্বর মহাদেবের পঞ্চমুণ্ডের
বাম পদে ঠেকে।

১৩৭. বাধক শক্তির চিনি পড়ার মন্ত্র

সুচাল জানম
চিনি জানম্
আগু মাথট জানম
চিনি তোর জাতি
কালির বলে তোর উৎপত্তি
চিনি পড়া অমুকের
অংগে যা
বাধক না নাশিস্
চণ্ডির মাথা খা।

১৩৮. বালি পড়া মন্ত্র

জয় জয় করিয়া হুংকার ছাড়ে
পা-ড় পর্বত ভাংগিয়া পড়ে।
অগ্নিবাণ সাফবাণ সায় রথ আর
বালির পর্ তাপে সব ছাড়ে হু হুংকার।
মুষ্টি করিয়া বালি ফেলি দিলাম
অমুকের বুকে
বাপ্ বাপ্ বলি পালাউক
যেনো না থাকে।
হ্রিং ধ্রিঃ রঃ ধূ ধূ স্বাহা
বাণ ফিরিলে কামাক্ষির দোহা।
আকাশ পাতাল উত্তর দক্ষিণ বন্ধন
কোন্খানে ভূত না জানি কখন।
অমুকের তনে যদি
করিয়াছ ভর

আপনার ভালা চাইলে
জলদি করি হয়।
যা ভূত যা
জলদি করি যা
এ বাণ অক্ষয়
দোহাই রালক্ষার অয়।

১৩৯. বিছার বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

শোন রে বিছার বিষ
কই আমি তোরে
বিছমিল্লা আল্লার নাম
দোহাই লাগে তোরে।
বিছার বিষ বিছার বিষ
লামিয়া নাই নাই
না নোবিবে যুদি
অল্লার দোহাই।

১৪০. অকালে মথন মথিলে বাপা
মল্লিকা সাগর
মথনে উঠিল বিষ
একান অনল।
বিষ খাইয়া ঢলি পড়ে
ত্রিদিবের নাথ
বাপ কোলে লইয়া কান্দে
দেবী মাথায় দিয়ে হাত।
চট্ করে নাম রে বিষ
ডাকে মহাশয়
এতেক দিরং করো
ধইর্জে না সয়।
কালহরি কিষ্টের
মাথায় চাচর চুল

হাসিতে খেলিতে গেলো
কালিদহের কুল।
সেই খানেতে আছে
কেলি কদমের গাছ
চূড়ারশী রাখি কিষ্ট
কদমের পাশ্।
কদম্বের পাশে থইয়া
দহে দিল ঝাপ
বিষাদ বিষাদ মনে
ভাবিমস্ত স্তাপ।
যশোদা রোহিণী বলে
বাছা কোথা গেল
কিষ্ট স্মরণে বিষ
ঘা মুখে মইলো।

১৪১. বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

যখন জন্মিল কৃষ্ণ
গোকুল নগরে
বাশরী রাখিতে গেলা
কালিদহের তীরে।
সেই ত কালিন্দি
জগজনে জানি
তাহে বীর দাপ করে
কাপ দিলেন বক্রপানি।
নীচে কালি
উপরে শ্রী গদাধর
কৃষ্ণকে স্মরণ দিতে
বিষ অন্ন জল।
ঘা মুখে আয়রে বিষ
ঘা মুখে ঝড়
শ্রীকৃষ্ণ দোহাই তোরে
মোর দৃষ্টে মর।

কার আজ্ঞে
গুরু গোবিন্দের আজ্ঞে।

১৪২. যখন জন্মিল নাগ
গকুল নগরে
অজগর রূপে ছিলো
কানন ভিতরে
ধেনু সংগে করি রংগে
কিষ্ণ বলরাম
বলেক সংহতি করি
করিছে পরাণ।
মুখ প্রসন্ন করি
গিয়েছিল হরি
আহিরি বালক কান্দে
ফুকারি ফুকারি।
আহা মরি প্রাণ কিষ্ণ
গেলে কোথা কারে
কি লইয়া যাই মোরা
গকুল নগরে।
নন্দ যশোদারে গিয়ে
কি কইমু বাণী
তোমার ছাবাল কিষ্ণ
গিলিছে নাগিনী।
একার রোদনে কিষ্ণ
দয়া উপজিল
কালিরে বিদীর্ণ করি
বাহির হইল।
আয়ান তনয়েরে বিষে
কারি না করিলো
অজগরের পেট চিরি
কিষ্ণ বাহিরিলো।

হরির স্মরণে বিষ
যায় রসাতল
তনে ছিলো যত বিষ
অইয়া গেলো জল।

ছিদাম আসিয়া বলে
যশমতি মাতা
আজিকার দুক্ষ শুনো
কাননেরী কথা।

কালিদহের ধানে মোরা
লইয়া গেলাম ধেনু
নাগের দংশনে তথা
মারিছিলো কানু।

দাদা বলরাম মাগো
কিবা মন্ত্র জানে
কালকুট বিষ দাদা
লামায় মন্ত্রের টানে।

১৪৩. **ভূতের আছরের পানি পড়া মন্ত্র**

বিছমিল্লা বলিয়া মুখে
তুলিয়া লইলাম বাণ
বড় বড় দেবতার
নাই সয় টান।

জোরেতে লাগিয়া বাণ
পিষ্ঠে শয়তানের
দেও দৈত্য ভাগে
শব্দে হুংকারের।

একে পড়ে পানি
আল্লাহু আহাদ
দ্বিতীয়ে পড়ে পানি
দ্বিতীয়ার বাদ।

তিনে পড়ে পানি
পয়গাম্বর পীর
চারমে পড়ে পানি
চাইর ইয়ার নবীর।
পাচে পড়ে পানি
পাক পাঞ্জতন
ছয়ে পড়ে পড়ে পানি
পীর সোনার্ তন।
সাতে পড়ে পানি
সাত আছমান
আটে পড়ে পানি
আট বেস্তের বাগান
এই মন্ত্রে পানি পড়া
যুদি লড়ে
আল্লার আরশ ভাংগিয়া
ভূমিতে পড়ে।

১৪৪. মাথার বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

আল্লা হক
আল্লা পাক্
আল্লা কাদির গনি
আল্লার নিজ নামে
মাথার বিষ
অই যা পানি
হক্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
ফুকলমা মন্ত্র ছুঃ।

১৪৫. এলাহি গফ্ফার
করিম ছ্ত্তার্।
আমাশা বিমারী কর ছারখার
দোহাই তোমার
আরজ আমার।

করিবে কবুল
আল্লাহু রব বুল
হক্ লা-ইলাহা ইল্লালাহু
মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্।

১৪৬. দোহাই দোহাই পড়ে
এলাহি কাদির
আর দোয়াই দেই
মস্তফা নবীর
মাথার বিষ অমুকের
অখোন ছাড়িয়া যা
যেবায় তো আইচছ,
অবায় দিয়া যা।

১৪৭. যত সব বান্দর
আর উলুমান
গালে আয় দিয়া চিন্তে
ধিক্ করি এখন।
সকলে মিলিয়া ভবে
সুগ্রীবেরে কয়
এখন কিক্ করি উপায়
কও মহাশয়?
সুগ্রীব জিজ্ঞাসে তবে
জাম্বুমান থানে
পরপারে কিসে যাই
কহ না এখনে।
সেই কালে জাম্বুমানের
মাথা ধরিছিল
জাম্বুমান সেই কথা
সুগ্রীবে কহিল।

সুগ্রীব রামের কাছে
করিল গমন
জাম্বুমানের অসুখ করি
বুলিলা বচন।
সুগ্রীব বচনে রাম
তথায় আসিল
জাম্বুমানের মাথাধরা
দূর করি দিল।
কার আজ্ঞে
কাঁউরের কামাক্ষির আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
আড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।

১৪৮. 'মেথি' পড়া

আবিসি আদি
অখণ্ড অপার
কার সাধ্য হয় বল
তার আণ্ড সার।
হাজার সালাম করি
জুম্মা সাইররের পায়
তাহার আজ্ঞায়
অমুকের ভূত যায়।
কার আজ্ঞে
জুম্মা সাইয়ের আজ্ঞে
অমুকের কান্দের ভূত,
জলদি যা জলদি যা।

১৪৯. রক্ত আমাশয় রোগের পানি পড়া

লউ কামড়ি লউ কামড়ি
তোরে আমি জানি
তোর কামড়ে থির
থাকে না কেউর প্রাণী।

এরে দেখি নরসিংহ
গুরু চলি যায়।
ক্ষীর নদী সায়র তনে
পানি লইয়া আয়।
হেই পানি পড়ি আমি
নরসিংহ বরে
লউ কাম্‌ড়ি বেমার
যায় তার বরে।
আরে পিত্ত পিত্ত
সায়রের পানি
অমুকের নাশ অউক
লউয়ের কামড়ানি।
কার আজ্ঞে?
কামরূপ কামাক্ষির আজ্ঞে।

১৫০. শয্যামুত্র দোষ দূর হইবার মন্ত্র

মন্ত্র মন্ত্র মহামন্ত্র
নাম জপং সার,
হর্ খোকা ছে
মুঝকো বাচা আর।
রহমান গফ্‌ফার
আলী করমুল্লাহ্
জো হায় খোদা কা শের।
উনকি বরকত
তেরি কুদরত্
আয় রহমান
আয় ছ্‌লতান্
হক লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ্
মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।

১৫১. শায়িত অবস্থায় সাপে কাটিলে ঝাড়ার মন্ত্র

সুখ্ দুখ্ লইয়া
করিছে শয়ন

পরমাই থাকতে নলের
জিয়নে মরণ।
পরাণ পুরুষ ধড়ে নাই
পরাণ মাত্র আছে.
কোন্ লাজে দেবীর নাগ
আসেন এর কাছে।
কি দোষে কাটে নাগে
কেউ নাহি জানি,
দেবীর কিরপায় নাগ
তোর বিষ নাই।
মনসা দেবীর বর
বিষ নাই নাই ···।

১৫২. সরিষা পড়ার মন্ত্র

এক মুইঠ সরিষা রে
দুই মুইঠ্ রাই,
চল রে সরিষা
কাঁউরের বুড়ী সেই
সরিষা পড়িলো,
নরসিংহ গুরুর হাতে
জলিতে লাগিলো।
মন্ত্রের তাপ গিয়া
লাগে ভূতের গায়
আগ্ বাড়ি ভূত পেরোত্
দূরে পালায়।
হেই সরিষা ফিরি গুরু
রামচন্দ্রে দিলো,
আনন্দিত অইয়া রাম
ঝাড়িতে লাগিলো।
অমুকোর তন তনে
ভূত হরিয়া যা

না অইলে রাম লক্ষণ
দিবো বাণের ঘা।
কার আজ্ঞে?
রাম লক্ষণের আজ্ঞে।

১৫৩· সাপের বিষ নাশের মন্ত্র

মাথায় বোঝা
কোমরে দা,
তুই খাইলু দাড়ে
মুই পুছিলাম পায়
কার আজ্ঞায়
মা মনসার আজ্ঞায়।
কালি কুলাল্লল কুলল্লিল লাল
প্রথম আষাঢ়ে জন্ম যার।
তাহে কৃষ্ণ হলো কি
যে খাইলো সে মরিলো।
বিষের নাম চাই
হাত বুলাইলে বিষ নাই।
নাই বিষ নাই
মনসার আজ্ঞায় নাই।

১৫৪· সিন্দুর আথি সিন্দুর পাতি
কামাখ্যা পর্বতে যার উৎপত্তি।
আমার সিন্দুর পড়া
ভেলওয়ার কষ্‌তো কড়া
অমুকোর কপালে দিলাম ফোটা
অমুক অউক ভকা পাঠা
অর্‌ সিদ্ধি গুরুর পা
কামরূপোর কামাক্ষি মা।
কার আজ্ঞে?
আষির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।

আমার সিন্দুরে পড়া যদি লড়ে
শিবোর জটা ভূমিত, পড়ে।

১৫৫. **সিন্দুর পড়া মন্ত্র**

সিঁদুর সিঁদুর সিঁদুর রাণী
আমার এই সিঁদুর পড়া
অমুকীর কপালে দিলাম ফোটা
অমুকী হয় বোকা
অমুকী হয় বোকা পাটী।
আমার এই সিঁদুর পড়া যদি লংঘে
ঈশ্বর মহাদেব পঞ্চমুণ্ডের
বাম পদে ঠেকে।

১৫৬. **সুখ প্রসবের জল পড়া মন্ত্র**

চণ্ডিকা দেবী বসি
স্বরগো উপরে
অলকার জল লইয়া
আনন্দেতে পড়ে।
দেবীর মন্ত্র ইহা
অন্য কিছু নয়
সবটুকু জল যেনো
অমরিতো অয়।
তা' লইয়া পাঠাইয়া
পির্থিবিতে দিলো
যতসব মুণি ঋষি
গরোন করিলো।
সেই জল কিছু লয়
গুরু নরসিংহ
মন্ত্র পড়ি প্রসূতিরে
দেন দেবো তেহ।
আমিও গুরুর শিষ্য
অন্য কিছু নয়

এই জল পড়ায়
অন্য কিছু নয়।

১৫৭. হরেক রকম নজর দোষ নষ্ট হইবার মন্ত্র

জলসার জলসার
মহা জলসার
আল্লা ও নবীর
করি সোরসার।
মারি হাক
করি ফাক
আফত্ আর বালা
জলদি ছাড়ি পালা।
দোহাই আল্লাজীর
দোহাই নবীজির।

১৫৮. হলুদ পড়া

দুইখান হলুদ আমি
লইলাম হাতে
কোন ভূতের টান
না সহিবে তাতে।
ব্রহ্মার অছ্রো ইহা
অন্য কিছু নয়
হলুদ দখিয়া আমি
লইলাম তয়।
নরসিংহের বরে
দুইখান হাতেতে ধরি
ধরিলাম ভূতালার
নাকের উপরি।
আং রিং জঃ
জয় চামুণ্ডে
অমুকের ভূত বিনাশন।

আং ক্লিং ফট স্বাহা
যা ভূত তুই ছাড়ি যা
রোগীর গায়ে
আর দিছ, না ঘা।
কার আজ্ঞে?
শ্রীরাম চন্দ্রের আজ্ঞে।
যা যা যা
শীঘ্র যা শীঘ্র যা।

ফরিদপুর

ফরিদপুর থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক মোল্লা। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম রাজপাট, ডাকঘর রাজপাট, জিলা ফরিদপুর।

১৫৯. আদা ও নুন পড়া মন্ত্র

ছোঠ ছোঠ আদা গুণী
বড় বিষ আম
কালকে বাপের গলায়
তুলিয়া দিলাম কাঁন।
আদা নুন পড়ে দিলাম
জগত রানি।
আদা নুন পড়ায় অমুকের
অংগের বিষ
হয়ে যাবে পানি।
কার আজ্ঞা?
ঈশ্বর কালী মহাদেবের আজ্ঞা॥

১৬০. কাইজায় জয় করার মন্ত্র

হো হোংকার
খাটো কাপড়
কইসা আগা
জল বান্দিস, স্থল বান্দিস্।
আগে বান্দি শীব সাক্ষ্যি
পাছে বান্দি গুরু।
বটগাছ কাটিয়া আমার
কায়া করলাম স্থির।
বাঘ ভালুকের চোপা বানলাম
সাপের বানলাম জিপ।
আদু কান্দে মইধ্যে কান্দে জুনীর পা॥
চড় চাপড়ের লাঠির ঘা
না লাগে আমার গায়ে।
তীর গুলি বানলাম আমি
কুজ্ঞান রাশির কাফ্
ফের কাফ কালো জাম

কোলের লেদা না লাগে আমার গায়
ঝড়িয়া ঝড়িয়া পড়ে মা ফতেমার গায়।
ওমা তুমি নামিয়া দেও বর
বর দিয়া যদি মা, ফিরিয়া না চাও
দোহাই তোমার হাসেন হোসেন
দুই পুতের মাথা খাও।
দোহাই তোমার পদের।।

১৬১. কাউল্লার বিষ নামান

অষ্টমী, পবনী, ব্রহ্ম ডানে
তাতে জন্মিল কাউল্ল্যার জ্বালা[১]
গাঙের জালী কোনখানে থুলিতো[২]
বিষের থুলি।
আকোস্ত খাদে পারস ডিম
ডিম পাড়িয়া না করিলি রাও,
জংগোলোর নোমায় ফুটিয়া ছাও।
রাম লক্ষণ দুই কাটা
সুর্য্যমণি একটা ফুলের কেয়ারী
অমুকের অঙ্গের বিষ
হইয়া যা রে পানি।।

১৬২. গাইটালী বিষ ঝাড়া

পাতালে আছে পাতালপুরী
তাছে গোখ্য নাথ।
বাসুকি ঢলিয়া পড়ে
চলে মোর হাত।
করাত করাত মহা করাত
আইতে কাটম।
যাইতে কাটম যার যত
কুজ্ঞান কাটম।

১ মেয়েদের স্তনের ব্যথা। ২ রাখা হইলো।

ডাকিনী, যুগিনী আদি
করে কুজ্ঞান।
চল শীগ্‌গীর চল হাত সেই স্থান।
যা, যা, শীগ্‌গীর যা,
নইলে তোর গুরুদেবের
মাথা খা।
যদি মোর কথায় না যাস্‌
ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাস॥

১৬৩. গরুর ঘন ঘন পায়খানা ঝাড়া মন্ত্র

আনাদিন গুয়োলী মা
হাসিতে খেলিতে
আচ্‌ ক্যানে গুয়োলী মা
বিরসী মন।
কোন্‌ কোন্‌ তিলের সঙ্গে
হয়েছে দরশন॥
ওটা তিলে গোটা তিলে
মূলো গিরি বাটা,
নিমোনে ঝিমোনে রক্তের কোড়া॥
হর বিশ্বের পিঠে মারি চাপড়।
স্বর্গের তে আইল দেবী
মঞ্চে দিয়ে পা,
গরুর গায় হইছে তিলে
কাড়ে নিয়ে খা
গরুড় বলে মহাশয়
মুইতি বিষ খাই।
ধর্মের আদিষ্টে বিষ
ছেলাম বাম পাশে।
মহাদেব দিলেন বসে গা,
চৌষট্টি তিলে ভস্ম হোয়ে যা॥

১৬৪· চোর ধরা মন্ত্র

ধূলা ধূলা ধরার ধূলা
পঞ্চ ভূতের পহেলা[১] খেলা
ধূলায় সাগর ধূলায় নগর
ধূলার গুণে চোরকে ধরো
অমুকের[২] দ্রব্য যে করেছে চুরি
ধূলার গুণে শীগগীরী ধরি
হ্রীং হ্রীং মুঠ[৩] সার
কালীর দোহাই কালীর বর।

১৬৫· ঝাপান মন্ত্র

কালা কানা বিষ
কালা সিন্দুরের ফোটা
হাড়ির ঝি চণ্ডীর বরে
না মানে বাধা।
কানা কাটে কুল কাটে
কাটে কুজ্ঞান।
দেখিয়া কাপিয়া উঠে
সাপের পরাণ।
সাপা থাকে মুঠের তলে
উচু ভরা পেট
দোহাই শীবের আজ্ঞা
মাথা করে হেট।
বাণ কুজ্ঞান সব দূরে চলে যা
নইলে শীবের পাঁচ মাথা
কামড়াইয়া[৪] খা।

১৬৬· ঝাড় মন্ত্র

গাতকা পশ্চিম পোকরের বিষ
তৈহস্ত দুঃহ কমলাকে গায়ে
অমুকের বায় আমার ডানে

১ প্রথম। ২ রোগীর নাম উল্লেখ করিতে হইবে। ৩ মুষ্ঠি। ৪ দংশন করিয়া।

মায়ে মবস্থা ছুট খায়
দোহাই কামরূপ কামাক্ষার আজ্ঞা ।।

১৬৭. ডোর বাঁধা

ডোর ডার পাটের ডোর
শিবের মুখে পাইলাম চোট ।।
হেড় ছাড়িয়া উপরে যাইস,
তোর অষ্টনাগের মাথা খাইস ।
মন চলিতে পবন চলে
হেতু চলে বায়,
হাইটা সাপে কামড় দিল
পুইছা নিলাম পায় ।।

১৬৮. ডোর ডোর পাটের ডোর
সিন্দির মুখে ধরলাম
তোর হেট ছাড়িয়া যদি যাইস
ঈশ্বর কালী মহাদেবের মাথা খাইস ।
দেবী গেলেন শাক্ তুলতে
ফুটে আলো কাটা,
কি সাপে কামড়াইল পায়ে
বিখ্যাইতা বোড়ায় ।
বিক্ষাইত বোড়ার বিষ আড়ে আড়ে ধায়,
ভাইগ্না ভাতারের বিষ ঘার মুখে আয় ।
ঘার মুখে আইস বিষ
করে ঝিমি ঝিমি ।
পদ্মার স্মরণে বিষ হইয়া যাইবে পানি
নীচায় ধল্ ধল্ উপরে আসমান
ঝাড়ি বিষ আল্লাহর ফরমান ।
আহা খোদা আহা নবী
যা ছাইড়া বিষ হইয়া যা পানি ।।

১৬৯. ব্যাথার ঝাড়ন মন্ত্র

ওপার থেকে আসছে বুড়ি
কান্দে তার সরের ঝুড়ি
কোন্ কোন্ সর
সুসর কুসর কু গেটে সর।
অমুকের অঙ্গে যে ব্যথা আছে
লেউটে তার বুকে পড়।
কার আজ্ঞা
মা বাপ ধর্মের আজ্ঞা।
কার আজ্ঞা
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।।

১৭০. বশীকরণ মন্ত্র

ফুল্ ফুলেশ্বরী
এই ফুল পড়ে দিলাম ইছামতীরি।।
ছাড়্ অমুকি ছাড়া।
তোর বাপ ভায়ের মায়া ছাড়্।
ছাড়্ অমুকি ছাড়্।
তোর আরশী পুড়শীর মায়া ছাড়্।
অমুকির মুক দেখে
অমুকির ঘর গেহ বাস কর্।
অমুকরি থুইয়া যদি অন্য মুহি চাস্
দোহাই তোর কালির উৎ
শীব ঠাকুর খাস।

১৭১. বাও বাতাস ঝাড়া

স্নুতা শোন শোকনা কাস্ত
আছে মধু কালীয়া মা
তোমার কানে করলাম আমি
আগামী মুখের ঘা করিলাম পানি।

১৭২· বিষ বান্ধা কাটান

পর্বত পড়্যা, ধল বুড়ির কুড়্যা
কি বিষ রেখেছ অঞ্চলে মইড়্যা।
সাত শত রোগীর পাটরী ভাঙ্গিয়া
ওরে বিষ তুই যেহানে খেললি
সেহানে মলি
কার আজ্ঞা
মনসার আজ্ঞা ।।

১৭৩· ভয় পাওয়ার ঝাড়ার মন্ত্র

রামচক্র সর বাণ
শিবচক্র দিয়ে।
মহাদেব আনলেন বাণ
ছত্রিশ কোটী দিয়ে ।।
কামেখ্যার দেবী হল্
রামচক্র সর বাণ,
অমুকের অঙ্গের আপদ-বিপদ
বাও বাতাস জর জারি
কেটে করে খান্ খান্।
লঙ্কা হইতে আইল বাচা
বীর হনুমান ।।
সঙ্গে লয়ে আইল
রামের হাতের বাণশা।
ধনুকে ভরা দিয়ে রাম
বলেন জয় জয়।
অমুকের অঙ্গের ব্যথা শূল
কেটা করি নিক্ষয় ।।
মহাদেব কালিকা
সত্বরে চলে আয়।
কিঙ্কিনি ঝুনঝুনি
বান্দে রাঙা পায় ।।

আয়রে আয় রাজা
সুভট্ট রায়।
রক্ত কালী রক্ত গৌরী
ভূত পেত্নী দানব দূত।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ
যদি অমুকের অঙ্গে ভর করে থাকিস।।
আমার হাতে হাজির কর।
আমার হাত ছেড়া যদি
অন্য হাতে যাস্।
দোহাই তোর অষ্টরাগ মা কালীর
মহাদেবের মাথা খাস।।

১৭৪. মৌচাক ভাঙার মন্ত্র

গাছ বন্ধ চাক বন্ধ
বন্ধ মাছির মুখ।
মনসা দেবী কন্
মহাদেবের সুখ।।
মহাদেবের কথা রয়।
চাক ছাড়ি মাছি যায়।।
মোর অঙ্গে মোর সাথীর অঙ্গে
যদি করিস ঘা
দোহাই তোর বনবিবির মাথা খাস।।

১৭৫. লোচ্ছ তপ্পন

দর্পনে করিনু ভর
যাহা চোর তাহা ধর।
দার খোল, মুরাত পড়ে ভুয়ে
দেখবি মোরে রইবি[১] মুয়ে।
কার আজ্ঞে
বালক শা ফকিরের আজ্ঞে।

---
১ থাকিবে।

১৭৬. শিঙ্গির বিষ ঢালা

চন্দ্রমুখে খাইল বিষ
সুর্যমুখে পানি
যে মুখে দিল বিষ
সেই মুখে টানি ।।

১৭৭. সরিষা পড়া

বার সরিষা তের ব্রহ্ম
বিষ ও জলে চড়াই আনি
হাত নাড়িস তো হাত বন্ধন
পা নাড়িস তো পা বন্ধন
ঘাড় নারিস তো ঘার বন্ধন
মহাদেবের ললাটে বন্ধন।
আমারে দিমকার করিস
মহাদেব ও শিব দুর্গার মাথা খাইস ।।

১৭৮. সাপ ধরা মন্ত্র

লাগ লাগ খমক্ লাগ,
ধূলার গুণে বাজে ভাগ।
মনসা আসি আটকায় পথ
ধূলা তারে লাগায় চট।
এক পা, দুই পা, তিন পা চারি
ঐ যায় সাপ্প ধীরি ধীরি।
লাগলো ধান্দা, লাগলো বান্ধা।
জড়াইয়া সাপ হলো কাদা।
দাঁত নাড়ে মাথা নাড়ে
যদি বিষ পড়ে
তবে শীবের জটা খসে
পার্বতীর গায়ে পড়ে ।।

১৭৯. সাপের বিষ নামান

অঙ্কুর, ভঙ্কুর, গঙ্কুর,
তারা তিন ভাই

কোন সাপে কামড় দিল
কহ মোর ঠাই।
সাপ্পাম কোটি বোড়ার বিষ
দিল কে ?
দেবী গেল বাপের বাড়ী
পইড়া আলু শাড়ী।
কপালে ধবল ধবল ফোটা,
তাতে জন্মিল শঙ্কের আট বেটা।
বেটার নাম ঝাড়োক খা
রক্তে বিষ লাম ॥

১৮০. উপারে ধোপার ঝি
কাপড় কাচে,
পদ্ম পাতায় বিষ ॥
ধোপার ঝি তুমি আমার শীদ
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলাম
অষ্ট নাগের বিষ ॥

১৮১. ওরে বিষ কানা বিষ
কি কর বসিয়া।
সাত সতীনের মন্ত্রের চোটে[১]
কেনে যাও চলিয়া।
ঘরের বিষ পথের বিষ
পলায় দাপটে[২]
অনন্ত নাগের[৩] বিষ
অনন্তের মণি,
অমুকের অঙ্গের বিষ
করলাম পানি।
কালা কালা ধিং ধিং ফট
কার আজ্ঞা ?
পীর পেগাম্বরের আজ্ঞা ॥

১ জোরে। ২ চীৎকারে। ৩ সর্প।

১৮২. ওরে সাপা তড় বেড়ে
সাতে আইছিস্ উড়ে।
এখনি শীগগীর পালা
নইলি দেবীর মাথা খা
যদি বিষ থাকে
মা চণ্ডির দোহাই লাগে।

১৮৩ গঙ্গা হলে দুর্গা তুমি
বড় লমু।
বিষ খাইয়া মরেছে
ঘরের পেরভু[1]
কান্দে গঙ্গা কান্দে দুর্গা
কান্দে বিষহরি রায়।
বাপের গায়ের বিষ
ঝি ঝাড়েন।
অমুকের অঙ্গের বিষ ফুঁ দিলে নাই।
নাই বিষ নাই অমুকের অঙ্গে।
কার আজ্ঞা?
দেবী মনসার আজ্ঞা॥

১৮৪. গোখ্য নাথ শুন্মে থাকি
কয় নানা কথা।
এ্যাক চাপড়ে[2] মারলাম বিষ
না নাড়ে মাথা।
হর বিষ হর ঈশ্বর
কার আজ্ঞা নাই বিষ
বিষহরির আজ্ঞা॥

১ প্রভু। ২ চড়ে।

১৮৫. ধবলা কমলা বিষ
কত ঘুম যাও।
উঠ রে জাগোরে বিষ
উঠিয়া পালাও।
কানাই কান্দে কোণে বসি
ভাবিয়া অস্থির।
নেতো ধোপানী বলে বিষ
তুমি কিবা বীর।
সাত নেঙ্গুড়ের তামাক পড়া
দেখ একবার।
পেরাণ[১] লয়ে তোমার বাঁচা ভার।
আয় তামাক সমুদ্রের পার হতে
এ্যাক ফুঁয়ে[২] উড়াই বিষ দেখিতে দেখিতে।
এ কথা যদি কভু মিথ্যা হয়
শীবের জটা ছিড়িয়া পড়ে মহাদেবীর পায়ে॥

১৮৬. পদ্মাবতী বলে বিশ্বকর্মা
গিয়েছিলে কোথায়,
হাতে তোমার লোহার কর্ণিক
অস্ত্র মাথায়।
বিশ্বকর্মা বলে তুমি
কে আলে সনমুখি।
মাথায় তোমার চিকচিকে চুল
ঝিলিক মারে গা।
ফুটেছে রসের কলি
যাচ্ছ কোথায় একলা।
কি নাম কোথায় ঘর
বলো চন্দ্রমুখী,
এই বসন্তের কালে তোমার
খাড়া চুচি বুকি।

১ প্রাণ। ২ ফুল দিয়ে।

না চিনে আমায় তুমি
বল্লে কটু কথা।
দুঃখেতে দূরে থাক
মনে লাগে ব্যথা॥
পরিচয় চাও তুমি
দেব ছুতর সতী,
মহাদেবের কন্যা আমি
নামে পদ্মাবতী॥
নাসিকাতে সর্প ওঠে
খ্যালা করে রাতি।
ত্রাসেতে আকুল হইয়ে
ছেড়ে গ্যাছে পতি॥
কেনো অপরাদ নাই তোর
নাগের মুখে ফণি,
কোন্ কাব্যে গিয়েছিলে
তাই বলো শুনি॥
বিশ্বকর্মা বলে মা গো
না ভাড়াব তোমারে।
বাসর নির্মাণ করতে গ্যালাম
চাম্পাই নগরে॥
বাধিলাম লোহার বাসর
সাতালী পর্বতে।
মাগ, ভাতারের রঙ্গরস
হবে সেখানেতে॥
শুনিয়া পদ্মাবতী
কুপিতো অন্তরে।
ক্যামোন সে বিশ্বকর্মা
দেখিব তোমারে॥
যে বিপাদ ছিল আমার
চান্ বেণের সাথে,
তাহার চেয়ে ভীষণ বিপাদ
হোল তোমার সাথে॥

বেউলা সতী বিয়ার রাতি
হারাইবে পতি।
কাল সাপে খাবে তারে
ইমবা রাতি ॥
ছয় পুত্র চান বেণের
সর্পাঘাতে মরে,
ক্রোধেতে প্রবল হোয়ে
আমার নয়কো পোজে ॥
বিশ্বকর্মা বলে মা গো
বলি তোমার ঠাই।
কোন কাজ করতে মা গো
আমি রক্ষা পাই ॥
এই কাজ করি মা গো
ব্যবসা আমার।
ক্যামনে জানিব মা গো
বিপাদ তোমার ॥
পদ্মাবতী বলে বিশ্বকর্মা
না করিও গোসা।
বাসর কাটিয়ে এ্যাখোন
করে গ্যাও গে ফাসা ॥
শুনিয়া বিশ্বকর্মা
হাতে নিয়ে আসা,
বাসর কাটিয়ে করব
সুতো প্রেমাণ ফাঁসা ॥
শুনিয়া পদ্মাবতীর মনে
হইল দড়ো বড়ো।
ডাক দিয়া নাগগণ
করিল সব জড়ো ॥
কালি দোহার কালিয়া নাগ
চৌষট্টি ধোড়া,
দুত্‌রাজ ভূতরাজ
আড়ল ব্যাকা বোড়া।

সুতোশঙ্ক বক্করাজ
ছিল মধুর বনে।
কালাতে শামাক ভাঙ্গা
আইল সেখানে॥
তক্ষক গুইসাপ
ওড় কাঙ্কন সাপা।
রেগ ডম্বু বেগমতী
তাগে মাথা রাঙ্গা॥
উই কাঞ্চন ভুই কাঞ্চন
হাওয়া ভরে যায়।
তিলেক মাত্র দেরী না হয়
তাতে যারে খায়॥
কালে কালিন্দি নাগ
তারা আইল সেজে।
নিশ্বাসে আগুন ওঠে
পাথর যায় ফেটে॥
স্বর্ণ গুয়ে উদয় কাল
আর পদ্মরাজ।
আইল পদ্মাবতীর স্তরে
সকল নাগ॥
কি দাকে ঠেকছ মা গো
কহো সত্বরে।
কহিল সকল কথা
সকল নাগের তরে।
কে যাবি রে লখাই দংশিতে
চাম্পাই নগরে।
তিলেক না দেরী কোরে
চলহ সত্বরে॥
শুনিয়া সকল নাগ
করে হায় হায়।
ক্যামনে দংশিব মা গো
দুর্লভ লখার গায়॥

বড় বড় নাগ যত
হেট করে মাথা।
সুতোশঙ্খ উঠে বলে
আমি যাব তথা।
রঙ্গ বিরঙ্গ যাবে
চান বেণের বাড়ী।
ঢোল বাজে কাড়াই বাজে
সানাই বাজে ভেরী॥
বেহুলারে বিয়ে হোলো
লখিন্দরের সাথে।
আনন্দময় চাম্পাই নগর
বরণবাদ্য বাজে॥
বেণের মেইয়ে বরে বরণ
আলোয়ে মাথায় চুল।
দুই কানে ঝিকি মিকি
করে চাপা ফুল॥
হাত কাপে পাও কাপে
কাপে লাল শাড়ী।
হেলে দুলে বরণ বরে
অমেলা কামিনী॥
অবশেষে বরণ বরে
সনেকা সুন্দরী।
ফুলশয্যার ঘরে বেউলা
গ্যালেন হাপনি॥
অনেক নিশি রঙ্গ রস
দুইজনাতে করে।
পদ্মবনে ভেমর য্যামান
ফুলের মধু চোষে॥
বেউলার বুকে দিয়ে হাত
ঘুমে লখিন্দর॥
হ্যামোন সোমা প্রবেশ করলেন
সুতোশঙ্খ নাগ॥

চৌপহরা মোমের বাতি
বাস দীপ্তময়।
বেহুলার আলোয়ে চুল
পড়িল ধূলায়॥
ভাবেন স্মৃতোশঙ্খ
দিসে নাহি পায়।
ক্যামনে দংশিব আমি
দুর্লভ লখার গায়॥
পাশ ফিরে শুতি তার
পাও লাগিল জোরে।
লাগিল হাটুর ছেচা
নাগেরো মস্তকে॥
পাইয়া দারুণ ব্যথা
উঠিল গর্জিয়ে।
দংশিল দুর্লভ লখার
চরণে পড়িয়ে॥
ঘুমের ঘরে কালকুটী বিষ
উঠিল ধাইয়ে।
মা মা বুলিয়ে দুর্লভ
উঠিল কান্দিয়ে॥
কান্দিতে কান্দিতে তার
বাক্য নাহি সরে।
প্রাণান্ত হোল তার
লোহার বাসর ঘরে॥
কতক সোমা জাগিয়া
বেহুলা সুন্দরী।
চেয়ে দ্যাখে কোলে শুয়ে
আছে মরা পতি॥
বেহুলা বলে আমার
কি হোলো দুর্গতি।
বিয়ের রাতে ছেড়ে গ্যালো
মোর প্রাণো পতি॥

আগে যদি জানতাম আমি
তোমায় খাবে সাপে।
শাড়ীর অঞ্চল দিয়ে
ঢেকে রাখতাম তোমাকে ॥
বেহুলা বলে আমি
যদি হই সতী,
নিছয় বাচাপো মা গো
আমার মরা পতি ॥
ছয় মাস ভাসে বেউলা
গাঙুড়ের জলে।
বিষের তে যে ধূমা উঠে
আকাশের্ তে মাগে ॥
পদ্মের পাতায় বিষ ভাসে
করে টলমল।
বিষময় হইয়ে গ্যালো
ক্ষীরদ নদীর জল ॥
বিষের জলে কাপড় কাচে
দেখে লাগে ভয়।
ছয় মাসে মরা পতি ফেলে দিল
নেতো ধোপানীর পায় ॥
কলার ভ্যালা থুয়ে বেউলা
ডাঙ্গায় গিয়ে ওঠে।
নেতো ধোপানী কাপড় কাচে
সুবর্ণের পাটে ॥
করয়োড়ে কহে বেউলা
আমি বল্‌তাছি।
বিয়ের রাতি মলো পতি
উপায় করি কি?
বিনয় করে কহে তখন
মহাদেবের ঝি।
মরা পতির উপায় এখন
আমি বল্‌তাছি ॥

দেবতার কাপড় কাচি
যাব দেবালয়।
দুইজনে ধরব গিয়ে
মহাদেবের পায় ॥
সে কথা শুনিয়া দেবী
রাখিল যতনে।
আপনি চল্লেন বেউলা
দেবলা নগরে ॥
মহাদেব বসে আসে
কেলাস ভুবনে।
নমস্কার হোলো গিয়ে
তাহার চরণে ॥
তোমার কন্যা পদ্মাবতী
পূজার কারণে।
পাঠাইল কাল নাগিনী
আমারি বাসরে॥
কহিতে কহিতে কন্যা
শয্যাগত প্রায়।
ধরিয়া পড়িল কন্যা
মহাদেবের পায়॥
এইখানে বস বেউলা
ক্ষণেকবারি দেরী।
মোর কন্যা পদ্মাবতী
তারে ডেকা আনি॥
বামে ছিল বীর ভদ্রা
তারে ডেকা বলে।
মোর কন্যা পদ্মাবতী
আনো গে সত্বরে॥
চলিল বীর ভদ্রা
রথ শয্যা করে।
উপনীত হোল গিয়ে
পদ্মার গোচরে॥

আইসো আইসো পদ্মাবতী
বিলম্ব না সয়।
তোমায় নিতে হয় প্রভু
পাঠালেন আমায়॥
চলিল পদ্মাবতী
মেঘেরি বরণ।
উপনীত হোল গিয়ে
মহাদেবের চরণ॥
আইসো আইসো পদ্মাবতী
আহ্লাদিতো মেয়ে।
কু-কাচ করিছ ক্যান
চাম্পাই নগরে গিয়ে॥
মোর কন্যা হও যদি
মোর কথা রাখো।
দুর্লভ লখাই বাচাইতে
চাম্পাই নগর চলো॥
পদ্মাবতী বলে পিতা
মোর নাইকো দোষ।
হাপন দোষে মনেকার
শূন্য হইল কোলা।
ছয় পুত্র চান বেণের
সর্পাঘাতে মরে।
ক্রোধেতে প্রবল হয়ে
আমায় নাহি পোজে॥
বেহুলা বলে মা গো
যদি পতি পাই।
তোমারি চরণ পূজিব মা গো
মোরা সাত জা-ই॥
নারদ আর পদ্মাবতী
আর পঞ্চানন।
উপনীত হইল যাইয়া
চাম্পাই নগর॥

শাড়ীর অঞ্চলের বাতাস
দিয়ে লখার গায়।
ছয় মাসের মরা পতি
উঠে কথা কয়॥
কার আজ্ঞা?
কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা।
আমার এই আজ্ঞা যদি নড়ে
মহাদেবের জট ছিঁড়ে ভূমস্তে পড়ে॥

১৮৭ পবনের বেটা সেই বীর হনুমান।
গরুড় প্রকাণ্ড ফড়িং পাখীর সমান।
হনুমান ল্যাজ নাড়ে গরুড় নাড়ে মাথা।
মনসা বুড়ি বলে বিষ আর থাকে কোথা।
বোড়া কেউটা মাঠে থাকে খায় ধানের বিষ।
অমুকের অংগের বিষ করিলাম নিরবিষ[১]
কার আজ্ঞে?
বেহুলার আজ্ঞে।
দোহাই নখিন্দারের,
দোহাই ল্যাজ কাটা মনসার দোহাই
নাই বিষ নাই আর॥

১৮৮. বিষ আলো উলটে[২] পালটে
নেউলের চোটে মরে কেউটে।
গরুর পায়ে করিয়া প্রণাম,
গাইটালী বিষ করি খান খান।
আগে চলে মনসা দেবী
পিছে চলে বিষ।
নাই বিষ অমুকের অঙ্গে
ধিকি ধিকি মনসা নাচিছে রংগে।
কার আজ্ঞা?
দেবী মনসার আজ্ঞা॥

১ বিষহীন। ২ উল্টে।

১৮৯. লাঠি লাঠি কোন 'গু' খাওয়ার বেটা
তোরে করলো গাটরি গাইট ভাংলাম
গাটুরী ভাংলাম লোহার চুর
সাত শত কুম্ভ কাটে
বিষ যার মুখে আয়
পদ্মার স্মরণে বিষ হইয়া যা পানি ।।
আষাঢ় ও মাসে মেঘ বর্ষে
করে নিমি ঝিমি
নৌকার ভার খাইয়া ভরে পানি।
পানি করি সার।
উঠিয়া রোগী বলে বিষ নাইক আর।
ফল রাঙ্গা, ফুল রাঙ্গা,
রাঙ্গা তার পাতা
চো সাপের বিষ মরে
শুনিয়া গোসাইর আদির কথা।
কার আজ্ঞা ?
ঈশ্বর কালী মহাদেবের আজ্ঞা ।।

১৯০. সাপারে সাপা,
তোর মাথায় কেন ফুল ?
কোথায় বাস্ কোথায় খাস্
কে তা জানে কুল।
এটে কাট গেটে কাট
যেন্নার কাট গলা।
অমুকের অঙ্গের বিষ
খায় তুড়িসার পড়া।
এ কথা যদি কভু নড়ে চড়ে,
শীবের জটা খইসে[১]
পার্বতীর গায়ে পড়ে।
কার আজ্ঞা ?
সিদ্ধি গুরুর শ্রীরামের আজ্ঞা ।।

১ খসিয়া। [মন্ত্র পাঠ করবার সময় যেখানে 'অমুক' কথা উল্লেখ আছে সেখানে রোগীর নাম উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করতে হবে।]

১৯১. সাক্ষী শোনেন সাপনীরে
গোকুলেরি কথা,
দ্বাদশ অবতারে কিষ্ণোর
জন্ম হইল কোথা ?
জন্ম হইল মধুপুরি
দেবকীর উদরে।
বাসুদেব থুইলেন গিয়ে
অনন্ত নগরে ।।
অনন্ত নগরে কিষ্ণো
গোসাই মুনীগণ।
বেনুবাশী হাতে নিয়ে
যান বিন্দাবন ।।
বিন্দাবনে গ্যালেন ঠাকুর
রাখালেরি ম্যালে।
গরুর পাল লইয়ে কিষ্ণো
হাপনিই চলে ।।
সকলে রাখালে মিলি
বলে হরি হরি।
পুষ্প দেখে ঝাপ দিলেন
মুকন্দ মুরারী ।।
এ্যাক নাগে ধরে কিষ্ণো
গিরী মুখে চায়।
আরাক নাগে ধরে কিষ্ণো
পাতালে নিয়ে যায় ।।
গুড়ুল হ্যানো মহাবীর
পাখে বড় বল।
পাখসাটে তুলে ফ্যালে
কালিদার জল ।।
হ্যাটরে কালিদা আর
উপরে শ্রীহরি।
কিষ্ণো স্মরণে বিষ
ঘা মুখে মারি ।।

নেই বিষ বিষোহরির আজ্ঞা।
এই আজ্ঞা যদি নড়ে,
মহাদেবের জট ছিড়ে
স্থানে স্থানে পড়ে ॥

১৯২. হাত চালান মন্ত্র

হাত চালাম[1] মাত চালাম
চালাম বিশ্ব ভুঁই।
তুই হাতে ভুই পাতি
করি বিল তুই।
চণ্ডীর পোলার এই ধরম[2]
চল হাত যাহা চোরা চালাম।
ধরি হাত তাইত পাতি
যা চলিয়া যেতায় পাতি
করি হুকুম মাতা সীতে
ছেদিমার আদেশে
শীগ্গীর চল, শীগ্গীর চল।

১৯৩. হাড় মচকার ঝাড়া বা মন্ত্র

হাড় ভাঙ্গে মড় মড়ায়ে
কচা ভাঙ্গে কচকচায়ে।
ও পারে নারান তেলী,
তেল আনো ব্যথা ঝাড়ি ॥
নারান তেলী তেল দেছে
সেই তেলে ব্যথা গেছে।
কার আজ্ঞে?
কামরূপ কামাখ্যের আজ্ঞে।

১ চালনা করা। ২ ধর্ম।

কুমিল্লা

কুমিল্লা থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ মোর্তজা আলী। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ইলিয়াস-পুর, ডাকঘর ভুবনঘর, জিলা কুমিল্লা।

১৯৪· টেংরা মাছের বিষ ঝাড়ন মন্ত্র

টেংরা টেংরা
তুই বড় বেহায়া।
কাঁটা কেনে ফোটালো?
বিষ কেনে ঢাল্‌লু?
সাজা যদি না চাও
এলায় বিষ তুলে নাও।
যদি না যাস ছাড়িয়া
তহে টেংরা হারিয়া।
মচ্‌ মচ্‌ কচ্‌ কচ্‌ করিয়া,
খাইম তোরে ভাজিয়া।
যা বিষ ছাড়িয়া॥

১৯৫· তেল পড়ার দ্বারা ভূত তাগান

জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল
উঠল বেজায় রোল।
রাম রাম শ্রীরাম শ্রীরাম
লাগলো গণ্ডোগোল।
উপর থেকে ভূতিনী হাঁকে
সে যে ভূতের বাড়ী,
তেল পড়াতে অন্ধ হলো
দিচ্ছে গড়াগড়ি।
পাকে পাকে পিছলে যায়
যোগিনী মা গর্জে,
কালী মাতার বরে
সুর পতির বজ্র তুর্জে॥

১৯৬· দুষ্ট স্বামীকে বশীভূতকরণ

সিন্দুর সিন্দুর
চিনা সিন্দুর
কামরূপ কামাখ্যায়
তোমার বসতি।

আমার এই সিন্দুর পড়া
অমুকীর কপালে লাগাই ফোটা।
অমুকী হয় বোকা পাঁঠা।
আমার এই সিন্দুর পড়া
যদি লঙ্ঘন হয়
মহাশ্বরের জটা খসি
উমা পদে পড়য়।
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে
আমার এই সিন্দুর পড়া
অমুকীকে শীঘ্র লাগ॥

১৯৭. ধুল পড়া মন্ত্র

ধূল ধূল ধূলের রাণী
ওগো মনচোরা শুন মোর বাণী।
ঘাটার ধূলা তুলে নিনু তিন আঙ্গুলে করে,
আশা করে পড়িনু তাহা মহামায়ার বরে।
এই ধূলা পড়া দিনু ছিটে অমুকীর অঙ্গে,
হাটে যায় মাঠে যায় যেজন রঙ্গে-ভঙ্গে।
কাড়িয়া তাহার মন নিয়ে আয় ত্বরা,
চণ্ডীর হুকুমে এই দিলাম ধূলা পড়া।
শীঘ্র লাগ, শীঘ্র লাগ,
শীঘ্র লাগ॥

১৯৮. বশীকরণ মন্ত্র

সুরমা সুরমা তুমি শোন
মেরা বাত
অমুকীকে দর্শন দিয়ে
আনো মেরা সাথ।
পীর মুহম্মদ কা
আজ্ঞা কাহিনী তোরে,
পয়শান না হলে মশান নড়ে।
মেরা এই সুরমা পড়া লাগে নাহি যদি
মুহম্মদ পীরের আজ্ঞা রইল তোমা পরি।

যশোর

যশোর থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক বাবু চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম গোলাবাড়ীয়া, ডাকঘর বেদগ্রাম, জিলা ফরিদপুর।

১৯৯. ঘা মুখে বিষ আনা

আফুলা কলা গাছটি
বালি ঝুর ঝুর করে,
দেবীর কিরণে বিষ
ঘা মুখে নড়ে।
কোথায় আছিস বিষ
ওরে মনসার দোহাই,
গরুড়ের আজ্ঞা যাহা
কহিতেছে তাহাই।
কাপিস নে ওরে বিষ
শীঘ্র নেমে আয়,
শিব ঠাকুর ডাকে তোরে
আর মনসা যায়।
কার আজ্ঞে?
মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২০০. জল দর্পণ

দ্বিতীয় মন্থনে সমুদ্রে বিষ যে উঠিল,
হেরি তাহা দেব দৈত্য ভাবিতে লাগিল।
দেবগণ বলে শিব কি হবে উপায়,
বাঁচিব কিরূপে মোরা বল গো সবায়।
এতেক বচন শুনি দেব মহেশ্বর,
কাতর হইয়া কহেন হরি রক্ষা কর।
স্মরণ মাত্রেতে হরি উপস্থিত হন,
শিবে চাহি মিষ্ট বাক্যে দেব তবে কন্।
স্থাপন কণ্ঠেতে তুমি ধর এই বিষ,
তবে তো সমুদ্র জল হইবে নির্বিষ।
হরি বাক্য শুনি হর বিষ খেয়ে লয়,
উদরস্থ হয় না তাহা কণ্ঠোপরি রয়।

এই হইতে নাম তার নীলকণ্ঠ হইল,
হরি হরি বল বিষ জল মধ্যে এলো।

২০১. তাগা বন্ধন

ধূলিয়া ধূলিয়া তুমি
উড়িয়া ব্যাড়াও,
আমাকে দেখিয়া তুমি
সন্মুখে দাঁড়াও।
মনসার বরে বিষ
না হাঁট উপরে,
বিষোহরি দিব্য আমি
করিতেছি তোরে।
আয় বিষ আয় ঘা-মুখে আয়।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২০২ তেল পড়ার মন্ত্র

প্রদীপে রহিলা তৈল
ঝিক ঝিক কোরে,
জ্বলিতেছে অগ্নি দীপটি
মিট মিট কোরে।
জ্বলুক অগ্নির মত
জ্যোতির রূপেতে,
অমুকের স্ত্রীর মন
পড়ুক তাহাতে।
চঞ্চল ছাড়িয়া তার
স্থির হউক মন,
আজকে ভজনা করি
কাটুক জীবন।

কার আজ্ঞে ?

হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

২০৩. পেত্‌নী ছাড়াইবার মন্ত্র

কুল কুল পিশাপী

বলি তোরে সর্বনাশী।

ধরিস তুই কত বল,

ছাড়িস না ক্যানে এই স্থল।

হাপনার মান্য যদি রাখিবারে চাও,

ঝটিতি করিয়া তুমি কৈলাশেতে যাও।

কার আজ্ঞে ?

কামরূপ কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে।

কার আজ্ঞে ?

হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

অমুকের স্কন্দ হোতে শীঘ্র যা শীঘ্র যা।

২০৪. হরি হরি বলি আমি মন করি স্থির,

চাইর ইত্যাদি ফেলে পাথরে আদি বীর।

দু' তিন দানব দানবী দেবীকে খাইবার,

শিশু শিশু কন্যা তারা গলে পরে হার।

রাম লক্ষণ দুই ভাই ধনুক ধরিল,

হেরি তাহা ডাইনী পলাইয়া গ্যালো।

পলাইয়া গ্যালো তবে ডাইনী যুগিনী,

সাত সমুদ্র নদী পারে খায় তারা পানি।

কার আজ্ঞে ?

কামরূপ কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে।

আমার এই আজ্ঞে যদি নড়ে,

শীবের জট ছিড়ে ভূমস্তে পড়ে।

২০৫. বিষ বন্ধন

পাটার উপর নেতা কাপড় যে কাচে।

পদ্মপাতে সেই স্থানে সর্পবিষ নাচে।

নেতা দুই গুরু
মুই তোর শিষ্য।
আচলে বান্ধিলাম অমুকির অঙ্গের
যত কালকূটী বিষ।
বিষ বিষ ওরে বিষ গোখুরা, খোয়ে
তোরে রাখিনু আমি কাপড়ে ঢাকিয়ে।
গরুড় গরুড় তোমার পাহাড়ে যে বাস,
উপরে থাকিয়া তুই নীচে এ্যাকবার চাস।
ওরে বিষ তোরে বান্ধিলাম মনসার বরে,
দুই মাস থাক্‌ তুই আচল ভিতরে।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২০৬. ভুত ছাড়াইবার মন্ত্র (জিরা পড়া)

জিরা, জিরা, মহাজিরা জিরাতো চলে,
জিরার শক্তিতে তবে ফলানি আয়ে।
জিয়েতে রাম টলে,
নহে তো মশান টলে।
হামার এই জিরা পড়ায়
উমকার অঙ্গে ভূত না রহে।
কার আজ্ঞে?
পাণ্ডুয়ার পীরের আজ্ঞে।

২০৭. মথন সার

কালীদাহের কুলে কৃষ্ণ
উপনীত হয়,
রাশী রাখিয়া তটে
জলেতে নাময়।

কেলে সাপ ছিল সেই
জলের মধ্যেতে,
শ্রীকৃষ্ণ হেরিয়া সে
আসিল কাছেতে।
হেরি তারে কৃষ্ণচন্দ্র
বধ যে করিল,
তাহা হইতে সর্বজনের
ভয় যে ঘুচিল।
কৃষ্ণের স্মরণে বিষ
অমুকের অমুকের নাই।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
মহাদেবের আজ্ঞে।

২০৮. ক্রোধেতে মথিল সাগর
দেব মহেশ্বর,
বাসুকির বিষ তাহে
উঠিল বিস্তর।
হেরি তাহা দেবগণ
কান্দিতে লাগিল,
ক্রোধ ত্যাগ কর হরং
মহেশে কহিল।
শান্ত হইয়ে দেব দেব
সাগরেতে চায়,
সর্বজল বিষ তিনি
দেখিবারে পায়।
কি করা উচিত এবে
মহেশ ভাবিল,
অতঃপর তুলি কিছু
কণ্ঠেতে থুইল।

নীলকণ্ঠ হোল তাহে
দেব দেব হরং।
বিষের জ্বালায় পরে
হয়েন অস্থির।
হেরি তাহা যত দেব-ঋষিগণ,
নারদের প্রতি তবে
মিষ্ট বাক্য কন।
করহ নারদ তুমি
গেল কে গমন,
নিমন্ত্রিয়া শ্রীহরিকে
আনহ এখন।
তিনি না আসিলে হেথা
সৃষ্টি লেপ হয়,
দেব দৈত্য আদি সব
বিষে পুড়ে যায়।
দেব ঋষি শুনি তবে
এ্যাতেক বচন,
গোলকেতে ত্বরা করি
করিল গমন।
সকাল কহেন তিনি
শ্রীহরির পাশে,
শুনি শীঘ্র করি
গোলকপতি আসে।
হেরিয়া দুর্গতি সবার
চিন্তিত হইল,
কত পরে তা সবারে
আশ্বাস যে দিল।
দেবগণে আশ্বাসিয়া
মহেশ্বর কন্,
নীলকণ্ঠ নাম তব
হইল এখন।

বিষ্ণু তেজ প্রকাশিয়া
দেব দেব হরি,
সাগরের সকল বিষ
লইলেন হরি।
হরির স্মরণে বিষ
হইল যে ভস্,
এখনও দেখহ গরুড়ের দাতে কষ্।
নাই বিষ অমুকের অঙ্গে আর নাই।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২০৯. চামরের সমচুল কৃষ্ণের মাথায়,
হাসিতে খেলিতে তেহ কালিদহে যায়।
সেখানেতে আছে এ্যাক কদম্বের গাছ,
তাহারে বেড়িয়া আরো আছে চারি গাছ।
তথায় বাঁশরী রাখি মদনমোহন,
কালিদহে কেলি হেতু পড়েন তখন।
কেলে সর্প তাহে এ্যাক পড়িয়া আছিল,
অকস্মাৎ জল নড়ায় তাড়িয়া যে এলো।
হাসি মুখে কৃষ্ণচন্দ্র মাথায় তার চড়ে;
কেলে সর্পের বিষ যত ঝরিয়া যে পড়ে।
নাই বিষ অমুকের অঙ্গে আর নাই
কার আজ্ঞে?
মা মনসার আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২১০. যখন জন্মিল কৃষ্ণ গোকুল নগরে,
হেরি তাহা সর্বজন হরি হরি করে।

দশ অবতারের কথা শুন দিয়া মন,
যাহার তরেতে মর্তে আসে দেবগণ।
কিছু বয়াস হোলে রাখাল রাজন,
গোধন লইয়া যায় মাঠেতে যখন।
কালক্রমে রাখালগণ কালিদহে যায়,
জলে পড়ি সর্বজন কেলি যে করয়।
কালিন্দীর জলে ছিল এ্যাক কেলে সাপ,
সর্বজনে দংশন সে করিল যে পাপ।
বিষের জ্বালায় যত রাখালিয়াগণ,
একত্রেতে হয় সব হত যে চেতন,
দুই এ্যাকজন যারা উপরেতে ছিল,
ত্বরা করি শ্রীকৃষ্ণের কাছেতে আসিল।
কান্দিয়া কান্দিয়া সবে বলে যে বচন,
কালিদহে মরিয়াছে রাখালিয়া তান।
শুনিয়া এতেক বাণী দয়াময় হরি,
কালিদহে উপনীত হন ত্বরা করি।
অন্তর্যামী নারায়ণ সকল জানিল,
ঝম্প দিয়া সেইক্ষণে জলেতে পড়িল।
পুনরায় সেই দুষ্ট কালীয় যে নাগ,
হৃষ্টচিত্তে আসে জল করি দুই ভাগ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে আসি দংশন করিল;
বলে ধরি কৃষ্ণ তার মাথা নোয়াইল।
তৎপরে চাপি তার মস্তক উপর,
বাঁশরী বাজান কৃষ্ণ আনন্দে বিভোর।
হেরি তাহা রাখালগণ আনন্দিত হয়,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তুমি জানিমু নিশ্চয়।
অগন গগন তার দুই বন্ধ,
যাহার কামড়ে বিষ দেবে লাগে শঙ্ক।
হেনো সর্পেরে কৃষ্ণ বধ যে করিল,
হেরিয়া গোকুলবাসী আনন্দিত হইল।
কৃষ্ণের স্মরণে অমুকের বিষ নাহি রয়,

যাবৎ বিষ সব জল হইয়ে যায়।
শরীর হলো বজ্র তার পাথরের কা,
কি করিতে পারে বলো বিষের বাপ মা।
ধ্যান ব্যপিয়ে গুরুমন করেছেন স্থির
তখনি চালিয়ে গ্যালেন গরুড় হনুবীর।
গরুড় হনুবীর তার পাখায় ছিল বল,
প্যাকসাপটে তুলে নিল কালিদহের জল।
কালিদহ কালিদহ তোরে আমি জানি,
কালিদহের স্মরণেতে বিষ হইল পানি।
জিহ্বার অগ্রেতে করি কালিদহের ঋষ,
কালিদহের স্মরণেতে বিষ হইল ভস্।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে।
নাই বিষ বিষোহরির আজ্ঞে।

২১১· শরীর বন্ধের মন্ত্র

আগ্তের দেবতা বন্দ বন্দ নিরঞ্জন,
ধর্মের বন্দনা করি মন্ত্রেরি কারণ।
বন্দিব জয় দুর্গা আমি হইয়ে সাবদান,
মনসা মাতায় বন্দি নাগের প্রধান।
শিক্ষা দীক্ষা গুরু বন্দ ব্রহ্মার চরণ,
যা হোতে দেখিলুম আমি মরত ভুবন।
ডাইন যোগিনী বন্দ-মনস্থির হইয়ে,
গুণিন জনেরে বন্দ সাবদান হইয়ে।
বন্দিতে বন্দিতে যেবা এড়াইয়া যায়,
কোটী কোটী প্রণাম আমি করি তার পায়।
লাগ্ বন্ধন আমার অঙ্গে;
আজ দুপুর কাল রাত্রি—
সাত দিন সাত রাত থাক্।
এই বন্ধন আমার অঙ্গে শীঘ্র লাগ্।।

২১২· কোথা কারে যেতে স্মরিল মোর মন,
হাপনারে স্মরে যাব হোলো সাবধান।

হাত বন্ধন গলা বন্ধন,
পেট পিট চরণ বন্ধন।
আর বন্ধন বুক।
অষ্টাঙ্গ বান্ধিলাম আমি মনসার বরে,
ওঝার বাপে আমার কি করিতে পারে।
কামরূপ কামিক্ষে মা দিয়েছেন বর,
মন্ত্র পড়ে এবে আমি হইলাম অমর।
কার আজ্ঞে?
কামরূপ কামিক্ষে মায়ের আজ্ঞে।

২১৩. কালী ঘাটে কালী বন্দ
মন করি স্থির,
পেড়োতে বন্দিলাম আমি
সাত সমুদ্র পীর।
দশ ঘরায় বন্দিলাম আমি
দেব পঞ্চানন,
কামাক্ষায় বন্দিলাম দেবী
শীতলার চরণ।
সর্ব ঘটে বন্দি মাতা
গঙ্গা ভাগীরথী
লাগ বন্ধন আমার অঙ্গে,
আজ দুপুর কাল রাত্রি
সাত দিন সাত রাত থাক্
এই বন্ধন আমার অঙ্গে শীঘ্র লাগ্।

২১৪. ঘর থেকে বেড়িয়ে পথে দিলাম পা,
তুমি আমার বসুমাতা তুমি আমার মা।
কে মড়্মড়ায় কে সড়্সড়ায়ে
কে ভাঙ্গে খড়ি,
এ সনে অমুকের হাতে দিয়ে নড়ি।
কে যায় হাট?
অমুক যায় হাট।

অমুকের কাঁটা খোঁচা ডাইন যুগিন।
দক্ষি দানা বাউ বাতাসে পড়লে পা,
রক্ষা করবেন জয় দুর্গা মনসা মা।
কার আজ্ঞে ?
কামরূপ কামিক্ষ্যা মায়ের আজ্ঞে।

২১৫. সরিষা পড়া

শ্বেত পীত কালো সরিষা
চলিস ফিরিস ভাসিয়া।
তোর বাণের চোটে গগন ফাটে,
ঈশ্বর মহাদেবের জটা কাটে।
ডাকিনী যুগিনী ভূত প্রেত ;
কালো কালো আর পীত শ্বেত।
সব মাইয়া ক্ষেত
তোর দিষ্টিতে পলাইয়া যায়।
কার আজ্ঞে ?
কামরূপ কামিক্ষের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

২১৬. সাপের বিষ ঝাড়া

কোণেতে বসিয়া লখিন্দর
বেহুলু বসি ঘরে,
উভয়েতে চরকা কাটে
হাত পা নেড়ে।
বেহুলা বলে বিষ তোরে আমি জানি,
খেয়েছিলি স্বামীকে মোর
তুই অভাগিনী।
যা হোক এক্ষণে তোরে
করি নমস্কার ;
আমার গৃহেতে তুই না আসিস আর।

যা বিষ শীঘ্র যা,
না হোল মা মনসা দিবে তোরে ঘা।

২১৭. ধুকুড়িয়ার বাপ কঙ্ক ঝাপে,
ত্রিভুবনের বিষ থরহরি কাপে।
হরিহর হরিহর নামে কালকুট ;
বুদ্ধি তাহার হয় অতি কালকুট।
ব্রহ্মার দোহাই লাগে ওলো ও রঙ্গিনী,
দোহাই তোমার দেবী যাও গো নাগিনী।
কার আজ্ঞে ?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
কামরূপ কামক্ষ্যা মায়ের আজ্ঞে।

২১৮. নদী থেকে আসছে বিষ
ঢেউয়ের তালে,
গরুড় তাহা দেখি
পান করেন রঙ্গেতে।
যা বিষ শীঘ্র করি,
মা মনসা এনেছেন দুধের ঝারি।
নাই বিষ অমুকের অঙ্গে আর নাই।
ফুয়ের চোটে মনসা সহ
দু'হাতে উড়াই।
কার আজ্ঞে ?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২১৯. বজি বলে হুহিনি
তোরে আমি কাটি,
কাওলার কালকুটী বিষ
মোরে দেয় ভাটী।

মনসার মন্ত্রেতে তোরে
ফুয়ে করলাম জল ;
দেখি তুই এই বারেতে
কোথা পাবি স্থল।
মনসার মন্ত্রের জোরে
জল হইয়ে যায়,
গরুড় স্মরণে বিষ
কিছু নাহি রয়।
কার আজ্ঞে ?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২২০. বাপের বাড়ী যান গৌরী
রাগ করি হরে,
অঙ্গের বসন তার
উড়াইল ঝড়ে।
বিধির বীর্য্য তাহে
টলিয়া পড়িল,
হেরি তাহা বেহ্মা মনেতে ভাবিল।
শাকের ভিতর তাহা
পুরিয়া যে রাখে,
তিন কোটী বর্ষ তাহা
সেই ভাবে থাকে।
তাহাতে জন্মিল যত
কালকুটী বিষ
কি কহিব তাহার যে
কত হয় রিষ।
এই বিষ পান করিল
যত নাগগণ,
অতঃপর জীবগণে
করয়ে দংশন।

বিষের জ্বালায় জীব
অস্থির হইল,
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি
ডাকিতে লাগিল।
দয়াময় দীনবন্ধু হইয়া সদয়,
গরুড়ে পাঠায়ে তথা
সত্বরেতে দেয়॥
আনন্দে গরুড় বিষ
শুষিয়া লইল।
অতএব সবে মিলি
হরি হরি বল।
নাই বিষ অমুকের
অঙ্গে আর নাই।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২২১. মা মনসা তব মন্ত্র
করিনু প্রচার,
বিষ নাশিতে দেবী
তব অধিকার।
কার বা শক্তি বলো
কে রাখিতে পারে,
বিষের হস্তেতে কেহ
তারিতে না পারে।
যবন পর্যন্ত তোমায়
পূজা যে করিল
তাহার তরেতে তারা
বিষেতে তারিল।
অতএব কৃপা তুমি
কর গো আমায়,

সাপ দংশন বিষ
ফুয়ে য্যানো যায়।
ঘোর রাত্রি এটা
অতি অন্ধকার
না জানি খাইল কেবা
কোন্ সর্পবর।
বিছা বোড়া আদি করি
অষ্ট নাগচয়,
কি জানি কোন্ জলে এই
রোগীরি বা খায়।
হয় যদি শোলো চিতি,
তবু য্যানো বিষ না হয় স্থিতি।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২২২. মেঘলাল আদি করি
কাল কুলিনে যত,
শুতার সঞ্চারে তাগের
নাল পড়ে তত।
কেউটে রে কামরাঙ্গা ভাই,
তুই থাকতে মুই না যাই।
কালতার কালকুটী বিষ
ক্যানে তুই হ্যাতো করিব রিষ।
যা তুই ঘায়ের মুখে,
যতক্ষণ তোর শক্তি থাকে।
নাই বিষ অমুকের অঙ্গে আর নাই।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২২৩. মেঘ পালালো গহর বাতি,
সাপা সাপিনী কোন কোন জাতি।
ডাইনে খেলি, ঝাড়ি বা দিকে,
যত বিষ সব পায়ের তলে থাকে।
নাই বিষ মা মনসায় আজ্ঞে।
নাই বিষ বিষোহরির আজ্ঞে।

১২৪. রুণু রুণু করে বিষ উজান ভাটানি,
তার মাঝে আছে কালের নাগিনী।
চিরকাল আছে সেই ধুকুড়িয়া কঙ্ক,
যাহার মুখের দু'পাশে রয় দু'টি বঙ্ক।
তার মাঝেতে বাঁশের ঝাড়
তিন ঠাই তার বাঙ্কা,
চুপি করি বসে রয় ঠুকুড়িয়া কঙ্কা।
উড়ে যায় উড়ো-পাখী
করি সাই সাই,
তার উপরে তার অতীত যে খাঁই।
পানি ঝড়ে পানি পড়ে
করলাম সার,
অমুকের অঙ্গে বিষ
কিছু নাহি আর।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।
নাই বিষ অমুকের অঙ্গে আর নাই॥

২২৫. সাদা শিমুলের গাছে
আছে তার বাঙ্কা,
তা পা দিয়ে বসে
ধুকুড়িয়া কঙ্কা।

আয় বিষ চোচনে,
মর বিষ পাচনে।
কার আজ্ঞে ?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার অজ্ঞে ?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২২৬. সুগ্রীব স্মরণে বিষ উড়িয়া পালায়,
বুড়ী মাসি হাট ঝেটুইতে যায়।
আঁচল পাতিয়া লয় আর মুখে তুলে,
তাহার কৃপায় বিষ সব যায় জ্বলে।
নাই বিষ অমুকের অঙ্গে আর নাই।
কার আজ্ঞে ?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২২৭. হাতিয়া কোণে উঠ্লো মেঘ
কুড়িয়া মারে ছো,
ঐ বাতাসে উড়বে তোর যত গোঁ।
স্থির হ বিষ ঘা-মুখে।
নাই বিষ নাই—
অমুকের অঙ্গে বিষ নাই।
কার আজ্ঞে ?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।
আমার এই আজ্ঞা যদি নড়ে,
মহাদেবের জট ছিড়ে ভুমস্তে পড়ে।

২২৮. হেরিতেছি ওরে বিষ
তোর রংটি কাল,
যা খেয়ে মহাদেব
নীলকণ্ঠ হোল।
যা বিষ শীঘ্র করি,
মা মনসা এনেছেন দুধের ঝারি।
যা বিষ শীঘ্র যা,
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
ক্যর আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২২৯. হাত চালানোর মন্ত্র

চাল কাটে চালোয়ান কাটে,
আর কাটে চালোয়ান রেক।
হাত চলিতে পবন চলে—
চলে মহাদেব।
চল রে হাত শীঘ্র চল্।
যদি না চলিস,
তা হোলে ভাদ্র মাসে যে তাল চুরি করে
তার অধঃতল দিয়ে যাস্।
কার আজ্ঞে?
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
বিষোহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

২৩০. হলুদ পড়া

হলুদ হলুদ হলুদ ফুল উজ্জল বরণ,
কতই যে উপকৃত নর তোমার কারণ।
মক্কার পীর হোতে ঈশ্বর মহাদেব,
দূর কোরে দেখি সবে যত আশিব।

অমুকির অঙ্গেতে ভূত করিস যদি ভর,
হলুদ পড়ায় তা সবায় দূর করেন হর।
অমুকির অঙ্গ হোতে ভূত বাটিতে যেথা,
নতুবা নরসিংহ তোরে দেবেন যে ঘা॥

২৩১. হুল উঠাইবার মন্ত্র

হক্‌রি মিক্‌রি খিকিরি দোরে জানা,
রাম রহিমের তাতে কিছু নাই মানা।
জয় মা চামুণ্ডা দেবী
করি তোরে ভর,
হুল উৎপাটন হেতু
দেহো মোরে বর।
আড় দিকে ডঙ্কা ধরিয়া ব্যাড়ায়,
কুন্‌ কূন্‌ সর্প সেবা
কহ গো আমায়।
চিলা, কালো, গোখুরা
যত সর্প আছে,
অথবা বারো মেসে কেউটে
যাহা জল্‌ কাছে।
জলে জলে কত খায়,
তার কিছু না বুঝা যায়।
এ্যাক চোটে ঝাড়ে চোপে চোপে,
বিষের জ্বালায় জীব থরথরি কাঁপে।
চোখ দেখি ওঝা না ঝাড়ে
কি করি তা ভেবে মরে।
হেনোকালে ধন্বন্তরি যায়।
ডাকিয়া তিনি তবে ওঝা প্রতি কয়।
শুনো ওঝা মোর বাক্য ধরহ এখন।
চৌসাপার মন্ত্রে বিষ কর উৎপাটন।

শাক জলে মাণিক জলে,
জলে কালকুটী বিষ জলে,
মাতারি তার তিন শিশু
ইস মর্দানা আউলিয়া সাই।
মাতারির স্মরণে বিষ
উপাড়িয়া যাই।
ইসকো অঙ্গ মে বিষ
নাহি বিষ নাই।
দোহাই মা মনসা দেবী বিষোহরি রাই।।

রাজশাহী

রাজশাহী থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব কাজেম উদ্দীন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম কৃষ্ণগোবিন্দপুর, ডাকঘর রামচন্দ্রপুর হাট, জিলা রাজশাহী।

২৩২· **আঁচলি করার মন্ত্র**

আজিনু মাণিক্যের গাছ
ফেলনু দিঘৈল বাইল,
হবির অঙ্গো আঁচলে বাঁন্ধনু
বিষেট করবো কাইল।
দোহায় মা পদ্মার বিষোহরির অক্কারে।

২৩৩· **আঁচলি নষ্ট করার মন্ত্র**

রাইয়ের ভুঁয়ে সরিষা রে
সরিষার ভুঁয়ে রায়
এ তোর গায়ের বচন লিতে বোরা
ভাঙ্গার চ্যাতন পায়।
সাত শো আঁচলী ন' শো গাইঠুন
কাইট্যা ঘা মুখে ধায়।
লহা লড়ি চাম দড়ি
হাতে কৈর‍্যা লিলো
সাহান বান্ধা ঘাটে পদ্মা
শিয়ানো করিলো।
আসিতে যাইতে পদ্মা
এতো বিলোম হয়
আহ পদ্মে বৈস্যা পদ্মা
জারুয়া বাধায়।
নাই বিষ বিষোহরির রাজ্যে।

২৩৪· রাখো রাখি রাখিনি
সারা রাখো ব্রাহ্মণী
নূরী মান খোদা কি।

২৩৫· **ভুত ছাড়ার মন্ত্র**

পানি পানি কুন কুন পানি
আহাদ পানি চক্কর পানি,

আমের পানি সামের খায়,
ডাহিন যুগিনী বামে যায়।
জলের জলকর ফাটি
ফলের ফলকর ফাটি
গোকুলের মা সান কাইটে
করি খান খান
যে কড়ে মা দুগ্গা তুমি নজর করে চাও
পাহাড় পর্বত ভাইঙ্গ্যা তুফানে উড়াও।
সান করে ঝিকি মিকি
হীর্‌য়্যার চারিধার।
পাথরো বসিয়্যা সান
বসিলো পাতাল।

২৩৬. মৌমাছির চাক কাটার মন্ত্র

আকাশ কুণ্ডলের মাছি
মেদিনী কুণ্ডলের চাক
যদি মাছি লড়িস চড়িস
থির হোয়ে থাক।
শতেক দেবতা করিবে আহরণ
আমাকে পাঠালছে মধুর কারণ।
আমাকে যদি মধু না দিস,
দোহায় ইশোর মহাদেবের
মুণ্ডু কাইট্যা পড়িস।
দোহায় চাল্লিশ পীর আলিয়্যার দোহায়।
দোহায় মা কালীর চণ্ডীর।

২৩৭. হর বরি বলিছেন দেবী
বিষোটা ছাড়ে ডাক,
পাহাড় পর্বতে ঘুরে
বোল্লা মাছির চাক।
তাহাতে তুলিয়্যা দিলেম
বোল্লা মাছির ছাও।

ডাকিতে দড় বড় লাগিনী
চাকেতে বসিল।
আমার এ চষো ডাকিনী,
এ চাকেতে মা কালী
আমায় দেহ বর।
এ চাক ভাঙ্গিয়্যা আমি
শীগ্‌গীর যাব ঘর।
দোহায় মা কালী চণ্ডীর।

২৩৮. সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র

আনো পানি নুনু হাতে
চষো-ডাকিনী চলে উল্টা পথে।
আনো পানি জুনো বাণ।
তিন কোণ পিথিবী না সহিল টান।
আইলো রঘুনাথ, বসিল ধিয়্যানে।
পানি উঠে বর্ম-গিয়্যানে।
যখন পানি ভিড়্যা বান্ধে
চষো-ডাকিনী পুড়্যা মরে।
চালের বাতা ধরে যুগিনী করে ভর,
মোর বাণে পুইড়্যা মইলো চন্দ্র দেবীকার।
উদ্ধার মার কান।
ধরি বনবাস ভমি।
পশ্চিমে দেবতা তোমার দান।
রাবাতের কুলে আইসো মা আইসো মা
না হৈলে খেলিভ।
আমার বাণে কে পড়ে?
ভুলা পড়ে ভূমি পড়ে।
ডাহিনী যুগিনী পড়ে।
কু-গিয়্যানের গিয়্যানী পড়ে
রাজার ঘেঁকে পড়ে।

শগুনের কড়ি সুখে
গিধীনের কানে
কি করো কি করো মা গো ত্রিলোক লোকের
নাতো গণেশের মাথায় তুল্যা দিলাম বর্মহার
শীদ গুরু ওস্তাদের পাঁ
কামড়ে কামড়ে রক্ষা মা।
হাঁড়িজির আজ্ঞা।
যার বিষ্ঠা তার পা।

২৩৯. আষাঢ় মাসে ফুল-পঞ্চমী
যপে বসে ইন্দ্র্যা।
যতেক বালি কতেক পাড়ি নিদ্র্যা।
নিদ্র্যা ভাঙ্গো ঘুমা চাপড়
মস্তকে করো ভর
তোর স্থাবকের পূজা দিবো
তার পরিচয় বল।
ঢাক বাজে ঢোল বাজে
আর বাজে কাঁঢ়া,
সাজন সাজিল মা গো
অষ্টো-লাগের প্যাড়্যা।
অষ্টো-লাগের প্যাড়্যা গো মা
সঙ্গ্যানী করিল।
আইল্যা বোড়াই দিয়্যা পাও
আইল্যা জিব্‌ভাই কৈর্‌য্যা ঘাঁও।
বড় বড় বিপত্যা বোড়া
তোর কামড়ে পিত্থিমী খোঁড়া।
হাড় খসে মাংস পচে
ঝন্‌ ঝনিয়্যা বোড়া রে
হরিয়্যা লাচে তাল রে
জটের উপর খটেশ ডুম্বুর।

২৪০· আষাঢ় মাসে ফুল-পঞ্চমী
পড়িল অসম্বর।
হাতে ধুপো ধুপি পুজো মাগে
জানে সর্বকাল।
ঢাক বাজে ঢোল বাজে
কাঁশি করতাল,
বাহিরে আইস্যা স্তাখো মামু
ধর্ম অবতার।
ধর্ম ধর্ম বৈল্যা ডাকি মা
ধর্ম নাইকো ধড়ে,
হাতে ধূপ জল নইয়া মাসি
বুক্ক মাগে সর্ভে।
কে ডাকিল কে শুনিল
কে হৈলো আর।
কে হৈলো আড়রে পদ্দার
কৈ হৈলো বার।
পদ্দাকে ঘেরিয়া কান্দে
বিয়াল্লিশ লাগ।
হেঁট বালা বাহিরে কান্দন
দেবীকে বড় শোভে।
তুই সে দেবা
মুই সে দেবী
কে সহিতে পারে।
জিয়ালাপার আইহে দাদা
জিয়ালাপার বিষে
দুই চোখ ঢুল ঢুল করে
বোড়া সাঁপের বিষে।
বড় বড় বোড়ার মার
কণ্ঠে কণ্ঠে জটা
বিজৈত্যা বোড়ার মা
ঝাইড়্যা বান্ধে খোপা।
চিন চিন্তা বোঁড়ার পায়
ভালুই লেপুর শোভে

ঘাটাই যেতে যাহার লেপুর
উন ঝুনা ঝুন বাজে।
হঁহো চিঁহো কর হে বোড়া
কুন বোড়া তোর বাপ।
লীত বোড়া শীত বোড়া
গুহ্যার মাণিক্যা বোড়া।
উভুত কাওয়ারী বোড়া
চিত্তি সঞ্চরী বোড়া কাঢ়ে রা।
গাইট গুইট ভাইঙ্গা
বোঢ়া কাঢ়ে রা।
নাই বিষ বিষহরির অঙ্গে।

২৪১. ইরগুণ বানহ্ বিরগুণ বানহ্
স্বরা লাগ দিঠ্যান বানহ্
ইশোর সে মহাসের বানহ্
ব্রম্ভালেকে তিশ বানহ্
ঢাগোড়ুল গড়ুলকে বানহ্।
হলমান বাণ সারাপি ছুটে,
মুর গুরু ছোড়েগা তব ছুটে।
হাম ছোড়েগা তব ছুটে।
পর ছুড়েগা উদার ফাটে।
দেও মাহা দেও বজর কাকিল
থাঁসে বিষ ওপর না যায়।
শীদ গুরু কা বন্ধন পা।

২৪২. এ্যাক মন্তরে পঢ়ে পানি গোঁসাই।
দু'মন্তরে পঢ়ে পানি চান্দ সুর্য দুই ভাই।
তিন মন্তরে পঢ়ে পানি তিন কোণ পিথিবী।
চ্যার মন্তরে পঢ়ে পানি চ্যার ভাই রাবণ।
পাঁচ মন্তরে পঢ়ে পানি পাঁচ ভাই পাণ্ডব।
ছয় মন্তরে পঢ়ে পানি ছয় কড়ি লাগ।
সাত মন্তরে পঢ়ে পানি সাতালয় পর্বত।

আট মন্তরে পড়ে পানি আট কুড়ি লাগ।
নয় মন্তরে পড়ে নরুমী দুগ্‌গা দাস।
দশ মন্তরে পড়ে পানি দশগিরি রাবণ,
এগ্যারো মন্তরে পড়ে এগ্যারো ভুবন।
বারো মন্তরে পড়ে পানি যায় জোলমান।
শীদ গুরু ওস্তাদের পাঁ
কামড়ে কামড়ে রক্ষা মা।
হাঁড়িজি আজ্ঞা।
যার বিদ্যা তার পাঁ।

২৪৩. কদম কাটকে মুংরা শিমলকে বাগডান
কান মে লাদি মুংরা বিষা হোজা ন' খণ্ড
শীদ গুরু কা বন্ধন পা।

২৪৪. কিউয়ার কাটা শিসে ঝরে
ঝর সর বিষে
মারিলাম পাস।
যাহা বিষ তাহা যা গা।
দুগ্‌গা বলে এই বিষ খেয়ে
মহাদেব হয়্যাছেন কালো।
কালো তোর জাতি
কালো গরল বিষ।
হাতে কৈর‍্যা খালি
এলোতোমা মন্‌শা।
হাতে কৈর‍্যা ঝারি।
হবিরো অঙ্গের বিষ
পৌছানেত মারি।
নাই বিষ বিষোহরি রাজ্যে।

২৪৫. গুরুযোগ গোঁস্‌সাই বসিল ধিয়্যানে
কেশো হরণ করে মিত্যুকে ভুবনে।
পিলি পিলি করে রথ
রশি রশি চলে

জুড়িনু গোটা বাণ
গুরুর গোঁস্‌সাই যাঁহার বলে।
সেই বাণের মুখে
স্বয়াশো অগ্নি জ্বলে।
এ কথা শুনিয়্যা দেবী হৈলো কম্পমান,
সীতা সমুদ্দুরে দেবী তুল্যা দিল জান।
মহিস্যা বলে ওহে দেবী
তুমি আইসো রথে,
তুমিতো সিজ্জিল্যা রথ
তিন নগরের মাঝে।
তুমি কেনে হাঁসো প্রভু
মুখে দিয়্যা হাত!
শিদ গুরু ওস্তাদের পাঁ,
কামড়ে কামড়ে রক্ষা মা।
হাঁড়িজির আজ্ঞা।
যার বিষ্যা তার পাঁ।

২৪৬. টগর ওড়ের ফুল
ফুটিজ্যো বরণ।
মই ঝাড়ি বিষ
মহাদেবের চরণ।
শঙ্করো চক্করো
গদায় ধার।
সোলের পাতের
বিষ নাই আর।
পদ্মপাতে জন্মিল কি?
পদ্মমন কুমারী
বাপে মায়ে নাম থুইলে।
জয় বিষোহরি।
দোহাই মা-পদ্মা।

২৪৭. তুলিয়্যা লাচে ঘর ডঙ্কা
আয়ের উপর পা ঐ।

পাঐ দিয়্যা বিষ মারিলাম
সরল বনের মাঝে।
আগুন জ্বালো হে সতা
আগুন জ্বালি কিসে?
এ্যাক্‌টুক সাঁপে না কামড়াইলে
গা মাজ্ঞিল বিষে।
কাম্দুক ইত্যা কাম্দুক পিত্যা
কাম্দুক শত্রু ভাই,
কালকুট স াঁপ পোছানেতে নাই।
নাই বিষ বিষোহরির আজ্ঞে।

২৪৮. দুই পহর হৈলো রে ব্যালা
হৈলো রে উঠান;
বিষ খাইয়্যা মহাদেব
হৈলো অনুজ্ঞ্যান।
মহাদেবের খটেশ ডুম্বর
পাড়ছে গড়াগড়ি,
তিশকুটি দেবতা তারা
জানে বিদ্যমান।
ঝড়ে পদ্মা তন গোচরে
মন গোচরে হাড় গোচরে লাড় গোচরে।
কেশের আড়ে ডঙ্কা চেয়ে
পাঁড়ুল যাইবে সরল বনে।
বন্ডা যাইবে সোঁতে।
এ সমুদ্র হৈতে পার
তাতে পাঁড়ুল কৈর‍্যাছ জাড়।
তৎক্ষণাৎ বৈল্লাম হে বন্ডাদাতা।
যাইছ কোথা?
তোমার গায়ের মন কলুপা
গাও হৈয়্যাছে ব্যথা।

২৪৯· বিল মিশলে নিকলে নূরী
বিল বিলিয়্যা যায়,
হামতো পুথি নূরী
কুন কুন বিষো খায়।
এ্যাতো খাইলাম কার কারায়চা,
ছুছে সাহানাব এক বিষ আরো খাও।
মাহাদেও ঘুরমলিবা
হাম বানিয়্যা কর বানিয়্যা।
যুথিচাল নন ভরি আর।
সাঁপ মারো সপিল দুহি
ওহি বানহ খির।
কর ভোজন সঙ্গেল বড় দুর।
শীদ গুরু কা বন্ধন পাঁ।

২৫০· মথনো মথনো বিষ
সাত সমুদ্র জলে,
তোর তেজে নীলকণ্ঠ
পড়েছিল ঢলে।
পাতাল ফুঁড়ে সান্ধিয়্যা পড়ে
রক্ত করে জল
ভাঙ্গোড়ার কাছে যত বিষ
হলো নির্বল।
যে তোরে গড়িল বিষ
তার মুখে যা।
নাতিন্যা পাতিন্যা ভেখা
সেঝা ধেরয়্যা খা।
মাথা ছেড়ে গা ছেড়ে
উড়ে বিষ যা।
হাঁড়িজি চণ্ডির আজ্ঞে
ফিরে ঘরে যা।

শিব যায় কোচনে ঝাপানে
উঠ্যা কাঢ়ে ন্না।
সাঁপের মাথায় মাণিক জ্বলে
উজ্জ্বল সর্ব গা।

২৫১. লাত্যান ধোব্যান্ কাপড় খাচে
পদ্মপাতে বিষ ভাঁসে।
ধোব্যান তুই গুরু,
আমি তোর শিশো।
অঞ্চলে বান্ধিয়্যা নিলাম
হবির অঙ্গের যতো
কালকুট্ সাপেঁর বিষো।

২৫২. লাত্যান ধোব্যান কাপড় খাঁচে
মন পবনের খারে।
বেটি মরা ছেলে জিন্দো
করে ছেলে মারে।
খানিক আছেড়ে
খানিক পাছাড়ে
খানিক স্নায় শিষ।
চল হে পুত্ ঘরে যায়
হৈলো নির্বিষ।
দোহায় মা পদ্দ বিষোহরির হুঙ্কারে।

২৫৩. সুর্পা খাইয়্যা আইল্যা রে বিষ
সর্পা খাইয়্যা গেলি রে।
ঝাড়ি বোড়া লাগের বিষ
সর্পা খাইয়্যা আলি রে।
সর্পা খাইয়্যা গেলি রে
সর্পা খাকি বোড়ার বিষকে
নামাবো পাতালে।
আরে কেশেতে না ছিলা বিষ
নামিল্যা মস্তকেরে।

ঝাড়ি বোড়া নাগের বিষ
সর্পা খাইয়্যা আলি রে বিষ।
সাপা খাইয়্যা গেলি বিষ।
সপা খাকি বোড়ার বিষকে
নামাবো পাতালে।

২৫৪. সরসতী বন্দ মাগে নীলোহে বরণ
অষ্টো ঘণ্টা থাকো মা গো কান্ধেরো উপর।
গলায় দে মা গজমতি হার।
বিস্তায় ত্থাও মা ভর।
এ্যাক মুষ্টি পড়ে পানি এ্যাকালয় পর্বত।
দুই মুষ্টি পড়ে পানি দুতিয়্যা চান্দ।
তিন মুষ্টি পড়ে পানি তিন কুড়ি নাগ।
চাইর মুষ্টি পড়ে পানি চাইর ভাই রাবণ।
পাঁচ মুষ্টি পড়ে পানি পাঁচ ভাই পাণ্ডব।
ছয় মুষ্টি পড়ে পানি ছয় কুড়ি নাগ্।
সাত মুষ্টি পড়ে পানি সাতালয় পর্বত।
আট মুষ্টি পড়ে পানি আট কুড়ি নাগ।
নয় মুষ্টি পড়ে পানি নয়ুমী দুগ্গা দাস।
দশ মুষ্টি পড়ে পানি ঠাকুরে হাঙ্কার।
এ্যাকারো মুষ্টি পড়ে পানি চণ্ডীর হাঙ্কারে।
বারো মুষ্টি পড়ে পানি হনুমানে হাঙ্কারে,
আমার রুগীর অঙ্গে যুদি করিস ঘা
উল্টা উস্কাঠি তুই বুকে কাইড়্যা খা।
আমার রুগীর অঙ্গে ছেদ কাটো বেদ কাটো
কু-কাটো কু-গিয়্যানে কাটো
রাজার ঘেঁকে কাটো
শগুনের কড়ি সুঝে
গবীনের কানে।
কি করো কি করো মা গো ত্রি-লোক লোকের
নাতো গণেশের মাথায় তুল্যা দিলাম হারে।

শিদ গুরু ওস্তাদের পাঁ।
কামড়ে কামড়ে রক্ষা মা।
হাড়িজির আজ্ঞে
যার বিদ্যা তার পা।

২৫৫. সরসতী সরসতী গজমতি হার।
বিদ্যা দ্যাও মা সরসতী বর।
বিদ্যা দিয়্যা মা
আমার রুগীকে কর স্থির।
আমাকে কর রাজপণ্ডিত।
গুরুর বচন মাথায় করি,
নন্দী গুরুর পাঁ।
বন্দী যশোর পাঁ।
আমার রুগীর অঙ্গ ছেড়ে যা।
যদি না ছাইড়্যা যাইস্
কার্তিক গণেশের দুই পুত্রের
দুই মুণ্ড কাইট্যা খাইস।

২৫৬. হাতলির বিষ পাঁলির বিষ
ত্রিবিষ সর্ব গা,
পরুস্যা হব রে জঠা
প্যাটে লৈড়্যাছে ছাও।
পরুসা হবের জঠা
গা ম্যাদ ম্যাদ করে।
ছয় বস্তা ব্যামো খেয়ে
পাঁড়ুলের কৈলজ্যা চাইপ্যা ধরে।
নাম বিষো তুই সগমন পাতালে,
নাম বিষো তুই বাঁশের নলে।
নাম বিষো তুই হীরা লালে।
হেঁট ছাইড়্যা উপরে ধ্যাস্
অষ্টনাগ কদম কুমারীর মাথা খাইস্।
দোহায় মা পদ্মা বিষোহরি।

নোয়াখালী

নোয়াখালী থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোঃ মোর্তজা আলী। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ইলিয়াসপুর, ডাকঘর ভুবনঘর, জিলা কুমিল্লা।

২৫৭. চক্ষু উঠা ঝাড়ন মন্ত্র

নদীর ঘাটেতে যেই জানকী খাইল,
সেই কালে চক্ষু রোগ
তাহার জন্মিল।
বেদনায় কাতর সীতা,
করেন ক্রন্দন,
রামচন্দ্র বেদনা তার
করে নিবারণ।
কার আজ্ঞে?
কাঁউরের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে॥

২৫৮. টেংরা মাছের বিষ ঝাড়ন মন্ত্র

টেংরা টেংরা তুই বড় বেহায়া,
কাঁটা কেন ফুটালু?
বিষ কেন ঢাললু?
সাজা যদি না চাও,
এলায় বিষ তুলে নাও।
যদি না যাস ছাড়িয়া,
ওরে টেংরা হাড়িয়া,
মচ্ মচ্ কচ্ কচ করিয়া
খাইম তোরে ভাজিয়া।
যা বিষ ছাড়িয়া॥

২৫৯. ধূল ধূল ধূল
কামাখ্যা পথের ধূল
কামাখ্যা মা দিলা বর
ধূলা হৈল ফুল।
ঐ ধূলা পড়া যাকে লাগে,
লজ্জা তার অমনি ভাগে।
কামাখ্যা মায়ের ধূলা পড়া
অন্য কিছু নয়।

অমুকী এই ধূলা পড়ায়
বশীভূত হয়।
লাগ লাগ, লাগ শীঘ্র লাগ॥

২৬০. ধূল ধূল ধূল ওরে বাতুল,
ভুল ভুল ভুল করো না ভুল।
মদন রতির দোহাই,
লজ্জা শরমের বালাই
অমুকীকে আমি চাই।
দোহাই মদন দেবের দোহাই॥

২৬১. ধুলা পড়া মন্ত্র

ধূল ধূল ধূলের রানী
ওগো মনচোরা শুন মোর বাণী।
ঘাটার ধূলা তুলে নিনু
তিন আঙুলে করে
আশা করে পড়িনু তাহা
মহামায়ার বরে।
এই ধূলা পড়া দিনু
ছিটে অমুকীর অঙ্গে,
হাটে যায় মাঠে যায় যে
জন রঙ্গে ভঙ্গে।
কাড়িয়া তাহার মন নিয়ে ত্বরা,
চণ্ডীর হুকুমে এই ধূলা পড়া,
শীঘ্র লাগ, শীঘ্র লাগ, শীঘ্র লাগ।

২৬২. পান পড়া মন্ত্র

পান পড়া ওলা,
খেয়ে লাগে জোড়া।
গাছে লাগে গাছ,
মাছে লাগে মাছ।

আমার এই পান পড়া
অমুকীকে শীঘ্র লাগ।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।

২৬৩. পান পান মহাপান
শুন মেরা বাত,
উস্‌কা জরুর তুমি
না দেমাগ।
পীর মুহম্মদ কা আজ্ঞা
কহিনু তোরে,
পয়ছান না হলে
মশান নড়ে।
হামারা এই পান পড়া
লাগে নাহি যদি,
মুহম্মদ পীরের আজ্ঞা
এক দুই তিন তাল্লা।।

২৬৪. ফুল পড়া মন্ত্র
ওলো কবরী তুই বড়ই সুন্দরী
সবার মধ্যেতে হও তুমি যে ঈশ্বরী।
আমার এই ফুল পড়া
যেবা খোপায় পড়ে,
থাকি থাকি তার মন নড়েচড়ে।
ঢুলু ঢুলু আঁখি তার
ধরাতলে চায়,
মোহিত হইয়া ধনি
ঢলিয়া পড়য়।
দেখিয়া তাহারে ফুল তখনি কহিল,
ফুল পড়ার গুণ ইহা বিশেষ জানিল।
চিৎ সৎ চিৎ সৎ প্রভু ঈশ্বর,

আমার ফুল পড়ায় অমুকীর বশ মানায়,
জগৎ ঈশ্বর আর নরহরি রায়।
কার আজ্ঞে?
দক্ষিণা কালিকার আজ্ঞে।।

২৬৫. ফুল ফুল ফুল-কুমারী
চাইতে চিন্তিতে আয় শীঘ্র করি।
আমার এই ফুল পড়া
ত্রিভুবন পড়ে,
জগৎ ঈশ্বর আর
নরসিংহের বরে।
আমার এই ফুল পড়া
দিলাম অমুকীর মাথায়,
আমা ছাড়ি সে পিছু পানে
অন্যে নাহি চায়।
কার আজ্ঞে?
কাউরের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।
আমার এই ফুল পড়া
অমুকীকে শীঘ্র লাগ,
শীঘ্র লাগ, শীঘ্র লাগ।।

২৬৬. ফুল কুমারী, ফুল কুমারী,
চাঁদের দয়ায় তুমি কামেশ্বরী।
জবা ফুল কালিকার পায়,
মারিনু ফুল অমুকীর গায়।
দেখলে তরে, না দেখলে মরে,
এদিক ওদিক নজর মারে,
চরণে আসিয়া ধরে,
কথা কয় ছোট্ট স্বরে।
ঘর ছায়ে, দুয়ার চাঁয়ে
আগেতে শিকল

আটাশ দুয়ার বাঁয়ে
সোনার শিকল।
আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলে,
তাহারে লইয়া বক্ষে তুলে।
মারলাম এই ফল পড়া
অমুকী আসিয়া দেয় ধরা।
কার আজ্ঞে?
শ্মশান কালির আজ্ঞে॥

২৬৭. ফুল ফুল ফুলের রানী,
চাইতে চিন্তিতে আসে ধীরি ধীরি।
যুই ফুলের কথা বলা নাহি যায়,
তাহার কৃপায় যেন কাজ পুরা হয়॥
ফুল তোলে ফুলেশ্বরী
আর তোলে আই,
আমার এ ফুল পড়ায়
না মানে বাপ-ভাই।
কপাট ভাংগে, খিল ভাংগে
আর ভাঙ্গে হাঁড়ি।
তাতে যদি না ফলে ফল,
তবে ভাঙ্গে বাড়ী॥
পাতাল কালিকার আছিল যে বর,
আমার এই ফুল পড়া
নাহি হয় নড়।
আমার এই ফুল পড়া
অমুকীকে লাগ লাগ,
শীঘ্র লাগ॥

২৬৮. বেল ফুল ওলো তুই
অতীব সুন্দরী
তোর গুণ আমি কি
বর্ণিতে পারি?

আমার এই ফুল পড়া
দিনু অমুকীর সঙ্গে
চলিয়া আইসে বালা
কত রঙ্গে ঢঙ্গে।
হটে না, চলে না,
থির হয়ে রয়,
যাহা বলি তাহা
সমঝিয়া কয়।
বিদ্যুৎ বরণ হয়
বেলীর বরণ।
আমার এই ফুল পড়া যদি লড়ে,
ঈশ্বর সদাশিবের
জটা ছিঁড়ে ভূমে পড়ে।
কার আজ্ঞে?
দক্ষিণা কালিকা মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
শ্মশান কালিকা মায়ের আজ্ঞে॥

২৬৯. বশীকরণ মন্ত্র

অদলি কদলি ওলো তুই অতি বড়,
সকল কাজেতে দেখি তোমার যে দড়।
চোখের ঠারেতে আমি যাহারে দেখিব,
কালিকার বরে আমি তাহারে পাইব।
শোন শোন মন-চোরানী
শোন মোর কথা
মরম করিয়া পরে
দিও নাকো ব্যথা।
ফুলবাণ মারিনু তোমারে বারে বার,
ছুটিয়া আইস ওগো প্রিয় যে আমার।
দাক্ষিণা কালিকা তুমি শীঘ্র অমুকীরে
বসাইয়া দাও শীঘ্র আমার মন্দিরে।
কার আজ্ঞে?
কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞে॥

২৭০· অমুকী অমুকী তুমি কোথায় রহিলে,
ফুলবাণ মারি হায়
কোথায় লুকালে ?
সহিতে পারি না আমি
তব ফুলবাণ,
তোমার লাগিয়া প্রাণ
কাঁদে ক্ষণে ক্ষণ।
দয়া করে প্রাণপ্রিয়া
আমা প্রতি চাও
বশীভূত হয়ে মোর
পরাণ জুড়াও।
পরাণে মেরো না আর
ওগো কামরানী,
হুকুম হয়েছে মোর
হবে তুমি রানী।
কার আজ্ঞে ?
শ্মশানচারী মহাকালীর আজ্ঞে।

২৭১· কন্দর্পের দোহাই
একটার সঙ্গে
আর একটা পাই।
মনে মনে বলি তাই,
মনের কথা মনে কই।
চঞ্চলতা দূরে হোক
তোর থির হোক মন।
শীঘ্র করি মোর কাছে
তুই কর সমর্পণ।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

২৭২· কুরু কুরু পটি পটি
তেলে মিটিমিটি করে,

ধরিলে মুখেতে মুখ
রত্নপ্রভা ধরে।
জ্বল জ্বল রত্ন জ্বল
করিলে সো উজ্জ্বল।
অমুকী হয়ে থাক মোর বশ।
আমাকে ভজনা করে কাটাক্ বার মাস।
ছিন্নমতি ছাড়ি তার
থির হোক মন।
আমাকে লইয়া
সে কাটাক জীবন।
কার আজ্ঞে?
মদন দেবের আজ্ঞে।।

২৭৩. মদন দেব দেখতে ভাল
ভুলে যত নারী
চন্দ্রকলা রূপ চাই
দোহাই দিয়ে তারি।
ফুল ধনু, ফুল বাণ,
করলাম আমি সন্ধান
অমুকীর টেনে আন প্রাণ।
দোহাই মদন দেবের দোহাই।
ফুল ধনুর দোহাই।

২৭৪. মোর সোনার পংখী
উড়ে কোথায় যাস,
তোকে না পাইলে
মেটে না যে আশ।
উড়িলে মরিবে তুমি
লুটিয়ে পড়িবে ভূমি
কোন্ বনে যাবে চলে
ধরিয়া আনিব আমি।

দোহাই দিব কার?
ওঁ মন্ত্রের অধিকার যার।
আয় শীগ্‌গীর চলে আয়
নইলে মারিবে তোরে বায়ে॥

২৭৫. সত্য ভামা ছিল যে পরমা সুন্দরী,
পলকে করিল সুভদ্রার মন চুরি।
দেখিয়া অর্জুনে তার
মজে গেল মন,
অর্জুনে সঙ্গে ভামা
করিল গমন।
কৃষ্ণের দোহাই আর
দোহাই মদন,
অমুকী আসুক চলে
আমারি সদন।
কার আজ্ঞে?
রাজা ভোজ রাজার আজ্ঞে॥

২৭৬. **বিপদ হরণ মন্ত্র**

রক্ষা কাটম, রক্ষা কাটম,
বীর কাটম ডালে,
আগে যায় হোসেন হাসান
বীর ক্ষেত্র পালে।
নাক রাখ্‌তি গরুর
কান রাখ্‌তি মহাকল,
জিহ্বা রাখ্‌তি সরস্বতী
বায়ু রাখ্‌তি বল।
তিন মোড়ে তিন দেউড়ি,
মানুষ মুড়ে দিয়ে পা,
আমি যে বান্ধি
রাখ কালিকা কুমারী মা

কার আজ্ঞায় ?
কাউরের কামাখ্যা মা হাড়ির ঝি
চণ্ডির আজ্ঞায়।
শীঘ্র বন্ধ লাগ।
বন্ধ লাগ, বন্ধ লাগ ॥

২৭৭. ভূত তাড়ানোর মন্ত্র

আপন সার মহামন্ত্র
গুরু দিলা মোরে,
নমস্কার করি যে আমি
জোর করে তারে।
হ্রীং এই মহামন্ত্রে
আপদ পালায়,
হ্রীং মন্ত্রে সকল দায়
দূরে যে পলায়।
হ্রীং মন্ত্র জপি মনে
দশ দশ বার,
শত্রুমূলে ছাই দিয়ে
হই আগুসার।
দেখিয়া আমারে সে যে
করে হেট মাথা,
কালী মায়ের হুকুম
কে করিবে অন্যথা।
কার আজ্ঞে ?
শ্মশান কালিকার আজ্ঞে ॥

২৭৮. কাটতি কাটা,
মাঝের শাঁস ভূতিনীর টান,
তেড়ে ফুঁড়ে ছোটে গিয়ে
লাগ দেখি রে বাণ।

ভূতের ধাড়ী অনী কিনী
ঐ সে মামদো ভূতি,
রামের আজ্ঞায় এই দণ্ডে
তার ভাঙুক বুকের ছাতি ॥

২৭৯. কিলি কিলি হিলি হুহুঁ
ডাকিনীর সার,
নিমেষ মধ্যে সওয়াল কর,
কেন করলি রে ভর।
ই—বিল বিল
কিল কিল ক্রু হুং বাণ,
বল খুলে বল শীঘ্র করে
কলজে ধরে টান।
কার আজ্ঞে?
শ্রীরাম আর লক্ষণের আজ্ঞে।
শীঘ্র যা শীঘ্র যা ॥

২৮০. ডাকিনী যোগিনী কোথা যাবি আজ,
মন্ত্র পড়িয়া তোমার
মাথায় ফেলিব বাজ।
ঐ এলো নরসিংহ ডাইনি ধরিবারে,
ভাগিয়া যা তুই
সাত নদীর ওপারে।
জয় জয় জয় করি যায়
শ্রীভবানী দেবী।
লাথি-গুরি, কিল-চড়
খাবি আজ তুই,
মন্ত্রের তেজেতে তোরে
দিব রে সাজাই।
যা যা শীঘ্র যা
অমুকীরে ছেড়ে,

নহিলে রাম লক্ষণ
আসিবে যে তেড়ে ॥
যা যা শীঘ্র যা, এই দণ্ডে যা,
শ্মশানে গিয়ে পঁচা হাড়গুড়া খা।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে ॥

২৮১. জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল
উঠলো বেজায় রোল,
রাম রাম শ্রীরাম,
শ্রীরাম, লাগলো গণ্ডগোল।
উপর থেকে ভূতিনী হাঁকে,
সে যে ভূতের বাড়ী,
তেল পড়তে অন্ধ হলো
দিচ্ছে গড়াগড়ি।
পাকে পাকে পিছলে যায়,
যোগিনী মা গর্জে,
কালি মাতার বরে
সুরপতির বজ্র তর্জে ॥

২৮২. পাগাড়ে ভাগাড়ে
থাকিস তুই নিশাচরী,
উদয় গিরি পরবত তোর যে হয় বাড়ী।
নিজ গুণেতে তুই কত হইস বড়,
মান চাইলে শীঘ্র
অমুকের অঙ্গ ছাড়।
পার্বতীর আজ্ঞা ইহা
অন্য কিছু নয়,
মন্ত্রের তেজেতে পেত্নী
ছাড়িয়া পালায়।
কার আজ্ঞে?
কাঁউরের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে।

কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে।
অমুকের অঙ্গ হৈতে
শীঘ্র ছাড়, শীঘ্র ছাড় ॥

২৮৩. বন বন ছুটছে বন
চারিদিকে খরশান।
বায়ুর সনে করে ভর,
রাখবি সমান টান।
ইষ্টি মিষ্টি ভূতের গুষ্ঠি
না পায় যেন ফাক,
মার চাপ্‌টে কালীর আজ্ঞায়
রাখে কার বাপ ॥

২৮৪. সুতা কাটে বনে রাম
কুটিরে বসিয়া,
হেনকালে ভূত কয়েক
আইল ছুটিয়া।
লক্ষণ বলেন বাড়ু সাড়
ওরে ভূত কাল
বাণ মারিব তোরে
সামাল সামাল।
ভূত গোছড়া হাত,
গোড় করব কাটা কাটা,
পালিয়ে যা জলদি করে
নইলে খাবি ঝাটা।
আপন গুণেতে তুই
হইস কত বড়,
ঝটিতে করিয়া তুই
অমুকের ছাড় ভর।
কার আজ্ঞে ?
শ্রীরাম লক্ষণের আজ্ঞে ॥

২৮৫· মৃত সন্তান প্রসব নিরোধ মন্ত্র

আমীর হামজার দোহাই রে বাপ
মারিস না আর দাও,
শিন্নি দেইম, পয়সা দেইম
ছাওয়াল জিন্দা দাও।
ইয়া আলীর দোহাই তোমার
অমুকীর পানে চাও,
জিতা ছাইলা দিয়া ওকে
কর ছাওয়ার মাও।

কার আজ্ঞে ?
ইয়া আলী আর
আমীর হামজার আজ্ঞে ॥

২৮৬· শীঘ্র প্রসবের মন্ত্র

শূলের শূল গোলাম,
অমুকীর গর্ভে শূল চালাম।
গোঁসাইজীর আজ্ঞায় দেবীর বর,
অমুকীর ছাওয়াল উলটিয়া
শীঘ্র ভুমে পড়।
কার আজ্ঞে ?
শ্রীরাম চন্দ্রের আজ্ঞে ॥

২৮৭· শিঙ্গি মাছের বিষ ঝাড়ন মন্ত্র

শিঙ্গি শিঙ্গি চুচ্ড়া মুরি
কোটা পালু বিষের হাঁড়ি,
বিষের হাঁড়ি না পায়া,
শিঙ্গি বেড়ায় দাপেয়া।
ওরে শিঙ্গি হাঁড়িয়া,
বিষ যা ছাড়িয়া ॥

২৮৮· সরিষা পড়া মন্ত্র

এক মুঠা সরিষা
বার মুঠা খাই,
চল রে ও সরিষা ঐ কাঁউরেতে যাই।

কাঁউরের বুড়ি
সেই সরিষা পড়িয়া,
নরসিংহের হস্তে দেয়
আনন্দিত হইয়া।
যোজনেক ভূত-প্রেত
না রয় সেথায়,
আগু বাড়ী প্রেতগণ
দূরেতে পলায়।
সেই সরিষা লয়ে গুরু
রামচন্দ্রে দিল,
আনন্দিত হয়ে রাম
ঝাড়িতে লাগিল।
যা অমুকের অঙ্গ হতে
প্রেত শীঘ্র করিয়া
নতুবা রামচন্দ্রে
তরে দিবে যে রে ঘা।
কার আজ্ঞে ?
শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
মন্ত্রগুরু নরসিংহ নাথের আজ্ঞে।।

২৮৯. সর্পের বিষ ঝাড়নের মন্ত্র

ওঁ রেখ রেখ মহারেখ,
আদি অনাদি দিলেক রেখ।
জলে খাইলে স্থলে রেখ,
স্থলে খাইলে জলে দেখ।
বাসুকির ফণায় দিয়া পা,
উমকাকে কোন্ নাগিনীর হয়েছে রেখ।
বিষ থাকিলে জলে দিস রে দেখা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
এ তিনজনের মাথায় না দিস রে ভর।

পাঘানীরে বাম পা,
বিষ থাকিতে দিস রে দেখা।
কার আজ্ঞায় ?
ও বাপ অনাদি ধর্মের আজ্ঞায় দিস্ দেখা।
জল বরুণা নাভ স্বাহা,
ওঁ অনাদি বাপ ধর্মের আজ্ঞায়।
জলে সাপ দেখিতে বিষ নষ্ট হইয়া যা।।

২৯০. নিম গাছ বাড়ে ডম্বুর
আয় বিষ থুই,
আঁচলে বেঁধে বিষ
আসতে পারে ধাই।
যে শালা করেছে কুকুকাটি
কুজ্ঞান কাটি বিষের কাটি ভার।
ষোলশ সিঙ্গার কাটিয়ে বিষ
ঘা মুখে যা।
কার আজ্ঞায় ?
মা মনসার আজ্ঞায়
ঘা মুখে যা।
ক্লিং লঙ্কা কোট সমুদ্র শুকায়,
অমুকের অঙ্গে ধনি কাটম
বাপ নরসিংহের দোহায়।।

২৯১. সুখ দুখ তাকিয়ে করেছেন শয়ন
পরমায় থাকিতে নলের জীয়নে মরণ।
পরাণ পুরুষ ধরে নাই প্রাণী মাত্র আছে.
কোন্ লাজে দেবীর নাগ
আসনে এর আছে।
কি দোষে খেলি সাপা
কেহ না জানি,
সত্য করে বল তুই
খাইলা কেন পানি ?

দেবীর কৃপায় সাপা
তোর বিষ ছাই,
ঝাড়েন মনসা মাতা
বিষ নাই ॥

২৯২. সুরমা পড়া মন্ত্র

সুরমা সুরমা তুমি শুন মেরা বাত,
অমুকীকে দর্শন দিয়ে আন মেরা সাথ।
পীর মহম্মদকা আজ্ঞা কহিনু তোরে,
পয়ছান না হলে মশান নড়ে।
মেরা এই সুরমা পড়া
নাহি লাগে যদি,
মহম্মদ পীরের আজ্ঞা
রইল তোমা পরি ॥

২৯৩. সিন্দুর পড়া মন্ত্র

সিন্দুর সিন্দুর
চিনা সিন্দুর,
কামরূপ কামাখ্যায় তোমার বসতি।
আমার সিন্দুর পড়া,
অমুকীর কপালে লাগাই ফোটা,
অমুকী হয় বোকা পাঁঠা।
আমার সিন্দুর পড়া
যদি লঙ্ঘন হয়,
মহেশ্বরের জটা খসি
উম পদে পড়য় ॥
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ॥
আমার এ সিন্দুর পড়া
অমুকীকে শীঘ্র লাগ ॥

২৯৪. সিন্দুর সিন্দুর সিন্দুর রাণী,
মহেন্দ্র পর্বতে তোমার উৎপত্তি

আমার এই সিন্দুর পড়া,
অমুকীর কপালে দিলে ফোটা,
অমুকে হয় বোকা পাঁঠা।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
কাউরের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে॥
আমার এই সিন্দুর পড়া যদি লঙ্ঘে,
ঈশ্বর মহাদেবের পঞ্চ মুণ্ডের
বাম পদে ঠেকে॥

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম থেকে এই মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম হুলাইন (দক্ষিণ), ডাকঘর এয়াকুবদণ্ডী, জিলা চট্টগ্রাম।

২৯৫· আদ্রক পড়া মন্ত্র

হীরামণ আদরক ভাই
আদরক পড়ি দিলুম
অমুকর চউগর থাই।
চক্ষু ছার, মুক্‌ষু ছার
অষ্ট মোকাম ছাড়
দোহাই আল্লাহ্‌র।।

২৯৬· কুণ্ডলীর মন্ত্র

কুণ্ডলী কুণ্ডলী সার
মোর কুণ্ডলে পার হইযার।
পোবনে কুণ্ডলী পোবনে বাণ
পোবনে মারিয়া দিলাম চাক বাণ।
দেও পরী যুগিনী মখিনী
ডাকি উয়াসিনী,
থাক্‌ থাক্‌ কুণ্ডলীর বাআরে
বেড়োই থাক।

২৯৭· রামের কুণ্ডল
লক্ষণের বাণ,
মোহর নিকটে
হারাইবি প্রাণ।
এইকটে এইকটে
গলার কঠি হার।
যদি মোরে ফিরি ছা আছ
সাত সমুদ্র পারই যাছ।
বারী—আবদুল বারী।

২৯৮· রামে দিল কুণ্ডলী
লক্ষণে দিল বন।
রামের কুণ্ডলী চৌকিয়া রাঘ,
লাক্‌ বেলাক লাক্‌।

যেইখানে মারিলুন
সেইখানে থাক।
দোহাই বরনা বিষ্টুর ॥

২৯৯ জ্বরের রোগীকে ঝাড়ার মন্ত্র

অলার বৈষ্টবের বাণ
কৃষ্ট অঙ্গ হাতে
তাহা দেখি ক্রোধমতি
হইল জগন্নাথে।
অষ্টখান হইয়া জ্বর
করয় কাউতি
এবে বোলে মহাপ্রভু
হবে কন গতি।
অষ্টজ্বর অষ্ট ঠাই
দিলান বিচারিয়া
প্রথমে রইল জ্বর
তরুতলে গিয়া।
দ্বিতীয়ে রইল জ্বর
জলর ভিতর
তৃতীয়ে রইল জ্বর
অগ্নীর উপরে।
চতুর্থে রইল জ্বর
ছড়াছড়ী নদী
পঞ্চমে রইল জ্বর
পালে পশুপক্ষী।
ষষ্ঠমে নাসারগে গেলা
সপ্তমে পাতালে গেলা
অষ্ট অংশ মাঝে এক অংশ
মনুষ্য পাইল।
আস্ত জ্বরর কথা
যেবাতান কানে

তাহারে নধরে জ্বরে
মওতর কারণে।
দোহাই তক্ত সোলেমান বাদশার।

৩০০. **গ্রীষ্মকালীন জ্বরের মন্ত্র**

আষাঢ় মাসেতে জ্বর
মহা তেজ প্রতি।
পার্বতী পাষাণ
লইয়া পশুপতি।
অরে অরে জ্বর
তুই কনডে কল্লি বাসা
অমুকার চোগে কল্লি বাসা।
ছাইলে[1] ছাড়
ন-ছাইলে মাইভুমি[2]
রামর ধনুটঙ্কার।[3]

৩০১. জ্যৈষ্টল মাসেতে জ্বর,
রবির জ্বালা ঝড়ে
গোহানাদ উঠে হু-হুঙ্কার করে।
অরে অরে জ্বর তুই কনুডে[4] কল্লি বাসা[5]
অমুকার কানত্[6] কল্লি বাসা।
রামের মুষ্টিত্ দিলে ঢিলা
ধনুটঙ্কার[7] জুড়িতে জ্বরে
দিল দফা।।
হুঁ—হুঁ—হুঙ্কার

৩০২. **জ্বরের রোগীকে ঝাড়ার মন্ত্র**

শুন শুন অরে জ্বর তোর জর্মর কথা
শিবে কইর্ল্যা গাভীপুঁজা
মনে পাই ব্যথা।

১ ছাড়িলে ছাড়। ২ নিক্ষেপ করিস। ৩ ধনুকের শর। ৪ কোথায়। ৫ স্থান করে নিয়েছিস। ৬ কর্ণে। ৭ ধনুকের শর।

নারদ মুনি উঠি বোলে
মুনি সকল ভাই
মোরা কইর্গম পুঁজা
শিবের কাছে যাই।
এই গাভী লুকাই ফেইল্যা
মুনি সকল যাই
গাভী ন-পাইয়া শিবে
ক্রোধ হইয়া যায়
যেন নামে সমুদ্র সামনে
লাগত পায়।
ক্রোধে দিল মন।
বাসুকীরে আনি শিবে
সমুদ্র কইর্ল্যা মন্থন।
সমুদ্র মন্থনে বিষ উতলিল যাই।
সেই বিষ আনি দিল মনসায় ঠাই।
এল বিন্দু পড়ি গেল পদ্মফুলর মাঝে
পদ্মফুলে পড়ি বিষ জুড়িল সংসার।
দশ হস্ত দশ মুণ্ড হইল তাহার।
রাহু শনি ঘটি গেল জরের উপর

সেই সে জর চলে গেল রাজার ঘর।

দূরে থাকি বাণ রাজা
মনে মনে হাসে
রাধাচক্র বাণ আনি
ঢালে দিয়া রাখে।
কোথায় এতিন বাণ রাজা
মানুষের পতি,
যার বাণে মোহ গেল
নকুলের পতি।

৩০৩· তামাক পড়া মন্ত্র

বড় পাতা বীজ পাতা
পাতায় জয় জোয়ার
এই পাতা পড়ায়
ফলানী নলক[১] ঘর দুয়ার।
যদি লইব ঘর দুয়ার
ভাঙ্গি আইব বাইন দুয়ার।[২]
ফলানী ফলানারে দেখিলে তড়ক,
না দেখিলে মরক।
এই মন্ত্র লড়ে,
মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীতে পড়ে ।।

৩০৪· তামাকু পড়ার মন্ত্র

যখনে আছিল থামাকু পাতালপুরে
উফারী[৩] আনিলুম মানবের কুলে।
থামাকু পড়ি দিলাম ফলানারে
হুঁ—হুঁং—হুঁ—হুঁ।

৩০৫· তৈল পড়া মন্ত্র

তেলের দানী তেলের ঘানী
তেল পড়মদে এই বাজি মুয়ানী।
বাজ মুয়ানীর তেলর জোরে
ঘরর ঘরিনী লড়ে[৪]
বনর হরিণী লড়ে।
খিয়াত[৫] থাইলে ধাক্কা মারি আন
বৈডাত[৬] থাইলে চুলত ধরি আন।
ফলানা ফলানীরে দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে।

১ লওয়া না হউক। ২ বাসগৃহের পিছনের দরজা। ৩ উঠাইয়া। ৪ নড়ে।
৫ দাঁড়ান অবস্থায়। ৬ উপবিষ্ট অবস্থায়।

এই মন্ত্র লড়ে,
মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীতে পড়ে ॥

৩০৬. তৈল পড়া মন্ত্র

তেলর পেটারী বক্কর ছাউনী
সই তোরে করম রাজ মুরানী।
তেলে গালি রাজ
তুই চলি যা ফলনার সাক্ষাৎ।
ফলানী হইল আন
তুই চলি যা যেন পূর্ণিমার চান।
ফলানী ফলানারে দেখিলে তরে
ন-দেখিলে মরে।
এই মন্ত্র লড়ে চড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি ভূমিত পড়ে।

৩০৭. শঙ্খ শঙ্খ তেল তেল
কার্তিকের বছি,
হাতে মুছি মুখে শশী
ইন্দ্র শোভাত বসি।
রাজাকে কইল্যাম পেঁচা
শোভাকে কইল্যাম আন।
আমি ফলানা ইন্দ্র শোভাত বসি
যেন পুর্ণিমার চান।
এই মন্ত্র লড়ে চড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
ভূমিত পড়ে।

৩০৮. দৈত্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার মন্ত্র

উদয়া বাঁধম উদয়া বাঁধম কড়ি
পছিমে বাঁধম রত্ন গিরি
চৌদিকে রত্ন পরী।

বাওনি বসি আছে ধেয়ানে
আমি আমার গা বন করি
এ ঘায় জ্ঞানে।

৩০৭. নরসিংহ নরসিংহ মাতা নরসিংহ
পিতা নরসিংহ।
সাপ ছেল তেপ ছেল
নরসিংহ পড়িয়া গেল।
বাপ নরসিং বাণ লইল হাতে
ফলানার জর জারি আছর দিষ্টি
নো আছিল তাতে।
রাই পুত চোরা ন-আছ কানে
নরসিংহ বাণে।
তাপ কাটম জর কাটম
কাটম লোহার চান।
ইন্দ্র শোভার বাণ কাটম
কাটম তান্দ মান।
যঘিনী তাপ ভূত তাপ দেও তাপ
ফলানার অঙ্গগুন দে ঝাপ।
নরসিংহ অষ্ট অঙ্গো ঝগা
অষ্টমে লামিয়া যা
চক্রব্যাবে চক্র ঘা
চক্রমে লামিয়া যা।
কার ঘরে বউয়ারী
কার ঘরে ঝিয়ারী।
লাম লাম অরে জর
ন-পাবি যে ঠাই।
বিলম্ব করিলে জগন্নাথ ঠাকুরের দোহাই।
ছাড়বিত ছাড়,
ন ছাইর্লো মাইর্গম হযরত আলীর জোলফক্কার।

৩১০. নরসিংহ নরসিংহ মা রে মা
নরসিংহ মাকে ডাকম মা
মা নরসিং আতুল কিনা
পুষ্পত থিচম আজুকা ফলানার
পাঁচ পিত্ত দি যাবি ছাড়িয়া
শির ধরে দেওর নাম
কঠা ধরে দেওর নাম
ঢাগ ধরে দেওর নাম
বুক ধরে দেওর নাম
পিঠ ধরে দেওর নাম
পেট ধরে দেওর নাম
কোমর ধরে দেওর নাম
আঁড়ু ধরে দেওর নাম
কন, দেওর কন নাম
হিলাইয়া দেওর নাম
পিলাইয়া দেওর নাম
লেইয়া দেওর নাম
প্যাহাইয্যা দেওর নাম
চকুইট দেওর নাম
কন্ জ্বর কন নাম
ছলাইনা জ্বরর নাম
মিনমিন্না জ্বরর নাম
পিনপিন্না জ্বরর নাম
বাইউয়া জ্বরর নাম
পিত্ত জ্বরর নাম
এঁয়াতারা জ্বরর নাম
বাওট জ্বরর নাম
টেওট জ্বরর নাম
শ্লেষ্মা জ্বরর নাম
অরে অরে জ্বর
মুই না মা সম বর

ওইওনি খুইওনি জর
ভাদঅ মাইস্যা জনম জর
ফলানার গঅত উড়ি
ন পারিচি জর।
ছাড়, ছাড়, দোহাই শ্রীরামর, ছাড়
ছাড়বিত ছাড় ন ছাইলে'্য মাইর্গম
হজরত আলীর জোলফক্কার।

৩১১. পান পড়া মন্ত্র

পান পড়ম সুয়ারী পড়ম
গোরক্ষ নাথ বারে
এই পান গুয়া পড়ি
দিলুম ফলানারে।
ফলানী খাইয়া দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে॥

৩১২. শুন রে কাট্টইল্যা[১] হিরার ধার
গুয়ামনি[২] কাটি আছম
অমস্যা[৩] মঙ্গলবার।
পান চুনা গুয়া একত্রে খাইঅ
আনা পড়িয়ে[৪] বাঁধা যাইঅ।
খায় ন খায় হাতত[৫] লয়
হাতত লইলে কোচ্চাত[৬] লয়।
ফলানী ফলানারে দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে।
এই মন্ত্র লড়ে
মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীতে পড়ে॥

১ কাঠুরিয়া। ২ সুপারী। ৩ অমাবস্যা। ৪ বিনা রজ্জুতে। ৫ হাতে। ৬ কোঁচড়ে॥

৩১৩. অরে অরে শন্ত্র জানম তোর জাতি
ভূমির উপরে তুই শন্ত্রের উৎপত্তি।
শন্ত্র পড়ম রাই পড়ম,
ষোল গণ্ডা ধান্য পড়ম
হাডর ধূইল পড়ম
অমুকীর গাত্রর লোম পড়ম।
এই শন্ত্র পড়ায়—
অমুকী অমুকীরে দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে।
শীঘ্‌ঘীর আসি দুই চরণত পড়ে।
এই মন্ত্র লড়ে—
ঈশ্বর মহাদেবীর জটা ছিঁড়ি
ভূমিত পড়ে।

৩১৪. পানি পড়া মন্ত্র

ঘাটের ঘাটের পানি
কই যঅরলে কামচুরাণী
কামচুরাণী বলে মা তোর
একটি পানি দিয়া মোর
একটি পানি দিয়া মোছ
ফলানীর পঞ্চ প্রাণ মোচ
ফলানীরে ছাড়
ছাড় গৃহবাস
এই মন্ত্র লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীতে পড়ে।
হুঁ হুঁঙ্কার হুঁ।

৩১৫. এক মুঠ সরিষা দুই মুঠ রাই
চল চল সরিষা যমসেদিয়া যাই।

কামরূপ বিংষয়া জিল্দাজ্ঞান
বামাতট নাবক শোষাণ
মতি কুরাণী দেবিকা
ইন্দ্র ব্রহ্মা ঘণ্টা লক্ষণ বিভীষণ
ভোবানী মাতৃ দেবীর কামাখ্যা জ্ঞান
অমুক অমুকার কাঁদত পড়ে
ভোবানীর আজ্ঞা যুদি লড়ে
সরগের দেবগণ নরকত পড়ে।

৩১৬. **বশীকরণ মন্ত্র**

গোবনের বাতাসে
মন পোবনের বাণ,
উড়াইয়া দিলাম ফলানার
পাঁচ পরাণ
ধরি দিলাম টান
ফলানারে হায়।
আমার সঙ্গে মিলন করি আয়।
ফালনারে না দেখিলে মরে
দেখিলে তরে।
ঝাম্প দিয়া ঝাঁপ দিয়া ধরে
ফলানা বিনে নাই গতি
ফলানা বিনে নাই গতি।
যুদি মন্ত্র লড়ে
মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীতে পড়ে।

৩১৭. তনরে কাটাইল হীরার ধার
হীরার ধার কাটি আছম
আমস্থা মঙ্গলবার।
চুনকালি মুছি একত্রে খাইও
আনা দড়িয়ে বাঁধা যাইও।

খায় ন খায় হাতত লয়।
হাতত লই কোচ্চাত লয়।
কোচ্চাত লইয়া নিকলে
হু হু চলে।
নাক বন্দী ফলানী
ছটফটায় পাঁচপরাণী।
ফলানী ফলানারে দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে।
শিঘ্‌ঘির গমনে দুই চরণত পড়ে।

৩১৮· রাজমুহানী মন্ত্র

দাতর কির মির রক্ত ধরা
ষষ্ঠ যুগিনী পড়ি গেল সারা।
ষষ্ঠ যুগিনী উঠি বোলে কে
যাইরে ভাই।
ফলানার পাঁচ পরাণি
আনি দে খাই।
খাসত খাস
কালিকা চণ্ডীর মাথা খাস্।

৩১৯· ধূলায় আসন ধূলায় বাসন
ধূলীর জয় জোয়ার
সেই ধূইল পড়ি দিলাম
ফলানা ন লক ঘর দুয়ার।
যদি লয় ঘর দুয়ার
ভাঙ্গি আইসক বাইন দুয়ার।
নল ভাঙ্গম টল ভাঙ্গম
লোহার ভাঙ্গম ছিকল
ফলানী ফলানার লাগি
শিঘ্‌ঘির নিকল।
এই মন্ত্র লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
ভূমিত পড়ে।

৩২০. নুনের ছটফটি নুনের পটপটি
এই নুনে পোড়ে ফলানার পঞ্চপ্রাণী।
গা পোড়ে হাত পোড়ে
চিনার পাটি
বিছানার তলা পোড়ে
আর পোড়ে মাটি।
ফলানী ফলনারে দেখিলে তরে
ন দেখিলে মরে।
শিঘ্‌ঘির গমনে দুই চরণত পড়ে।

৩২১. পোঁপা ওস্তাদের পাঁও
কাউয়া কুকিলা যখনে
জমীনে ন দে পাও
তখন আমি জলে দিলাম পাঁও
টলমল করের গঙ্গা
ডাকিনীরে কইলাম পায় মাথায় ঠেলিয়া
ফলানীর শরীলের লউ সুতন্ত করিয়া।
হইলাম থীর
ফলানীর হইল জটা ছিড়
ফলানী যবতক আমার বিছানে
বিছানে ন দে পাঁও
তবতক্ জলে ফলানীর সর্ব গাও।
হরির ঝি ওস্তাদের আজ্ঞা
ডাকিনীর জ্ঞান।
ফলানী ফলানারে দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে।
শিগ্‌গির গমনে দুই চরণে পড়ে।
এই মন্ত্র লড়ে চড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
ভূমিত পড়ে।

৩২২. সাত শষ্য তের ভাই
ধনিয়া আমার সোদর ভাই।

আয়, ধনিয়া পড়ি দিলাম,
নাগর বাড়ীত যাই ।
ফলানী ফলানারে দেখিলে তরে
ন দেখিলে মরে।
শিগ্‌গির গমনে দুই চরণত পড়ে।
এই মন্ত্র যুদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীতে পড়ে ।

৩২৩. সুপান সুগুয়া
যি নাওরি সে মৌদিয়া
পয়মর পান রাজা
মোহিনী দিয়া বাধম
পানর উৎপত্তি জানম।
জানম তোর উৎপত্তি
পান পড়ি যাইবার নলি
জানম তোর উৎপত্তি
গু যঁঅল পর্বতি
যদি মোর পান পুঁছি খছ
যদি মোর পান সুঙ্গি খছ
ফলানীর অষ্ট অঙ্গ জলিপুড়ি যক্।
ফলানী ফলানারে দেখিলে তরে
ন দেখিলে মরে।
এই মন্ত্রর জোরে
শিগ্‌গির গমনে দুই চরণত পড়ে ।
এই মন্ত্র যুদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীত পড়ে।

৩২৪. হাডর সিন্দুর ঘরর তেল
রাজ শোভাত মিলিয়া গেল।

কোয়ালর সিন্দুর আন চান,
কাড়ি আস্কম ফলানীরে
পাঁচ পায়াম।

৩২৫. বাটি চালান

বাটি সে ধরম, বাটি সে পরম
বাটি সে কঁশিনী
বাটির সঙ্গে চলো শনে
সাত ডাকিনী
চল বাটি চল
শীঘ্‌ঘির চল।
সউদ এড়ি চোর ধর।
দোহাই সে সেন বিষের।

৩২৬. বাণ

কল ছাড়ি দিলুম চাক
পোঁবনের বাণ চৌকিয়া থাক।
দোহাই বরমা বিষ্টুর।

৩২৭. রামে দিল বাণ
লক্ষণ পড়িল রামের চক্রবালে।
পৃথিবী কাঁপিল রামের ডাকে।
তিন ভুবন কাঁপে
দোহাই বরমা বিষ্টুর।

৩২৮. বিষ ভক্ষণ করলে তা আরোগ্য করার মন্ত্র

অরে বিষ নিছনী জর
ফলানার পেডর বিষ পুড়িয়া মর,
দোহাই আল্লাহ্‌র
দোহাই আল্লাহ্‌র
দোহাই হজরত আলীর।

৩২৯. বিষাক্ত ক্ষতের মন্ত্র

চাক চাক দেবীর চাক
জোয়ারে এড়ি[১] গেলে ভাডায়[২] জুরাক[৩]
হুঁ—হুঁ—হুঁ

৩৩০. ভাটিয়াল মানিক টিবি
দুই ঠেং[৪] ছাড়ি মানুষ খাইলি।
যার বলে তুই খাইলি মানুষ
তারে আমি গুরু জানি গুরু।
সেই গুরুর দোহাই দি
ফলানার অঙ্গ মোকামর বিষ কইল্লুম পানি।

৩৩১. বিষের ঝাড়া মন্ত্র

পুরদি উলের ভাণু অউনর বরণ
তুমি থাক্‌তে আমার কেয়া মরণ।
যদি তোমার রোশনাই পড়ে
বাণ টোনা আছর বিছর
ন লাগে আমার ধরে।
লাগ বেলাগ
যিঁযর যাদু হিঁয়ত থাক।

৩৩২. বিষর উম্বুরু বিষর ডুম্বুরু
বিষর নাই ঠাই,
ফলানার অঙ্গে হাত দিলে
বিষর দেখা নাই।
কন বাতর বিষ
রাগ বাতর বিষ।
নীল বাত, শীল বাত
পোড়ানিয়া বাত—জহরা বাত।
উনকুটি বাত—ধুইলুম মুছি
ফলানার অঙ্গত্তুন যক খসি।

১ রাখিয়া। ২ ভাটায়। ৩ নিঃশেষ হউক। ৪। পা।

চোগ, কান, আঁত দাতর ঠাই
এই চারিজন সোদ্দর ভাই
কেহাইরে এড়ি কেহাই ন যায়।

৩৩৩. ভুত পেত্নীর কবল থেকে রক্ষা পাবার মন্ত্র

নরসিং নরসিং ভাই
আদি করি বাণ
কোপে লইন বাণ
কুমিরের কণ্ঠে রহিলেক বাণ
এক ফর এক ঘড়ি
সতী আর চান
তিন ফর তিন ঘড়ি
পৃথিবীর জল।
পাঁচ ফর পাঁচ ঘড়ি
মুঘিনীর ক্ষেইণ
আট ফর আট ঘড়ি
যুগিনীর ক্ষেইণ।
বার কর বার ঘড়ি
ডাকিনীর ক্ষেইণ
দশ ফর দশ ঘড়ি
পেরতের ক্ষেইণ
টিন টিন বাজে
পাতালের নরসিং গর্জিয়া উঠে
নাকে ছিল ফলানার
কণ্ঠ খাইবাব
উলাবুঙ্গা দেঅতা
কোমর ধরি খায়
মাথা নাই বেডার
ভিলকী মারি চায়।
ছাইর্ল্যে ছাড়
ন ছাইর্ল্যে মাইর্গম ধোপার পাডত আছাড়।
দোহাই সোলেমান বাশশার।

৩৩৪. হেছার, হেছার,
এই আসন হেছার
সাত কোটি বান্ধে তলোয়ার
বগ গুয়ে অন্ধ
মহা জন্দ আদম শতান
দেও পরীর কচ কবচ জোবা জোবান।

৩৩৫. মাছ লুকিয়ে রাখার মন্ত্র

জলেতে কুমিরের বসতি
সেই জলে আছে মৎস্যের থিথি।
দুর্গা কইল শিবের ঠাঁই
কুশরীর দোহাই।
মৎস্য জলে পোলাই যায়।
প্রদক্ষিণ করিয়া শিবে চাহে জলে
মৎস্য পোলাইয়া যায় তলে।
যদি মৎস্য পোলাই ন যায়
বর কুমারীর লাগে দোহাই।।

৩৩৬. মাছে হানলে তা ঝাড়ার মন্ত্র

অমাইস্যা ব্রহ্মা ভালা
তাতে জন্ম হইল খরুলর জ্বালা।
কিরে খরুল হোকানা।
তোর মাথা দেখি কালা।
রাম লক্ষণ দুই কাঁটা
সূর্যমণির পিডর এক কাঁটা।

৩৩৭. দেবী গেছে জল হবাইত
দেবা চাইয়া রয়।
কাইকন মাছ আসিয়া
আল ফুটাইয়া লয়।

কে বিষকে পদ্মার শরণে
কালকুটি বিষ ঘায়ের মুখে।
রাম লক্ষণ দুই কাঁটা
সূর্যমণি দুই কাঁটা।
ফলানীর বিষ ভস্ম হয়।
দোহাই আল্লাহর।

৩৩৮. ধোপার ঝী কাপড় কাঁচে
খরুলর বিষ পানিত ভাসে
লাম বিষ লাম
পদ্মার শরণে লাম
দোহাই আল্লাহ্ আর রসুলের।

৩৩৯ মঘিনীরে দিষ্টি কইর্ল্যো
খাবি পিছার বারী
হাইর্গা দেয়র মুখ বাঁধম
বাধম বজ্জর ঘা
নিমইয্যা দেয়র মুখ বাঁধম
বাঁধম বজ্জর ঘা
যম দেয়র মুখ বাঁধম
বাঁধম বজ্জর ঘা
এই মন্ত্র লড়ে চড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
এই ধরণীতে পড়ে।
দোহাই দোহাই।

৩৪০. হরবা মাছে ভর করি
কিংকরে মেলে ডাল
তার মাঝে বসি আছে
কালকেতু পাল।

গোলা লিয়া গোলা লিয়া
জানম তোর জাতি
আমইস্যা মঙ্গল বারে
তোর উৎপত্তি।
জল ভরিতে যাইতে মানা
কইর্ল্য বলাৎকার
চন্দ্রপতির গর্ভে জাউর্গা
তুমি হইলা সার।
জন্ম তোর ঠিক নাই
তেতই গাছে বাসা
মনুষ্যরে জোলম গতি
মনে করছ আশা।
আশা নাই বাসা নাই
নাই তোর থিথি।
ছত্রিশ জাতর পূজা খাছ
আনা গোনা নিতি।
চৈত্র মাইস্যা সাংগা রাইতে
পূজা খছ ভারী।

৩৪১· রমণীর প্রাণ বধ করার মন্ত্র

মহাদেব মহাদেব বাজারর বাণ
ফলানার গইলার বত্রিশ রক্
কাটি কইর্ল্যাম খান খান।
ছেল ছেল ইঙ্গিল পিঙ্গিল
রুধীর বাণ
পড় পড় ফলানার উত্তর ছিরণে
দক্ষিণে দিয়া পাঁও
ফলানারে খাইয়া যউক
দোহাই কালিকা চণ্ডী মার
দোহাই কামরূপ কামাখ্যার।

৩৪২. রুমাল পড়া মন্ত্র

রুমাল পড়ম, রুমাল পড়ম
রুমাল পড়ম সার।
রুমালর উপর বিষ নাই আর।
হেটে বসমতি উপরে চান
মুই দিলুম রুমালের বাণ।
যুদি বিষ হেট ছাড়ি উয়র বঅছ
ছত্রিশ কোটি নাগিনীর মাথা খঅছ।
দোহাই আল্লাহ্‌র।

৩৪৩. লতা পড়া মন্ত্র

লতা লতা বরমা পাতা
আমার সঙ্গে কিরং কথা।
আমার সঙ্গে নকুল কথা
মা কালী চাঁন্দ ফিরি চাইতা।

৩৪৪. লবণ পড়া মন্ত্র

যখন আছিল নমক[১] পাতালপুরে
উফারী[২] আনিলুম মানবের কুলে।
এই নমক পড়া দিলুম ফলানারে
ফলানী খাইলে ধরফর ধরফর করে।
হাঁ—হুং—হিঃ— ॥

৩৪৫. শত্রু নাশের চালান

ফুঁক আল্লাহ্‌র অলির জহর
ফলানার উপর।
পড়ি গেল খোদার কহর।
আল্লাহ্‌র অলির ফের
ফলানার শরীর কইল্যাম জের॥

১ লবণ। ২ উঠাইয়া।

৩৪৬. **সর্প কাটার মন্ত্র**

নেতের ধূলি পাতালের পুরি
কৈ যঅর সাপ পাহাড়তলীর বাড়ী।
কুণ্ডলীর ভিতরে চাক
যিঁঅত ধূইল হিঁয়ত থাক।
সাপারে সাপা
মুই তোর বাবা।
ওঠ খিলাম ঠোঁট খিলাম
খিলাম আহ্মীর মণি
বত্র খিলানী খিলাম,
চল্লিশ নাগ নাগিনী।
নেতর ধূইল পালের নাক
ভিতরে কুণ্ডলী বাআরে চাক।
যুদি সাপ লড়ছ
আল্লাহ্‌র রছুলর মাথা ধরছ।
দোহাই আল্লাহ্‌র॥

৩৪৭. মন চলিতে পোবন চলে
আচমান চলে পায়
হাডি যাতে পোগে ছুঁইলে
পুছি ফেলম পায়।

৩৪৮. শঙ্কুর বেটার নাম ভাই
কামার আছিল বিষ চাপার নাই।
শঙ্কুর বেটার নাম তৈক্ষাৎ মণি
মোর মন্ত্রে ফলানার অষ্ট অঙ্গের
বিষ কইল'াম পানি।
শঙ্কুর বেটার নাম হিংসমণি
মোর মন্ত্রে ফলানার
বিষ কইল'াম পানি।

৩৪৯. হেটে বসুমতি উপরে চান
মুই ধরণী ধরম বিষের বাণ।
সোনা তোলা, রূপা তোলা,
তারা দোন ভাই।
মাণিক্য রত্তন বিষ,
কোথা গেলে পাই।
মাণিক্য রত্তন বিষ
পড়ি গেল রসে
ফলানার অষ্ট মোকামের বিষ
বাম হস্তে ঘষে।
রিং রিং সেহো॥

৩৫০. সাত সমুদ্র তের চর
তাতে জর্ম হইল হাওছর ঘর
লেজে কাঁটা পিডে বিষ
লাম বিষ পদ্মার চরণে বিষ।
ছাপ্পান্ন কোটি হাউছ মাছর বিস
ঘাওমুখে ঝাড়িয়া কইল্যাম নির্বিষ।
ঘাওমুখে ছাড়ি উড়িয়া যাও
না পেলে অষ্ট নাগের মাথা খাও।
আমার এই জ্ঞান লড়ে
মহাদেবের জটা ছিঁড়ি ভূমিতে পড়ে।

৩৫১. **সিন্দুর পড়া মন্ত্র**
ছাডর সিন্দুর ঘরর তেল
রাজ শোভায় মিলি গেল।
সিন্দুর সিন্দি থুইল
ভেশ করি আনম।
ফলানার পাঁচ পরাণে
ফলানারে দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে।
শিঘ্‌ঘির আসি দুই চরণে পড়ে।

৩৫২. সুপারী পড়ার মন্ত্র

গুয়া রে গুয়া[১] কন জাতি
আগুনে পুষে গুয়া বাতি[২]
চারা গুয়া বিরা পান
লক্ষণে কাডি কইল্'্য চাইর খান।
দুই গুয়া দিলাম বরমার হাতে
বরমার বরে গুয়ে
পড়ুক তোর হাতে।
বরমা কয়দে খা আর ন-খা[৩]
হাতে লঅ।
ফলানার পাঁচ পারাণী
ফলানার কাছে রাইক্ষা যঅ[৪]॥

৩৫৩. বিষের গুয়া বিষের পান
বিষ করম গুয়া খান।
হালিয়ায় মেলিল হালখান
চাড়ালিয়া তুইল্'্য ছাই
ফলানার ফলানীর দেখা,
আইজ থক আর নাই
দোহাই আল্লাহ্‌র।

৩৫৪. হাইল বরণ গুয়া, মেঘ বরণ পান।
সোনার কাডাইল, হীরার ধারে
গুয়া কাটম, খান খান।
ফলানী খাইলে গুয়া পাগল
ধরি চাইলে ছাগল।
ফলানীরে দেখিলে তরে
না দেখিলে মরে।
শীঘ্‌গির আসি দুই চরণত পড়ে।

১ সুপারী। ২ পুষ্ট। ৩ খাও আর না খাও। ৪ রাখিয়া যাও॥

এই মন্ত্র লড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ি
ভূমিত পড়ে।

৩৫৫. হীরাবাণ মন্ত্র

কালার কুণ্ডল রক্ত পার ধারে
অমুকারে ভেদিলুম শনি মঙ্গল বারে।
হীরা বেদে লাবম ছারম
অমুকার বুকে বাণ মারম।
পড় ফলানা পড়
শোশানে গিয়া পড়।
আম কাষ্ঠে গিয়া ভার কর।
তোরে মারি মুই যাম ঘর।
মোরে রইক্ষ্যা কর—বাপ শঙ্কর।
হাস, হাস,। হাঁ হাঁ, কাঁ কাঁ
রিঃ ঝিং ঝিং রাং সাঁ সাঁ॥

৩৫৬. হীরা হীরা পাথর চীরা
হীরা খোয়াই মাইল্যাম বাণ
বাণে করুক খান খান।
রামের বাণ মঘিনীর জটা
অমুকারে মাইল্যাম অমুকের কাটা।
পড় ফলানা পড়
উত্তর মুয়ারী পড়।
ফলানারে মারি মুই যামু ঘর।
মোর পঞ্চ প্রাণ রইক্ষা গড়।
দোহাই মা কালিকা চণ্ডীর বর।
মোর এই মন্ত্র লড়ে
মহাদেবের জটা ছিঁড়ি ভূমিত্ পড়ে।

পরিশিষ্ট—১

যাঁদের কাছ থেকে মন্ত্রগুলো সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের নাম, ঠিকানা ও মন্ত্রগুলোর ক্রমিক সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো।

ঢাকা

	নাম ও ঠিকানা	মন্ত্রের নম্বর
১।	ফকীর জয়নাল হোসেন, গ্রাম বরঙ্গাইল, ডাকঘর বরঙ্গাইল, জিলা ঢাকা।	১, ২, ১২, ১৬, ২৬, ২৯, ১০, ২৩, ১৮, ২৫, ২৪।
২।	মোঃ চিকন উদ্দীন, গ্রাম ববুরিয়া, ডাকঘর তেরশ্রী, জিলা ঢাকা।	৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ২১।
৩।	ভাসান মাতব্বর, গ্রাম ববুরিয়া,ডাকঘর তেরশ্রী, জিলা ঢাকা।	১১, ১৪, ১৭, ১৯, ২০, ২৭, ২৮।
৪।	হজরত আলী মাতব্বর, গ্রাম জাবুডাঙ্গা, ডাকঘর তেরশ্রী, জিলা ঢাকা।	৩, ৬, ১৩, ২২।

রংপুর

	নাম ও ঠিকানা	মন্ত্রের নম্বর
১।	মোহাম্মদ দছিম উদ্দীন, গ্রাম বেল্‌কা, ডাকঘর বেল্‌কা, জিলা রংপুর।	৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২।

মোমেনশাহী

	নাম ও ঠিকানা	মন্ত্রের নম্বর
১।	আবদুর রশিদ মিয়া, গ্রাম বওইরাকান্দি, ডাকঘর রামনকচুর, জিলা মোমেনশাহী।	৪৩, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬৩, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫।
২।	মোঃ উমর আলী মিয়া, গ্রাম কানিরাইল, ডাকঘর হাট শিবগঞ্জ, জিলা মোমেনশাহী।	৪৮, ৪৯, ৫০, ৭৬, ৮৩, ৮৪, ৯১, ৯২, ৯৩।

৩। মোঃ ইসমাইল সরকার, গ্রাম বিশ্বানগর, ডাকঘর করিমগঞ্জ, জিলা মোমেনশাহী। — ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৯৬, ৯৭, ১০১, ১০২।

৪। করম আলী ফকির, গ্রাম বাউয়ালীর পাড়া, ডাকঘর কিশোরগঞ্জ, জিলা মোমেনশাহী। — ৪৫, ৫৪, ৫৯, ৬২, ৭৪, ৮২, ৮৯, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ১০০।

সিলেট

১। কারী আবদু ছেমদ, গ্রাম কাটালপুর, ডাকঘর ফেঁচুগঞ্জ, জিলা সিলেট। — ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫০।

২। শ্রী গোপেন্দ্র চন্দ্র রায়, গ্রাম কল্যাণী, ডাকঘর হরিনগর, জিলা সিলেট। — ১০৩, ১০৭. ১০৯, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১২৪, ১২৭, ১৩০, ১৩৭, ১৪০ ১৪১, ১৪২, ১৪৭. ১৪৮, ১৫১, ১৫৮।

৩। শ্রী মনোরঞ্জন নাথ, গ্রাম দরগাপুর, ডাকঘর বৃন্দাবনপুর, জিলা সিলেট। — ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১৩, ১১৮, ১২০, ১২১, ১৩৩, ১৩৪।

৪। সুভাষ চন্দ্র দাস, গ্রাম সাদিপুর, ডাকঘর আফরোজগঞ্জ, জিলা সিলেট। — ১১১, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩২, ১৩৮, ১৪৯, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬।

ফরিদপুর

১। ছৈজউদ্দীন মোল্লা, গ্রাম রাজপাট, ডাকঘর রাজপাট, জিলা ফরিদপুর। — ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯২।

২। লোকনাথ বিশ্বাস, গ্রাম বাহিরভাগ, ডাকঘর রাজপাট, জিলা ফরিদপুর। — ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৬, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩।

কুমিল্লা

১। মোখলেছুর রহমান সরকার, গ্রাম কাঁচিসাইর ডাকঘর ধামতি, জিলা কুমিল্লা। — ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮।

যশোর

১। শ্রী নির্মল কুমার বিশ্বাস, গ্রাম শ্রীপুর, ডাকঘর ঢাকুরিয়া প্রতাপকাঠি, জিলা যশোর। — ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১।

রাজশাহী

১। খবিরুদ্দীন মোল্লা, গ্রাম কৃষ্ণগোবিন্দপুর, ডাকঘর রামচন্দ্রপুর হাট, জিলা রাজশাহী। — ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬।

নোয়াখালী

১। শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, গ্রাম বোয়াখ, ডাকঘর ওয়াজদ্দি মুন্সী, জিলা নোয়াখালী। — ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪।

চট্টগ্রাম

১। আবদুর রশীদ, গ্রাম শিলক, ডাকঘর শিলক, জিলা চট্টগ্রাম। — ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৫, ৩১২, ৩৩০।

২। আবদুল জব্বার, গ্রাম গোমদণ্ডী, ডাকঘর গোমদণ্ডী, জিলা চট্টগ্রাম। — ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৪, ৩১১, ৩১৩, ৩১৮, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬।

৩। হাফেজ আহম্মদ, গ্রাম বুড়িশ্চর, ডাকঘর বুড়িশ্চর, জিলা চট্টগ্রাম। — ২৯৯, ৩০২, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৫০, ৩৫১।

পরিশিষ্ট—২